আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩

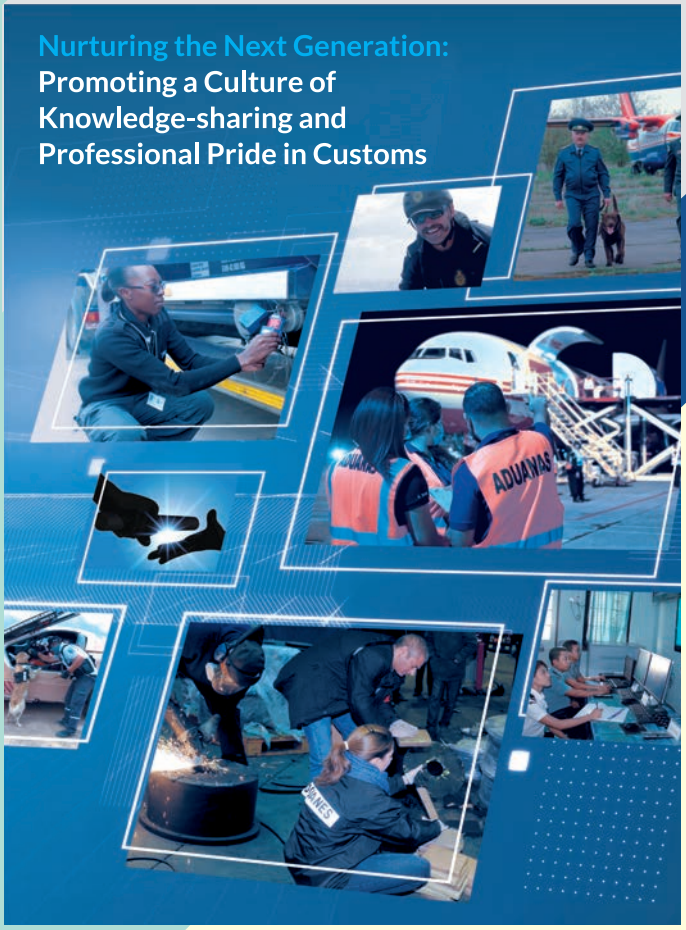

বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

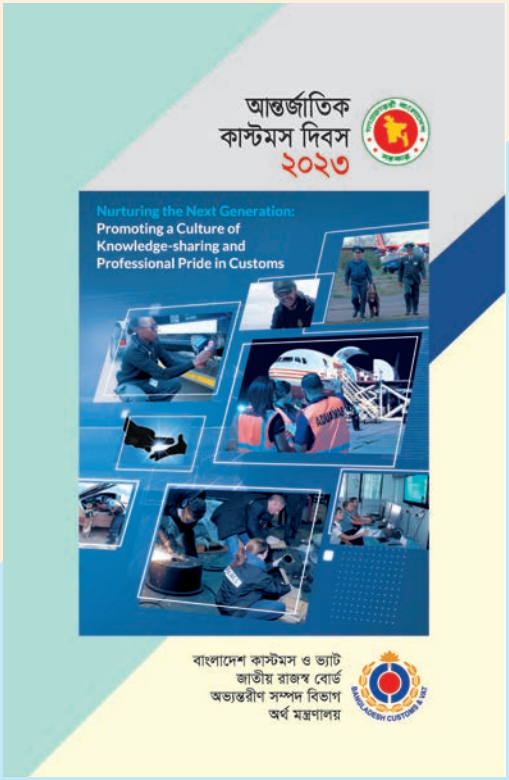
আন্তর্জাতিক
কাস্টমস দিবস
২০২৩
Nurturing the Next Generation:
Promoting a Culture of
Knowledge-sharing and
Professional Pride in Customs
বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩
স্মরণিকা

প্রকাশক
বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক: **তাসমিনা হোসেন**
কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সদস্য: **মির্জা সহিদুজ্জামান**
অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সৈয়দ এ, মু'মেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

খোজিস্তা আখতার
যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

এইচ এম শরিফুল হাসান
যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

রাফিয়া সুলতানা
যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সুমন দাশ
যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

রাকিবুল হাসান
প্রথম সচিব (কাস্টমস মূল্যায়ন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মোঃ রেজাউল হক
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

মোঃ সোহেল রানা
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

দিপা রাণী হালদার
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

মোঃ ইফতেখার আলম ভূঁইয়া
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

দ্বৈপায়ন চাকমা
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

সদস্য সচিব: **মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান**
উপ কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ ভিশন | ০১৯২৯ ২৯৩৩০৭

প্রকাশকাল
২৬ জানুয়ারি ২০২৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ মাঘ ১৪২৯
২৬ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাণিজ্যের প্রসার, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ কাস্টমসের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। করোনা মহামারী ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন সুসংহতকরণ, স্টেইকহোল্ডারগণের মাঝে কার্যকর সংযোগ এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অনস্বীকার্য। প্রেক্ষিতে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য 'Nurturing the next generation: promoting a culture of knowledge-sharing and professional pride in Customs' (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চা ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ কাস্টমসও সরকারের যথাযথ রাজস্ব সংরক্ষণ, নিরাপদ বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ এবং চোরাচালান ও অর্থপাচার প্রতিরোধে জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা টেকসই অর্থনীতি বাস্তবায়নে বিপুল ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়তে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে– এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪২৯
২৬ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাচ্ছি।

'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' এর মূল প্রতিপাদ্য, 'Nurturing the next generation: promoting a culture of knowledge-sharing and professional pride in Customs' (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চা ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ)- সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, দিবসটি পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমসে জ্ঞান চর্চার সংস্কৃতি এবং পেশাগত উৎকর্ষতা লালনে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন, যার ফলে দেশে রাজস্ব আদায়ের বহুমুখী খাত তৈরি হয় এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী দর্শন, যোগ্য নেতৃত্ব ও নিখুঁত কর্মপরিকল্পনার ফলে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ খাদ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসারসহ বিভিন্ন সূচকে স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে একাধারে তিন বার সরকার গঠন করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়ে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব অর্থনীতির এই সংকটময় মুহূর্তেও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সফল হয়েছে। বাংলাদেশ এখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'রোল মডেল'। পদ্মা সেতুর স্বপ্ন জয়ের পর আরেকটি স্বপ্ন জয় করে মেট্রোর যুগে প্রবেশ করেছে দেশ। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি টার্মিনাল ও গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। ন্যায়ানুগভাবে রাজস্ব আহরণ করার লক্ষ্যে আধুনিক রাজস্ব নীতি প্রণয়ন, ডিজিটাল কাস্টমস সেবা, উন্নত তথ্য ভান্ডার নির্মাণ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানসহ জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি এবং উত্তম পেশাদারিত্বের নানা ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ কাস্টমস গ্রহণ করেছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, পেশাগত দক্ষতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও যৌক্তিক সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, মজবুত অর্থনীতির ভিত গঠন, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ, অর্থপাচার প্রতিরোধসহ রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়তে রাজস্ব প্রশাসনের রাজস্ব সৈনিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ মাঘ ১৪২৯
২৬ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও World Customs Organization (WCO) এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও ২৬ জানুয়ারি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আজকের এই দিনে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অংশীজনদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দিবসটি উদযাপনে এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'Nurturing the next generation: promoting a culture of knowledge-sharing and professional pride in Customs' (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চা ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ) একটি সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য। বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতি যখন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে সে সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিশীলতা বজায় রাখতে সাপ্লাই চেইন সুসংহতকরণ, স্টেইক হোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সংযোগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উত্তম সেবা দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কাস্টমস। আগামী দিনের কাস্টমসকে সামনে রেখে নতুন জনবল নিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়ন, অত্যাধুনিক স্ক্যানার স্থাপন, বন্ড ব্যবস্থার অটোমেশন, ন্যাশনাল সিংগেল উইন্ডো বাস্তবায়ন, অথোরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা চালুকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস নতুন উচ্চতায় ধাবমান।

দেশের অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গঠনে বাংলাদেশ কাস্টমস অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। একইসাথে দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

১২ মাঘ ১৪২৯
২৬ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় World Customs Organization (WCO) এবং এর সদস্য দেশসমূহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ কাস্টমস ২৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' পালন করছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস ফ্রন্টলাইনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। রাজস্ব আহরণসহ বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, দেশীয় শিল্প সুরক্ষা, সুষম ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরীর পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অপরিসীম। করোনা বিপর্যয় পরবর্তী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করতে পরবর্তী প্রজন্মের অংশগ্রহণ এবং কাস্টমসে জ্ঞান-চর্চার সংস্কৃতি সৃষ্টি, পেশাগত উৎকর্ষতা লালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস বাণিজ্য সহজতর এবং সাপ্লাই চেইন অক্ষুণ্ন রেখেছে। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য বিষয়: 'Nurturing the next generation promoting a culture of knowledge-sharing and professional pride in Customs' (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চা ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ) নির্ধারণ করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের সংমিশ্রনে দক্ষ হাতে বাংলাদেশ কাস্টমস টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান। পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞান-চর্চার সংস্কৃতির বিকাশ এবং উত্তম পেশাদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে যেমন দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে বাণিজ্য সহজীকরণের নানামুখী উদ্যোগ। চোরাচালান প্রতিরোধ এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নসহ নানামুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে বাংলাদেশ কাস্টমস অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমি আশা করছি, পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে জ্ঞান-চর্চা এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো বেশী অবদান রাখবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

সদস্য (গ্রেড-১)
(কাস্টমস: নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

১২ মাঘ ১৪২৯
২৬ জানুয়ারি ২০২৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও World Customs Organization (WCO) এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কাস্টমস ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস পালন করছে। এ উপলক্ষ্যে কাস্টমস পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

বিশ্ব অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর অভিঘাত এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সংকটকাল অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে। বিশ্ব বাণিজ্যের গতি অব্যাহত রাখতে সদা তৎপর রয়েছে WCO। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় জ্ঞান চর্চার সংস্কৃতি এবং পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে WCO এবারের কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে, 'Nurturing the next generation: promoting a culture of knowledge-sharing and professional pride in Customs' (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চা ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ)। বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক/বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও কার্যকর করার নিমিত্ত WCO ঘোষিত প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কাস্টমস নীতিগত ও পদ্ধতিগতভাবে সর্বক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে ব্যবসা সহায়ক ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া, বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রে Automation এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ, Authorized Economic Operator (AEO), NON-Intrusive Inspection (NII), National Single Window (NSW)সহ বিভিন্ন প্রকল্প ও ধারণা বাস্তবায়নে কাজ করছে বাংলাদেশ কাস্টমস। ইতোমধ্যে রপ্তানিমুখী ওষুধশিল্প সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে AEO প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আমদানি ও রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোতেও এই সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে।

আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য জ্ঞানভিত্তিক কাস্টমস পদ্ধতি গড়ে তুলতে বাংলাদেশ কাস্টমস সদা সচেষ্ট। রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বাংলাদেশ কাস্টমসের প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকবে ।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(ড. আব্দুল মান্নান শিকদার)

Message from the World Customs Organization

International Customs Day 2023

Embargo date:
26 January 2023, CET 09:00

As is the case each year, the Customs community is coming together on this 26 January to celebrate International Customs Day. This year is even more special because we are also celebrating the 70th Anniversary of the WCO - a unique organization dedicated to international cooperation and the sharing of knowledge.

Each year, International Customs Day provides an opportunity for the WCO Secretariat to invite the Organization's Members to focus on a theme it considers relevant to the Customs community and its partners. In 2023, under the slogan "Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs", the Secretariat is inviting Members to look at how they support newly-recruited officers, facilitate the sharing of knowledge, and heighten the sense of pride in being part of this institution and of the global Customs community.

This is about placing human capital, and especially the new generation, at the heart of the transformation of Customs - an approach the WCO has been advocating for a number of years. Young Customs officers often have particular strengths, but they need to acquire specific, and often tacit, knowledge and know-how. This approach to learning must be rooted in the culture of the administration, holding true throughout the officers' careers. It requires not only dynamic inter-generational relationships, but also an outward-looking attitude, characterized by exchanges with the actors engaged in the movement of goods and passengers, as well as with service providers and with academia.

However, it has to be recognized that certain Customs organizations do not have the processes and methodologies in place for managing knowledge and ensuring that it is transmitted. In 2023, Customs administrations are therefore being invited to focus on this issue and develop a knowledge management system which fosters the identification and provision of knowledge and know-how in all their forms: reports and other documentation, training courses, whether online or in-person, forums,

mentoring programmes, work placements, exchanges between services, magazines and newsletters, among others.

Another interesting approach is to extend collaboration among Customs stakeholders and collect multi-disciplinary views. For this purpose, some administrations collaborate with academia and participate in think tanks. This will ensure that Customs knowledge is acquired through the rigorous analysis of data, and is supported by expert opinion, skills and expertise. Knowledge acquired in this way can be a valuable resource for decision-making.

Customs must avoid the loss of organizational memory, to ensure that mistakes are not repeated and experience is transmitted between departments and to the next generation.

WCO I OMD

By creating a stimulating work environment and offering learning opportunities to their officers, Customs administrations can not only attract and retain talent, but also enhance their officers' sense of professional pride. It is often said that the new generation are searching for meaning; working in Customs is a noble mission, whose fulfilment is essential for the wellbeing of nations.

As the reputation of an organization depends largely on its employees, it is important that they take pride in their work, and that the way their work connects with the government's vision is clearly explained. To achieve this, Customs administrations must increase their visibility, not only among their natural partners but also among those – such as decision-makers and the general public – who may be less familiar with the multi-faceted role of Customs, and less aware of the challenges faced by Customs and the constraints it has to manage.

I have every confidence that Customs administrations will get to grips with this year's theme and I invite them to present information, during meetings of WCO working bodies which address this theme, during the events we organize throughout the year and in our various publications, about practices and measures they have introduced.

I wish you all a happy International Customs Day!

Kunio Mikuriya
WCO Secretary General

26 January 2023

সম্পাদকীয়

২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, বিশ্বব্যাপী World Customs Organization (WCO) এর সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এই দিবসটি আড়ম্বরের সাথে উদযাপিত হচ্ছে। এই বছর কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs"।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাণিজ্যের গতিশীলতা আনয়ন এবং করোনা মহামারীর প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতি পুনর্গঠনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এবারের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটি পালনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে কাস্টমস অনুবিভাগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতিপাদিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও তার অংশীজনদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বিনির্মাণ হয়।

২০২৩ সালে WCO কর্তৃক ঘোষিত স্লোগানে ভবিষ্যত প্রজন্মকে কাস্টমস এর কার্যক্রম, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, জ্ঞান ও পেশাদারিত্বের সাথে পরিচিত করে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ কাস্টমসকেও কাজ করে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত স্মরণিকায় মূল প্রবন্ধ ছাড়াও কাস্টমস বিষয়ক তত্ত্ব, তথ্যবহুল বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যে সকল কর্মকর্তা রাজস্ব আহরণের গুরুদায়িত্বে ব্যাপৃত থেকেও লেখনির মাধ্যমে এই স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদেরকে প্রকাশনা উপ-কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। উল্লেখ্য যে, স্মরণিকায় লেখকদের প্রদত্ত তথ্যাদি ও বক্তব্য তাঁদের একান্ত নিজস্ব মতামত হিসেবে বিবেচ্য। আশাকরি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠক হৃদয়ের চাহিদা কিছুটা পূরণ করতে সহায়তা করবে।

সম্পাদনা পরিষদ

সূচি

পৃষ্ঠা

১৪ **মূল প্রবন্ধ**

২৪ **The role of the World Customs Organization in Trade Facilitation**
Dr. Abdul Mannan Shikder

৩২ **Role of Customs Duty in International Business: History, Importance, and Future Direction**
Dr. Md. Shahidul Islam

৪৯ **A Review of Customs Duty Drawback Regulations**
Dr. Mohammad Abu Yusuf

৬১ **সাহেবপরীর দীঘি**
মাশুক আল হোসাইন

৬৯ **How to develop oneself as a true & functioning Customs official**
Mirza Shahiduzzaman

৭৩ **Role of FTAs & Impact of LDC Graduation**
Dr. Md. Neyamul Islam

৮২ **আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন?**
আ আ ম আমীমুল ইহসান খান
নাহরিন রহমান স্বর্ণা

৯০ **How can Bangladesh maximise trade benefits of its geopolitical location?**
Mohammad Shahidul Islam

৯৭ **The role of taxation and domestic resource mobilization in attaining SDGs: financing and beyond!**
Md. Tariq Hassan

১০১ **Women & Trade Role In Achieving SDG 5**
Kanchan Rani Dutta

১০৪ **Data driven administration equipped with modern technologies: Dream or reality for Bangladesh Customs?**
Nipun Chakma

১১৫ **World Trade Organization-Trade Facilitation Agreement Implementation: Glass Half Full or Half Empty in Bangladesh?**
Md. Tarek Mahmud

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৩
মূল প্রবন্ধ
বাংলাদেশ কাস্টমস: দেশের অগ্রযাত্রায় গর্বিত অংশীদার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় একটি দক্ষ ও গতিশীল রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৭৬ নং আদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ করে একদিকে যেমন সরকারের ব্যয় নির্বাহ নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের বৃহৎ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য সহজীকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝুঁকি প্রশমন এবং পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিটি দেশে কাস্টমস বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাস্টমসের ভূমিকা ও কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে যেকোন দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বাংলাদেশ কাস্টমস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে কাস্টমসকে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তা রক্ষা ও বাণিজ্য সহজীকরণে বিশেষ নজর দিতে হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বাণিজ্য সহজীকরণ চুক্তি (TFA) এবং বিশ্ব কাস্টমস সংস্থার (WCO) সংশ্লিষ্ট নানামুখী নীতিমালা ও পদক্ষেপের কারণে বিশ্বব্যাপী কাস্টমসের কাজের ধরণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এসকল পরিবর্তন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কাস্টমস অনেকাংশে আধুনিক এবং অটোমেটেড করা হয়েছে, যাতে ব্যবসার খরচ ও সময় দুটোই বাঁচে। আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সাপ্লাই চেইন এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বাণিজ্য সহজীকরণে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাণিজ্য ঝুঁকি প্রশমনে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস, ২০২৩ উদযাপনকালে বাংলাদেশ কাস্টমস সর্বাধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

২। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় কাস্টমসের ভূমিকা

বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সহজতর করে দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাসের মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস করা এবং এর মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অনন্য অবদান রেখে চলেছে। দেশের জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক) রাজস্ব আহরণ

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত কর-রাজস্বের (Tax Revenue) পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা যার মধ্যে কাস্টমস কর্তৃক আহরিত হয় ৮৯,৪২৪ কোটি টাকা, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত মোট রাজস্বের প্রায় ৩০ শতাংশ। চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর-রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে কাস্টমস এর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা যা আদায়ে কাস্টমস নিরলসভাবে কাজ করছে। দেশের মোট রাজস্ব আয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অংশ এখন প্রায় ৮৫%। বিশ বছর পূর্বে ২০০২-০৩ অর্থবছরে দেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিলো ২৩,৬৫১ কোটি টাকা; যা গত ২০২১-২২ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩,০১,৬৩৪ কোটি টাকা। প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৩ গুণ। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন যেমন- পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণসহ দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কাস্টমস কর্তৃক আহরিত রাজস্ব। উল্লেখ্য যে, আমদানি ও রপ্তানির জন্য প্রতিদিন প্রায় ১৭ হাজারের বেশি বিল অব এন্ট্রি কাস্টমস এর নিকট দাখিল এবং নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

খ) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকি প্রতিরোধ

বাংলাদেশ কাস্টমস রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকি সৃষ্টিকারী অবৈধভাবে আমদানিকৃত পণ্যসমূহ যেমন-অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, নকল মুদ্রা ইত্যাদি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ রোধ করে। এটি দেশে অপরাধমূলক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের মাধ্যমেও বাংলাদেশ কাস্টমস রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকি প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

গ) চোরাচালান রোধ

চোরাচালান প্রতিরোধে কাস্টমস দেশের বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে থাকে এবং প্রায়শইঃ স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা, মাদক দ্রব্য, নকল সিগারেট ও ব্যান্ডরোল ইত্যাদি জব্দ করে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫১২ কেজি স্বর্ণ আটক করা হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। চোরাচালান প্রতিরোধে গঠিত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় টাস্কফোর্সসমূহে কাস্টমস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

ঘ) দেশীয় শিল্পের বিকাশ

দেশীয় শিল্পের বিকাশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অব্যাহতি বা রেয়াতি হারে কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা প্রদান করে আসছে।

দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে দেশীয় শিল্পসমূহকে যথাযথ প্রতিরক্ষণ (Tariff Protection) প্রদান করে থাকে।

ঙ) রপ্তানি উন্নয়ন ও নির্বিঘ্নকরণ

কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের গার্মেন্টস ও চামড়া শিল্পের বিকাশ ও সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত শুল্ক ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার মাধ্যমে নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রপ্তানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষা ও শুল্কায়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পাদন করার মাধ্যমে দ্রুততর জাহাজীকরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চ) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা

মেধাস্বত্ত্ব আইন (IPR) এর বাস্তবায়নসহ কাস্টমস জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যসামগ্রী যেমন- ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য আমদানি রোধ করে থাকে। বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক যে সকল পণ্য বাংলাদেশে আমদানিযোগ্য সেই সকল পণ্যের বাইরে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যচালান আমদানি করা হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তা প্রতিহত করে থাকে।

ছ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিনিয়োগবান্ধব বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পখাতভিত্তিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করছে। আমদানি-নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জনে দেশি-বিদেশি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধাসহ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিবিধ ট্যারিফ সুবিধা ও কর ছাড় প্রদান করা হয়েছে।

জ) বাণিজ্য সহজীকরণ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (TFA) এর বাস্তবায়নে আমদানিকৃত পণ্যচালান দ্রুত খালাস প্রদানের জন্য বাংলাদেশের কাস্টমস ব্যবস্থাকে অনেকাংশেই অটোমেটেড করা হয়েছে। সরকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পণ্যচালানের কায়িক পরীক্ষা ও শুল্কায়ন দ্রুততর করা হয়েছে। এর ফলে দেশে পণ্যের সাপ্লাই-চেইন নিরবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে।

ঝ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশীয় অবস্থান সুসংহতকরণ ও স্বার্থ রক্ষা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং বাণিজ্য

সহজীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহতকরণার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন দেশের সাথে Customs Mutual Administrative Assistance (CMAA) বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব এবং তুরস্কের সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। জাপান এবং মেক্সিকোর সাথে চুক্তিটি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে। আগামী ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে এ ধরণের চুক্তি ভারত, চীন, থাইল্যান্ডসহ আরও বেশ কয়েকটি দেশের সাথে স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান আছে। কাস্টমস সম্পর্কিত পারস্পরিক বিষয় নিষ্পত্তির জন্য নেপাল, ভূটান এবং ভারতের সঙ্গে জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমস নামীয় ফোরাম বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং ট্রানজিট-ট্রানশিপমেন্ট বিষয়ক আলোচনা, চুক্তি নেগোসিয়েশন এবং চুক্তি বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাস্টমস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩। বাংলাদেশ কাস্টমসের আধুনিকায়ন

২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ কাস্টমস নানামুখী সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Customs Modernization Strategic Action Plan 2019-2022 বাস্তবায়ন এবং ৪র্থ Customs Modernization Strategic Action Plan প্রণয়নে কাজ করছে। এসকল সংস্কার কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেবা প্রদান, কাস্টমসের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সহজীকরণ নিশ্চিত করা। নিম্নে বাংলাদেশ কাস্টমসের আধুনিকায়নের কিছু কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো:

ক) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম (ASYCUDA World) এর উন্নয়ন

নব্বই দশকের শুরুতে ASYCUDA (Automated System for Customs Data) সিস্টেম দ্বারা বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটালাইজেশনের সূচনা হয়। প্রথমে LAN- ভিত্তিক ASYCUDA এবং পরবর্তীতে ASYCUDA++ সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্যভান্ডারের ভিত রচিত হয়। সর্বশেষ ২০১৩ সালে অনলাইন ভিত্তিক ASYCUDA World সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সবগুলো কাস্টম হাউস এবং অধিকাংশ কাস্টমস স্টেশনে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ASYCUDA সিস্টেম সংশ্লিষ্ট কতিপয় তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, EPB, BEPZA, CCI&E, Tariff Commission, পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে প্রদান করা হয়ে থাকে। ই-এলসি, ই-এক্সপি ও ই-পেমেন্টসহ কতিপয় সুবিধা চালু হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যচালানের শুল্কায়ন ও খালাস ত্বরান্বিত হচ্ছে।

খ) Bangladesh National Single Window

২০১৯ সাল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Bangladesh National Single Window (NSW) প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ২০২৫ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এ প্রকল্পের আওতায় আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ/অনাপত্তিপত্র একটি Single Platform এ পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে NSW এর Software development এর জন্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে ৩৯টি সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে আমদানি-রপ্তানি পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর NSW প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্যের গতি বাড়বে এবং ব্যবসা পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়। পাশাপাশি Paperless trade বাস্তবায়নে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) Time Release Study (TRS) পরিচালনা

বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্যচালান খালাসের ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ জানার জন্য World Customs Organization (WCO) এর তত্ত্বাবধানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অন্যান্য সীমান্ত সংস্থার অংশগ্রহণে Time Release Study (TRS)-2022 পরিচালনা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি WCO এবং NBR এর Website এ প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে পণ্যচালান খালাসে ব্যয়িত সময় আরও হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ঘ) Authorized Economic Operator (AEO)

Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থার আওতায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী, উন্নত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (Internal Control System) এবং অতীত রেকর্ডে প্রমাণিত আইন পরিপালনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে দ্রুততম কাস্টমস সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে ৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠান AEO সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আরও অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঙ) নন-ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন (Non-Intrusive Inspection)

পণ্যচালান স্ক্যানিং ও ইমেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষণ ব্যতিরেকে দ্রুততর সময়ে পণ্য খালাসের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাস্টম হাউস ও এলসি স্টেশনে বর্তমানে ১১টি কন্টেইনার স্ক্যানার, ২২টি ব্যাগেজ

স্ক্যানার এবং ১টি হিউম্যান বডি স্ক্যানার কার্যকর আছে। আরও ৬টি নতুন কন্টেইনার স্ক্যানার ক্রয়ের কার্যাদেশ ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

চ) কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কাস্টমস বিভাগের কাজের ব্যাপ্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও সে অনুযায়ী জনবল ও পরিসম্পদ বৃদ্ধি পায়নি। ফলে সীমিত জনবল ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্যচালান দ্রুত ছাড়করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইন ও বিধি সংস্কারের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি স্বতন্ত্র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিশনারেট গঠন করেছে। ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যচালান, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, এজেন্ট ইত্যাদি শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

ছ) পণ্যচালান খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post Clearance Audit)

WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) এর শর্তানুসারে Post Clearance Audit (PCA) ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইন ও বিধি সংস্কারের সাথে সাথে PCA ম্যানুয়াল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিটি কাস্টম হাউসে গঠন করা হয়েছে স্বতন্ত্র PCA ইউনিট। কার্যকর PCA চালু হলে এর মাধ্যমে তৈরি হবে সত্যিকার বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ। নিশ্চিত হবে যথাযথ রাজস্ব আদায়, সর্বোপরি গড়ে উঠবে কর পরিপালন সংস্কৃতি।

জ) বাধ্যতামূলক ইলেকট্রনিক পেমেন্ট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে পরিমাণ নির্বিশেষে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শুল্ক-কর পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে শুল্ক-কর পরিশোধ পদ্ধতি আরো সহজ হয়েছে, সময় কম ব্যয় হচ্ছে, জালিয়াতি প্রতিরোধ করা গেছে এবং প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শুল্ক-কর পরিশোধ করা হচ্ছে।

ঝ) Advance Ruling

বাণিজ্য সহজীকরণের অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি চালু করেছে। এর ফলে কোন পণ্য আমদানির পূর্বেই আমদানিকারকগণ বা নতুন উদ্যোক্তাগণ পণ্যের HS Code সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন। প্রদত্ত অ্যাডভান্স রুলিং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Website (bangladeshcustoms.gov.bd) এ প্রদর্শিত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ কাস্টমস এর ওয়েবসাইট হতে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ফরম ডাউনলোড করে অনলাইনেই আবেদন করা যায়।

ঞ) পণ্যচালানের Pre-Arrival Processing ব্যবস্থা চালু

আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালান বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে পণ্যচালান বন্দর হতে খালাস প্রদানের লক্ষ্যে Pre-Arrival Processing (PAP) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। IGM ইলেকট্রনিক্যালি দাখিল এর সুবিধা PAP এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে পণ্যচালান বন্দরে আসার পূর্বেই আমদানিকারক বিল অব এন্ট্রি দাখিলপূর্বক শুল্ক-কর পরিশোধ করতে পারছেন এবং পণ্যচালান বন্দরে আসা মাত্রই খালাস নিতে পারছেন। সম্প্রতি সম্পাদিত Time Release Study (TRS) এর ফলাফলে দেখা যায় যে Pre-Arrival Processing ব্যবস্থায় খালাসকৃত পণ্যচালানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পণ্যচালানের চেয়ে গড়ে ৫ দিন কম সময় ব্যয় হচ্ছে।

ট) E-auction কার্যক্রম চালু

কাস্টমস নিলাম প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম, কাস্টম হাউস বেনাপোল ও কাস্টম হাউস মোংলায় E-auction কার্যক্রম চালু করেছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে সুষ্ঠুভাবে অধিক সংখ্যক ক্রেতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিলাম কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

ঠ) অবকাঠামো উন্নয়ন

উন্নত কাস্টমস সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমস স্টেশনমসূহের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। Asian Development Bank (ADB) এর সহায়তায় ঢাকায় সেন্ট্রাল কাস্টমস ল্যাবরেটরি, সেন্ট্রাল কাস্টমস ওয়্যারহাউস, রিজিওনাল কাস্টমস ট্রেনিং একাডেমি ও ৩টি ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এর অবকাঠামো নির্মাণের/উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি World Bank এর সহযোগিতায় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রামের অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)-এর অনুমোদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ড) কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

কাস্টমস বন্ডের আওতায় আনীত পণ্যচালান দ্রুত খালাস প্রদান এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য বন্ড অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিতে পূর্ণ স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং বন্ড ব্যবস্থাপনার অপব্যবহার রোধ ও সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে online ভিত্তিক লাইসেন্সিং মডিউল কার্যকর করা হয়েছে এবং অন্যান্য মডিউল পাইলটিং এর মাধ্যমে শীঘ্রই কার্যকর করা হবে।

ঢ) LDC Graduation এ বাংলাদেশ কাস্টমস

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সাথে সাথে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক (Tariff) সুবিধা হ্রাস পাবে। এজন্য সরকার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নানা দেশের সাথে প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA, FTA) স্বাক্ষরের পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশ যেমন নির্দিষ্ট পণ্যে শুল্ক সুবিধা পাবে, তদ্রুপ সুবিধা অন্য দেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে প্রদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাস্টমস রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে রাজস্ব সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি পণ্যের উপর বিদ্যমান ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ (Tariff rationalization) এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একইসাথে দেশীয় শিল্পের বিকাশ, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং স্থানীয় শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যথাযথ রাজস্ব নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪। World Customs Organization (WCO) ও আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) সংক্রান্ত নীতিমালা বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে ১৩টি ইউরোপিয়ান দেশ কর্তৃক একটি স্টাডি গ্রুপ তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের আলোকে Customs Co-operation Council (CCC) গঠিত হয়। এর প্রথম আন্তর্জাতিক সভা ১৯৫৩ সালের ২৬ জানুয়ারি ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি ১৯৯৪ সালে World Customs Organization (WCO) নামে আত্মপ্রকাশ করে। Customs Co-operation Council এর প্রথম সভার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার অভিপ্রায়ে ২০০৯ সাল হতে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সাল হতে বাংলাদেশ WCO এর সক্রিয় সদস্য।

৫। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৩ এর প্রতিপাদ্য

সমৃদ্ধ আগামীর অগ্রযাত্রায় নেতৃত্বদানে সক্ষম কাস্টমসের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি এবং জ্ঞান ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাভিত্তিক দক্ষ কাস্টমস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে World Customs Organization কর্তৃক আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৩ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

"Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs"। 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ' হচ্ছে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য। এ জন্য অগ্রজ কর্মকর্তাদের সাথে তরুণ কর্মকর্তাদের জ্ঞান বিনিময়ের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা জরুরি। কাস্টমস এর কার্যক্রম একটি পেশাদার ও বিশেষায়িত কাজ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাস্টমস কর্মকর্তাদেরকে সুদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য কতিপয় বিষয়াদির উপর গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে:

ক) প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান

তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের জন্য প্রায়োগিক জ্ঞান প্রদানের কর্মসূচী প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়া, বন্দরের কার্যক্রম, অডিট ফার্ম, আইটি ফার্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বাস্তব ধারণা নেওয়া যেতে পারে।

খ) সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবযুগে বিভিন্ন দেশের কাস্টমস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং বিগ ডাটাসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাস্টমস কার্যক্রম দ্রুতকরণ এবং ঝুঁকি নিবারণে সফলভাবে ব্যবহার করছে। তরুণ কর্মকর্তাদেরকেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

গ) কাস্টমস আধুনিকায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে অধিকতর অংশগ্রহণ

কাস্টমস আধুনিকায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক NSW, Bond Automation, Regional Connectivity Development এবং কাস্টমস অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে তরুণ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঘ) ইনোভেশন ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান

ইনোভেশন কর্মসূচীর আওতায় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের সাথে কর্মকর্তাদেরকে সংযুক্ত করা আবশ্যক। কাস্টমসের কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ঝুঁকিমুক্তভাবে সম্পাদনের জন্য কর্মকর্তাগণ নিজস্ব অথবা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপস তৈরিসহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রায়োগিকধর্মী উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা দরকার।

৬। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কাস্টমসঃ

আমাদের আশা ভবিষ্যতে স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ কাস্টমস সেবা প্রদান করবে। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি অটোমেটেড Paperless Customs System তৈরী করা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাশাপাশি পণ্যচালানের জাহাজীকরণ ও খালাস দ্রুততর করা এবং ব্যবসার খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা আমাদের মূল লক্ষ্য। তবে কাস্টমসের একার ভূমিকা এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কাস্টমস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরও একইসাথে অটোমেটেড ব্যবস্থাপনায় তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০২২ সালের Time Release Study (TRS) হতে দেখা যায় চট্টগ্রাম বন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর ও শাহজালাল বিমানবন্দরে পণ্য খালাসে ব্যয়িত মোট সময়ের মধ্যে কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে গড়ে প্রায় ১৫% সময়ের বিপরীতে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের

সময় লাগে গড়ে প্রায় ৮৫%। এ সমস্যা সমাধানে চলমান NSW প্রকল্পের কাজ শেষ করে একটি আন্তঃসমন্বিত আদর্শ অটোমেটেড কাস্টমস ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

৭। উপসংহার

মধ্যম আয়ের দেশ হতে উন্নত দেশের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। এ অগ্রযাত্রায় কাস্টমস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যাত্রী সেবা, দ্রুততম সময়ে পণ্যচালান খালাসে বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশসমূহের সমকক্ষ হতে পারিনি। আমদানি-রপ্তানি পণ্য দ্রুত খালাসের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্মার্ট জনবল। ভবিষ্যৎ কাস্টমসকে স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় এবং উত্তম পেশাদারিত্ব অর্জনই আগামীর প্রত্যয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার, যাত্রী ও ইলেকট্রনিক কমার্স এর বিপুল বিস্তৃতি এবং অংশীজনদের উন্নত সেবাপ্রাপ্তির চাহিদা কাস্টমসকে স্মার্ট কাস্টমস হিসেবে রূপান্তরের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। রাজস্ব আহরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং ক্ষতিকারক পণ্যের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে সদা জাগ্রত বাংলাদেশ কাস্টমস। গর্বিত আগামীর নেতৃত্বদানের জন্য পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন, কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও গৌরবের সংস্কৃতির পারস্পরিক বিনিময় ও প্রসারের মাধ্যমেই তৈরি হবে আগামীর স্মার্ট কাস্টমস।

The role of the World Customs Organization in Trade Facilitation

Dr. Abdul Mannan Shikder

1. Introduction

Trade facilitation has emerged as a key feature in international trade with its all-encompassing focus on easing trade across borders. The Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade Organization (WTO) is the principal instrument that commits countries to pursue trade-facilitating initiatives. The TFA was adopted in 2013 and entered into force in 2017, aiming at reducing the cost and time of businesses. The World Customs Organization (WCO), established in 1952 as Customs Cooperation Council, is the key global platform—covering 98 percent of world trade—for implementing many of the TFA's measures through its member customs administrations. With vast experience in implementing global Customs standards, the WCO is an important source of expertise and support for its 184 Member countries. The WCO supports the global implementation of the TFA through its uniform customs

standards and technical assistance for capacity building. This article briefly outlines the role being played by the WCO in facilitating global trade through its various activities.

2. Definition of Trade Facilitation

Trade facilitation is a set of tools, measures and procedures tailored for easing global export-import business. The primary goal of trade facilitation is to help make trade faster, cheaper, more predictable and to ensure its safety and security throughout the supply chain. At the application level, it is about simplifying and harmonizing formalities, procedures, and the related exchange of information and documents between the various partners involved in the trade process with an obvious reduction in trade costs. According to the WTO TFA, trade facilitation means simplification, modernization, and harmonization of import, export, and transit processes, ensuring expedited movement, release and clearance of goods. In the WCO context, it means the avoidance of unnecessary trade restrictiveness or barriers and the speeding up of Customs procedures. This can be achieved by applying modern clearance tools, techniques and technologies, while improving control mechanisms over Customs functions in a manner that is internationally acceptable. To achieve the desired targets, the TFA specifically outlines measures and principles for effective cooperation between Customs and related stakeholders on trade facilitation and customs compliance matters. It also sets out provisions for technical assistance and capacity building for the LDCs. Section I of the TFA contains provisions on pursuing measures for trade facilitation across the supply chain.

3. Benefits of trade facilitation

Benefits accrue to both the business communities and the governments from trade facilitation initiatives. Benefits for businesses come through enhanced competitiveness in national and international markets due to reduction in delays and costs which are achieved with predictable and efficient movement of

goods across borders. Benefits for governments result from utilizing modern procedures to enhance controls, ensure proper collection of revenues and at the same time contribute to economic development through increased trade and encouragement of foreign investment. According to the WTO, trade facilitation initiatives would cut down trade costs by 14.3% on average—around US$325 billion being saved—mostly in developing countries. It further suggests that improvements in border agencies throughout the world could boost global trade by US$ 1 trillion per year, and accelerate the integration of the developing and LDC countries into the global value chains. It is well known that border inefficiencies, complex customs rules and other trade barriers make it harder for businesses of all sizes to trade internationally, hurting small and medium-sized companies (SMEs) the most. Recent research by the World Economic Forum suggests that the TFA implementation could trigger a 60% to 80% increase in cross-border SME sales in the global economy.

4. Cooperation between the WTO and the WCO

Both the WCO and the WTO strongly cooperate with each other in promoting trade facilitation initiatives across the world. The two organizations were already cooperating prior to the TFA. The WCO manages the technical committees of two important WTO agreements: the Agreement on Implementation of Article VII (Customs Valuation) and the Agreement on Rules of Origin. The WCO was actively involved in the preliminary talks and the negotiation rounds that led to the completion of the TFA. Its vast technical expertise makes it an ideal partner for ongoing WTO initiatives in trade facilitation. The WCO provides information and support for the capacity building of developing and least-developed country members. In 2013, the WCO Policy Commission adopted the Dublin Resolution which says it will commit

"to the efficient implementation of the Trade Facilitation Agreement [...] will assist its Members to identify their needs,

including availing of donor funding, in order to enhance capacity building to implement the Trade Facilitation Agreement; will, together with other international organizations and the business community, further enhance the provision of technical assistance/capacity building [...]".

The WCO has continuously encouraged its Members to take an active approach in the WTO Trade Facilitation negotiations. Customs administrations of many WTO Members have made positive contributions to the WTO Trade Facilitation negotiations which have culminated in the TFA. Engagement of Customs in the negotiating process has ensured that the WTO Agreement is consistent with WCO instruments and tools on trade facilitation and compliance which WCO Members have been developing and implementing over the past years since its inception.

The TFA highlights the role of the WCO in the implementation and administration of the TFA. As Customs is the key implementing agency of the TFA, it is essential that the WCO and its Members collectively ensure smooth and effective implementation of the Agreement to successfully lead to the envisaged developments on a national, regional and global level. As the global center of Customs expertise, the WCO is the only inter-governmental organization with competence in Customs matters and is the voice of the international Customs community. With that in mind, the WCO Policy Commission in December 2013 issued the WCO Dublin Resolution which shows the clear commitment of the global Customs community towards successful implementation of the TFA and among others indicates that the WCO's robust engagements with the WTO including in preparing the framework for the WTO Trade Facilitation Committee. As mentioned in the Dublin Resolution, the WCO assists its Members to identify their needs related to TFA implementation including addressing questions related to donor funding opportunities, if and where necessary, and, together with other international organizations and the

business community, further enhances the provision of tailor-made technical assistance/capacity building (TA/CB) in an efficient and coordinated manner and based on long-standing WCO experience and approaches to CB delivery as well as on existing WCO tools and tools under preparation. Such support is based on Members' needs and follows results-based management principles.

5. The role of the WCO in trade facilitation

Customs is the key border agency responsible for all international trade transactions. In international trade, Customs plays a critical role not only in providing expedited clearing processes but also in implementing effective controls that secure revenue, ensure compliance with national laws, and ensure the security and protection of society. The efficiency and effectiveness of Customs procedures have a significant influence on the economic competitiveness of nations and in the growth of international trade and the development of the global marketplace. Though Customs has contributed to trade facilitation efforts for many years, the TFA has brought forth high political will and momentum to further progress this trade facilitation agenda, especially in terms of bringing together all relevant stakeholders, including all border agencies and ensuring efficient Coordinated Border Management. The overarching goal of the TFA is to speed up customs procedures and because of the role of WCO in trade facilitation features unavoidably. Consequently, the efforts of the WCO focus on simplifying and standardizing Customs practices across its Member administrations. It has developed conventions, standards and programs through which its Member Customs administrations have been able to offer their governments enhanced trade facilitation combined with effective Customs control.

Since its inception, the WCO, with the active involvement of Customs experts and global trade partners, has been striving to achieve the balance between trade facilitation and compliance

with statutory requirements. Its mission and vision have been to improve the effectiveness of Customs administration by, for example, creating international instruments for the harmonization of Customs systems and effective communication between its member states. To this end, the WCO develops and administers various international instruments, tools and standards for the harmonization and uniform application of simplified and effective Customs systems and procedures governing the cross-border movement of commodities, people and means of transport. It also provides capacity building and technical assistance to Members as a means of support to their modernization efforts.

Over the year the core focus of the WCO has been on providing leadership, guidance and support to customs administrations to secure and facilitate legitimate trade, realize revenues, protect society and build capacity. For this purpose, the WCO has developed a number of instruments related to trade facilitation. The main ones are the original and the revised Kyoto Conventions, the ATA System (ATA and Istanbul Conventions), and the Customs Convention on Containers. The "International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures", known as the Kyoto Convention, entered into force in 1974 and was revised and updated in 2006; the Revised Kyoto Convention sets forth the following key principles:

i) transparency and predictability of customs actions,
ii) standardization and simplification of the goods declaration and supporting documents,
iii) simplified procedures for authorized persons,
iv) maximum use of information technology,
v) minimum necessary customs control to ensure compliance with regulations,
vi) use of risk management and audit-based controls,
vii) coordinated interventions with other border agencies, and
viii) partnership with the trade.

The ATA System aims to facilitate the procedure for the temporary duty-free importation of goods and the adoption of a standardized model for temporary admission papers (a single document known as the ATA carnet that is secured by an international guarantee system). The Customs Convention on Containers (1972) provides for the temporary importation of containers, free of import duties and taxes, subject to re-exportation within three months and without the production of customs documents or security.

Other instruments developed by the WCO include the Time Release Study, which measures and reports the time taken by customs to release imported cargo – the only instrument mentioned in the TFA, the WCO Data Model, which compiles datasets for different customs procedures; the Risk Management Compendium, which provides customs with a structured and systematic way to manage risks; or the WCO SAFE Package, which is a framework of standards to secure and facilitate global trade.

Apart from developing trade facilitation tools and procedures, the WCO is also an important actor in capacity building. It aims to promote the effective implementation of all trade facilitation-related conventions and to equip customs officials with the detailed information necessary to more fully engage and lead discussions/negotiations with donor agencies and other government officials. The WCO is also present in the field to help with the implementation of their program. One example of these activities is the Time Release Study in the East African Communities. In the context of this program, the movement of cargo through an international corridor going from the Mombasa seaport in Kenya to an inland customs office in Kampala, Uganda, was tested. Multiple bottlenecks were found and recommendations to improve these aspects were provided. The WCO also plays a role in coordinating capacity-building efforts with tools such as the WCO Project Map, which provides

information on existing support to donors to avoid redundancy in the provision of aid.

In June 2014, the WCO launched the Mercator Program, aiming to support its members in implementing the TFA by using core WCO tools and instruments (e.g. the Revised Kyoto Convention) and providing tailor-made technical assistance. At the same time, the WCO benefits from the momentum brought by the TFA to customs reforms, from its effect on compliance, and from the new impetus it gives to capacity-building and cooperation between border agencies.

6. Conclusion:

To conclude, it is obvious that TFA provisions are consistence with WCO instruments and tools developed by the global Customs community not only in the years before the launch of and during the trade facilitation negotiations, but a number of relevant tools have also been developed or updated after the conclusion of the TFA. The WCO conventions, guidelines, handbooks, web-based, and other tools provide necessary guidance for a coherent approach and for achieving harmonized TFA implementation by its member countries. Undoubtedly, the core activity of the WCO is to achieve the goals of trade facilitation and thus cut down trade costs significantly.

The writer is currently working in National Board of Revenue, Dhaka as Member, Grade-1 (Customs Audit, Modernization & International Trade).

Role of Customs Duty in International Business: History, Importance, and Future Direction

Dr. Md. Shahidul Islam

Tariffs and customs duties are the same things; they are both taxes on imported and exported goods. An export duty or an import duty are both examples of a customs duty, which is also referred to as an "external excise tax."

HISTORY

The Era of Kautiliyam Arthasastram, Palmyra, Rome, Mughal, and the Nineteenth-Century

Customs duties have their roots in the old "customary taxes." The highest revenue officer at the time, known as the Samaharta (collector-general), was tasked with organizing the collection of taxes from seven different locations, the seventh of which were the vanikpaths (trading routes) of two types, land routes, and sea routes, according to the **Kautiliyam**

Arthasastram (approximately 321-300 BC). As a bribe to sovereigns to treat them kindly, scholars contend that the earliest customs duties were voluntary and offered by merchants on the go. This inducement became necessary over time. A tax for the right to trade in a specific kingdom was known as "duty." Tax farmers were hired to handle the actual collection; they would resort to whatever means—including force—to collect what had proven to be a crucial source of income for rulers. The earliest written Customs tariff, according to some academics, was created in **Palmyra** (modern-day Syria), and it was carved into stone (and is still there!). The ancient tariff featured precise duty rates for goods including camels, slaves, fleece, and aromatic oils and, despite its age, bears a striking resemblance to the contemporary harmonized system.

Professional customs offices and officials date back to ancient **Rome**. Trade records discovered on antiquities (imported jars of olive oil) were similar to modern Customs declarations, just like Palmyra's tariff wall. At the start of the industrial age, when countries encouraged exporting as a potent weapon for boosting national prosperity, a more recent conception of customs as a sophisticated, dynamic filter emerged. The need for streams of legislation to strike a balance between the demands of domestic labor and market forces arose as trade increased and competition increased. Anti-dumping duty was levied against unsold surplus, while countervailing duty was assessed against subsidized goods. Unrestrained efforts to promote exports resulted in a number of trade wars that halted shipping and caused economic collapses, highlighting the perils of protectionism. A period of (relatively) open cooperation has existed since the end of the wars thanks to the creation of international organizations.

During the **Mughal** era, cungi (toll) was imposed over the subcontinent (1526-1707). Then, cungi was levied on goods passing between provinces, and the nation was divided into

subas (provinces). On merchandise brought in by boat from overseas, customs duties were further levied. The predecessor to today's customs house may have been the Cungi Ghar (toll house) in those days. Lord Cornwallis removed customs duty in British India in 1788, but it was reinstated in 1801. Customs duty revenue in 1839–1840 was Rs 4,103,298 or 5% of total government revenue. The seventh largest source of public revenue at the beginning of the 20th century was "taxes on imports and exports."

The **nineteenth century** saw the creation of the current customs system. When the Sea Customs Act, modeled after British customs law, was passed in 1878, giving legal authority for the imposition and collection of customs duty, the entire law and collecting apparatus were united. Prior to 1924, when the Central Board of Revenue (CBR) was established in accordance with the CBR Act, the administration was initially vested in the province government. In order for the central government to establish control over the flow of goods and people over land borders from the subcontinent to neighboring territories and vice versa in transit from one country to another via the subcontinent, the Land Customs Act was also promulgated in 1924. The Customs Act of 1969 was passed to codify and revise the law governing the assessment and collection of customs duties as well as to address related issues. Four laws—the Sea Customs Act of 1878, the Inland Bonded Warehouses Act of 1896, the Land Customs Act of 1924, and the Tariff Act of 1934—as well as Section 14 of the Civil Aviation Ordinance of 1960—were consequently repealed under Section 220 of the Customs Act of 1969. This ended the long-standing legal distinctions between maritime customs, land customs, and air customs.

The Background of Custom Duty in Bangladesh: British Colonial Era, Pakistan Era, and after Independence Era

Customs tax was established during the **British colonial** era in Bangladesh (at the time known as British India) as a tool for the

British government to raise money and defend the interests of British manufacturers and merchants. British India was a significant supplier of raw materials for the British economy throughout the 18th century, especially cotton, which was used to supply textile mills in England. Indian cotton textiles were subject to hefty taxes by the British government in order to protect the British cotton industry, raising the cost to English customers.

To raise money for the colonial administration, the British government placed duties on products imported into British India in addition to protecting British industry. These levies were used to pay for many British initiatives in India, including military and infrastructure costs. The "Mercantilist" policies of the British government, which emphasized boosting exports while discouraging imports and encouraging trade surpluses, also had the effect of favoring British-made goods while discriminating against those produced elsewhere. The combination of this policy and the high tariffs lessened competition for British importers and exporters in India.

The newly formed nation of **Pakistan**, of which East Pakistan is today's Bangladesh, continued with similar customs tariff policies after the British departed India. These regulations attempted to safeguard domestic businesses, generate money, and encourage self-sufficiency. During the British colonial era, customs duty was implemented in Bangladesh (then known as East Pakistan). To safeguard the interests of British manufacturers and traders, the British government levied hefty tariffs on products imported into the area. After the British left India in 1947 and East Pakistan joined the newly established nation of Pakistan, a protectionist tariff structure was kept in place. However, East Pakistan, which is now Bangladesh, had a different economic structure from West Pakistan (the country as it is today), with a greater emphasis on agriculture and less industrialization. As a result, the Central Government's policies for West Pakistan were frequently inappropriate for East

Pakistan. The trade between the two areas was also very different, with East Pakistan mostly exporting raw materials and West Pakistan acquiring manufactured goods. This trade deficit ultimately played a part in the political tensions that resulted in the Bangladesh War of Independence in 1971 and contributed to East Pakistan's economic marginalization. As a result of the establishment of its own customs office and the introduction of customs duties on products entering East Pakistan during the conflict, the East Pakistani government was able to increase revenue and strengthen the local economy. Following the war of 1971, East Pakistan split apart to become Bangladesh, which kept the customs system in place and inherited the established customs department.

After 1971, Bangladesh's customs tax became a significant source of income for the newly independent nation. Before 1971, Bangladesh was a part of Pakistan and was governed by the same laws and rules regarding customs duties as the rest of the nation. However, Bangladesh had to set up its own customs duty system after the War of Independence and the creation of the country as an independent state in 1971. Bangladesh's newly established government took over an economy that was largely focused on agriculture and had very little other manufacturing. The government pursued a number of measures aimed at industrializing the nation in order to foster economic growth and development, including the placement of high taxes on imported goods in order to safeguard the native industry. This was viewed as an essential step to enable the nation's new economy to get off the ground. The nation was experiencing a severe humanitarian crisis immediately following the conflict, which led to a dearth of supplies on the market. The government began importing commodities from other nations to make up for this scarcity, which brought in a sizable amount of cash through customs duties. The nation's development and restoration activities were afterward financed with the help of this income.

In short, the history of customs duty in Bangladesh dates back to the time of British colonialism. To safeguard the interests of British manufacturers and traders at the time, the British government levied hefty tariffs on products imported into the nation. After the nation earned independence from the British administration in 1947, this protectionist tariff regime was kept in place. The government of Bangladesh undertook a number of economic initiatives in the years that followed independence with the goal of boosting industrialization and self-sufficiency. In order to shield native businesses from international competition, these measures included keeping customs charges on imported goods high. But Bangladesh has recently been moving toward a more liberalized and open trade policy. In an effort to encourage foreign investment and export-oriented growth, the government started lowering taxes on imported items in the late 1990s and early 2000s. Bangladesh, a WTO member since 1995, adhered to the global agreement on trade facilitation, which resulted in lower customs duties on the majority of the products. Bangladesh has been negotiating trade agreements with foreign nations to lower customs duties on commodities, boost market access, and enhance the general business environment in recent years as it has been diversifying its export destinations and reducing dependence on a single market. As the government of Bangladesh modifies the rates for certain items to conform to its economic policies, customs tax rates might fluctuate often.

The government continued to rely largely on customs duty as a source of income in the years that followed. To safeguard the home industry and encourage self-sufficiency, the government kept up a mostly closed and protectionist trade policy with high tariffs on imported goods. However, the government started to move toward more liberalized and open trade policies over time. The government started gradually lowering import duties in the late 1990s in an effort to encourage foreign investment and export-driven growth. To cut customs duty rates and improve market access for Bangladeshi exports, the

government has started negotiating trade agreements with foreign nations as part of this plan. As the nation grew and developed, the government's stance on customs duties started to change. Customs duties evolved from being only a way of raising money and a protectionist measure to a tool for balancing trade and defending the nation's economic interests as it opened its market to foreign trade.

The National Board of Revenue (NBR), the nation's primary revenue-collecting organization, oversees the customs tariff system in Bangladesh. The national board of revenue (NBR) was established as the supreme tax authority with the jurisdiction to take over customs administration after the government abolished the CBR following the establishment of Bangladesh. By President's Order No. 48 of 1972, the Customs Act became operative in Bangladesh. The Customs Act of 1969 and the Value Added Tax Act of 1991 specify that the administration of revenue is the customs authority's paramount duty. The customs authority's primary responsibilities are determining and collecting customs duties, value-added tax, extra duty, and other taxes and fees that may be imposed on imported or exported goods. Smuggling prevention, Imports and Exports (Control) Act implementation, and Foreign Exchange Regulation Act enforcement are all included in its secondary role. The customs authority also upholds security measures mandated by various acts, including the Arms Act of 1878, the Explosives Act of 1884, the Merchandise Marks Act of 1889, the Livestock Importation Act of 1898, the Narcotics Control Act of 1990, etc.

The characteristics of globalization, such as free trade zones and duty rates, have been around for millennia even though we tend to think of it as a recent phenomenon. Excavations have uncovered evidence of Customs action everywhere in the world, from the ports of ancient Greece to the Great Wall of China. The evidence indicates that sophisticated systems of restrictions and tariffs on traded goods existed together with

their justifications long before industrialization. Small populations made it simple to observe how unchecked reliance on imports would burden and stress the local economy.

IMPORTANCE

A tax known as customs duty is levied on products that cross international boundaries for import or export. In the broadest sense, Customs' primary duty is to safeguard the region under its purview. The safety, health, financial standing, and quality of life of citizens and enterprises are all protected. This background can also be used to understand border-based taxation and duty collection. Customs tariffs rebalance price differences across markets, protecting the financial standing of domestic companies or introducing restrictions on the usage of specific items. To safeguard a nation's economy and regulate the entry and exit of cargo, customs duty taxes are strictly enforced. The value of the products or the product's weight, dimensions, or other precise specifications is frequently the basis for customs duties.

The Challenge and Ways Forward

The cost of items that are imported or exported can be significantly impacted by customs duty, making it a crucial factor to take into account in international trade. For companies that import products, customs duties can be a considerable cost because they drive up the price of the goods. Businesses may find it challenging to compete with domestic firms that are not subject to the same import duties as they are. Companies may decide to source their products from nations with lower customs tax rates to lessen this effect, or they may choose to negotiate special trade agreements that lower the amount of duty they must pay. The competitiveness of enterprises that export goods can also be impacted by customs duties. For instance, it could be challenging for a business to sell its products at a competitive price if they are subject to hefty customs charges in a foreign market. This may make it more difficult for the business to enter new markets and grow its clientele.

The kinds of items that are traded between nations might be impacted by customs duty. For instance, it could not be profitable to import or export particular commodities if they are subject to hefty customs duties. Consumers may have a smaller selection of things to choose from as a result, and businesses may find it more difficult to seize fresh chances. Customs tax might provide enterprises with difficulties, but it can also be advantageous for global trade. Custom duties can be used as a weapon to support the nation's overall trade balance, safeguard domestic industries, and foster economic growth. Because of this, companies engaged in international trade must understand the laws, rules, and fluctuating nature of customs duties.

Customs duties are often collected while border officials inspect and evaluate the items in order to establish a thorough description of the imports. Depending on the assessment value of the imports, customs agents frequently check for trademark violations or fair market trade. Because certain trade agreements with specific nations may result in duty-free rates, customs authorities are also attempting to verify the country of origin of the imports. In addition to helping businesses stay out of trouble with the law by managing import/export operations properly, the practice of maintaining effective customs duties also enables businesspersons and traders to cut expenses in other ways. It delivers analytics and visibility to give businesses data insights so they may automate and optimize operations based on what works.

International trade has relied heavily on customs for generations. In many nations, customs organizations combine two seemingly opposing functions: they impose taxes on commerce while also facilitating trade and international business through standardized processes and simplifications. The protection of society against unlawful trade, irresponsible business, and unsafe items is frequently added as a third responsibility to these two. This last function is also acknowledged in the Green Customs Initiative, a 2004 informal

collaboration between many UN institutions that have focused on strengthening the capacity surrounding illegal trade. If customs laws are correctly and strategically implemented, they can significantly lower business costs not only during the importation or exportation of goods but also afterward. For instance, by asking for a refund of customs duties that were paid in excess at the time of importation or by using special procedures, businesses can reduce costs significantly. Many businesses continue to utilize customs brokers to act as their agents due to the complexity of managing all the moving elements involved in customs. However, doing so frequently causes businesses to lose track of their inventory, lose sight of their expenses, and overlook the crucial role that customs operations—and the information that can be gleaned from them—play in their entire operations. When businesses fail to see the wider picture, they forfeit the opportunity to benefit.

The need to safeguard local industry—typically young industries—from intense foreign competition that may arise before domestic units have had enough time to catch up with the foreign competition is the justification for imposing CD. The case for maintaining high customs rates will be difficult to make if the economy grows. By lowering customs tariffs, the World Trade Organization (WTO) has significantly contributed to increasing economies' competitiveness. In their infancy, Emerging Developing Economies (EDEs) have relied very significantly on customs duty to protect the infant industry as well as for a reliable source of revenue. The tariff rates and structure were quite expensive in the middle of the 1980s. Rationalizing the rates for particular industries including capital goods, drug intermediates, and electronic goods, was implemented selectively.

FUTURE DIRECTION OF CUSTOMS DUTY: BANGLADESH IN INTERNATIONAL BUSINESS

Bangladesh has made a concerted effort to engage in trade talks with other nations in an effort to lower import taxes,

expand market access, and enhance the general business climate. For instance, Bangladesh has recently signed a number of trade agreements with nations in the Asia-Pacific area, including India, China, and Singapore, which have assisted in lowering customs duties on a variety of products. Bangladesh is dedicated to the principles of free trade and the removal of trade barriers as a WTO member, which further motivates the government to lower customs duties on commodities. Businesses in Bangladesh will find it simpler to import and export goods and to compete with those in other nations as a result. Implementing contemporary technology and procedures to speed up the clearing process of goods would assist to minimize delays, boost efficiency, and make the entire process more transparent. This will help to shape the future of customs duty in Bangladesh. Additionally, this will aid in lowering corruption, which can be a significant issue in the customs system. n In conclusion, greater trade policy liberalization, the negotiating of trade agreements, and the use of technology to increase efficiency and decrease corruption, as well as trade agreement negotiation, are anticipated to be the future directions of customs duty in Bangladesh in international commerce. This will make it easier for companies engaged in international trade to take advantage of new prospects and efficiently compete in the global market.

Companies are now relying on digital solutions that can automate customs and trade compliance end-to-end, including all paperwork, classifications, and exchange of tasks and information, rather than relying on human operations. With such a system, the organization can save time and money by automating the completion of customs declarations, sending information to customs automatically, and sharing data with partners and other parties. Technology utilization has evolved into a key component of trade facilitation. One of the main goals of the EU Customs Union is to promote paperless trade, which has become the new norm. The COVID-19 pandemic has brought to light the necessity for completely automated

customs, which has increased the importance of paperless cargo clearance to reduce paper handling. Starting with programs like electronic single-window systems is a great idea. Future value is created by enabling connectivity across single-window systems, avoiding corruption and undervaluation. This strategy goes hand in hand with the requirement that Customs administrations and other border agencies utilize the technologies at their disposal more effectively in order to enhance the business climate and the flow of products across borders. One technology that might be investigated to gather data and protect it is blockchain. Big data analysis should be able to spot issues and challenges in Customs and throughout the entire supply chain.

Besides, Veenstra and Heijmann (2022) have suggested three particular scenarios as future roles of customs to represent the current difficulties and anticipate supervision operations from Customs given the numerous changes in the current global environment: fluorinated gasses, carbon border adjustment mechanism, and due diligence in global supply chains. Customs offices or other competent authorities are in charge of carrying out certain seizures (such as those involving non-refillable containers) and preventing the re-exportation of illegal goods containing f-gases. It's also prohibited to conduct certain trades with parties located in non-signatory nations to the F-gases accord. The EU-ETS approach can be used to implement a charging system at the outer border of the common market to address the issue of carbon leakage. Since this legislation calls for border action, customs agencies will be heavily relied upon. The collapse of the Rana Plaza factory in Bangladesh has renewed the discussion on the necessity of enforcing ethical working conditions and procedures in international supply chains.

Use of IT for Modernization of Customs Administration

For customs procedures, information technology (IT) use is essential. This is crucial because it signifies a development in management and practice; for example, a risk management

system should have sped up the clearance of customs disadvantages and reimbursements, cutting the whole clearance time to a fraction of what it was a few years ago. The risk management methods randomly identify questionable cargo. There might be a need to review this kind of system that takes external elements into account in today's environment where there is a greater need for security. In order to better use the type of data generated on both the customs and excise side for policy-making and administrative improvements, increased computerization is resulting in the creation of more meaningful statistics and data management. Therefore, the best method to persuade those officers who are still on the fence is to do thorough workshops to train them and help them understand the advantages of IT rather than forcing it onto them. Additionally, a concentrated effort must be made to minimize interactions between officers and customs agents in order to reduce moral hazard. The advantages of a strong and healthy customs service through quickly expanding IT use must be persuadingly communicated to officers in increasing numbers. For department heads, this continues to be their biggest challenge.

The modernization of Bangladesh's customs administration can be greatly aided by the use of information technology (IT). The c**ustoms clearance process** can benefit from IT by becoming more efficient, **decreasing corruption**, and **increasing transparency**. Implementing computerized systems for the declaration and clearing of products is one of the key ways that IT may be employed in customs administration. Many customs clearance procedures, including the **filing of declarations, the computation of duties and taxes, and the clearing of products**, can be automated using electronic technology. This can help to shorten wait times, improve accuracy, and guarantee adherence to rules and laws.

The **detection and prevention of fraud and corruption** is a significant area in which IT can be employed in customs administration. For instance:

- The use of electronic systems can contribute to enhancing the traceability of commodities, making it more challenging for people to escape paying taxes and customs fees.
- Data analytics can also be utilized to pinpoint compliance and enforcement initiatives and to spot trends of suspect conduct.
- Implementing contemporary technology and procedures to speed up the clearing process of goods would assist to minimize delays, boost efficiency, and make the entire process more transparent.

This will help to shape the future of customs duty in Bangladesh. The corruption that can be a significant issue in the customs system will also be lessened as a result of this. Implementing the Automated Cargo Clearance System (ACCS), a computerized system that would expedite and improve the cargo clearance procedure is another possible application for IT in customs administration. By utilizing electronic systems like electronic documents and digital signatures, this system would automate the processes of data collection, data processing, and cargo discharge. Between the various agencies engaged in the customs clearance process, such as Customs, Trade, the Port Authority, and other law enforcement agencies, IT use can also help to improve communication and coordination. Utilizing an integrated data system, for instance, can help to increase communication and information exchange between various entities.

By streamlining and easing the clearance process, Customs is the leading agency for facilitating seamless international trade. By doing so, Customs may make a stronger contribution to the **development vision of nations**, which aims to increase shared prosperity and achieve higher economic efficiency. The effort to streamline and modernize Customs operations as soon as feasible has been started by Bangladesh's Chief Revenue Authority, the National Board of Revenue (NBR). All of these modernization and reform initiatives place a heavy emphasis on

trade facilitation, infrastructure development, capacity building, and automation.

In light of this, NBR created the "Customs Modernization Strategic Action Plan 2019–2022" (CusMod SAP) to enable the orderly execution of reform ideas. ICT applications and trade-friendly innovations have been successfully incorporated into Bangladesh Customs' operations, and the agency has made impressive strides. The most notable ones that have already been put into practice are the Customs Computer System (ASYCUDA World), Bonded Warehouse Management, Authorized Economic Operator (AEO), National Enquiry Point (NEP), Non-Intrusive Inspection (NII), Advance Ruling (AR), Customs Portal, Pre-Arrival Processing (PAP), Education, and de-minimis, among others. The New Customs Act, the establishment of the Customs Risk Management Commissionerate (CRMC), the Bangladesh Single Window (BSW), the automation of the bond system, the strengthening of the Academy, the establishment of the Central Customs Laboratory, Central Customs Warehouse, and the Central Customs Regional Training Academy are ongoing initiatives. Despite the government's signing of various international legal documents, the existing Customs Act still does not adhere to international standards due to a lack of information and communication technology (ICT) applications. The current Customs Act should be reviewed to ensure that the government makes the best use possible of ICT in customs processes and procedures.

The tax authorities have taken the initiative to set up electronic fiscal devices (EFDs) and sales data controllers in order to collect VAT and extra duty from various sorts of commercial organizations through the Electronic Fiscal Device Management System (SDCs). This initiative is expected to generate roughly Tk212 crore in gross revenues each year after it is completely implemented during the next five years, with Genex Infosys having the highest brand value in

Bangladesh. According to statistics, EFD machines brought in Tk 32 crore 29 lakh in income in November, compared to Tk 30 crore 40 lakh in October. According to the data, eight thousand eight hundred thirty machines have already been installed as of this month, and three lakh more are scheduled to be deployed. Overall, Bangladesh may gain a lot from using IT in customs administration, including cost savings, increased productivity, and an overall better business climate for international trade. The government of Bangladesh must invest in putting IT systems and infrastructure in place as well as building the human resource capacity to run and maintain those systems if it is to fully modernize the customs agency.

Although Customs agencies serve a crucial function, there is no denying that they have little political clout. Because of this, a strong collaboration with the business sector makes sense for conveying Customs' priorities to other government officials. Supply chains must be resilient and effective, and there must be uniformity in paperless processes, automated systems, electronic data, e-payment, risk management procedures, and the shifting of revenue collection operations away from the border. As a result, it's important to recognize and address the disparate border management strategies that have historically been used on a national and regional level. In conclusion, more trade policy liberalization, the negotiating of trade agreements, and the use of technology to boost productivity and cut down on corruption are anticipated to be the future directions of Bangladesh's customs duty in international trade. This will make it easier for enterprises engaged in international trade to thrive and compete successfully on a global scale by fostering an environment that is more favorable to their operations.

References

Cory. (2016). A brief history of Customs. Border Bee; BORDER BEE CUSTOMS BROKERS. Retrieved from https://borderbee.com/2016/05/20/brief-history-customs/

Wakeling, B. (2012). Customs & Duty. Createspace.

AFC International. (2017. What are customs duties, and why are they important? AFC International. Retrieved from https://www.afcinternationalllc.com/customs-brokerage-news/customs-duties-important/

Kantho, K. (2022).ভ্যাটের আওতা বাড়াতে এনবিআরের বিশেষ জরিপ. Kalerkantho. Retrieved from https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2022/12/06/1210234

Tags, C. A. S. (n.d.). Why is customs important? The benefits go beyond compliance. Customs4trade.com. Retrieved from https://www.customs4trade.com/blog/why-is-customs-important-the-benefits-go-beyond-compliance

Veenstra, A. W., and Heijmann, F. (2022). The future role of customs. Unctad.org. Retrieved from https://unctad.org/system/files/non-official-document/Cimem9_2022_p24_Veentstra_and_Heijmann.pdf

Shome, P. (n.d.) Role of Customs in International Relations. Retrieved from https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/rhs-misc/bnb-lecture.pdf

PSCG. (2021). The Future of Customs with the WCO and Trade. Retrieved from https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/pscg/the-future-of-customs-with-the-wco-and-trade.pdf?la=en

National Board of Revenue Bangladesh (2021). Bangladesh Customs Capacity Building: Need, Strategy and Action Plan. Retrieved from https://nbr.gov.bd/uploads/public-notice/Bangladesh_Customs_Capacity_Building_Strategy,_Need_and_Action_Plan.pdf

ADB. (2014). Regulatory Impact Analysis Report on the Current Customs Regulatory Framework in Bangladesh. Retrieved from https://www.adb.org/sites/default/files/publication/179665/ria-customs-bangladesh.pdf

The writer is currently working in
National Board of Revenue, Dhaka as Member (VAT Audit).

A Review of Customs Duty Drawback Regulations

Dr. Mohammad Abu Yusuf[1]

As an officer of customs background, I take interest in Customs and VAT matters. Although I am not actively engaged in Customs and VAT matters in recent years, I keep in touch with the NBR officials to keep me updated and at times to dispel my confusions/doubts on VAT/tax matters. In Customs and VAT, there are few areas where lack of clarity is often found among a good number of practitioners and officials. Drawback is such an area where there is a lack of clarity among many.

Apart from my regular work, I also deliver trainings on trade, customs, and VAT matters, out of my interest. In one of my lecture sessions, I was alluding to drawback in discussing

[1]Dr. Mohammad Abu Yusuf is a Joint Secretary (Budget) in the Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. He is a Member of 15th BCS ,Customs and VAT) Cadre (email: ma_yusuf@hotmail.com)

customs matters. One of the participants spontaneously and instantly said, "sir, drawback means 'demerits/disadvantage'. I said, "yes that is true. But in Customs, *drawback* is a facility given to the exporters to increase their competitiveness". After hearing this observation from the participant, I instantly decided to write a conceptual note on Drawback. This paper is an attempt to do that.

This is not an academic paper. So I will not use much references in academic style. Rather, this paper provides a basic understanding of duty drawback and its types.

In Customs, Drawback is the refund, reduction or waiver in whole or in part of customs duties assessed or collected upon importation of an article or materials which are subsequently exported (US CBP, n.d.). Drawback is not an export subsidy and is, therefore, in compliance with World Trade Organization (WTO) rules (Corfmat and Goorman, 2003). According to the recently issued Drawback Rules 2021, import duties means Customs duty and Regulatory duty paid at import stage on inputs used in the manufacturing of exported goods.

Purpose, Methods and Scope of Drawback Procedure

Duty Drawback i.e. the repayment of duties and taxes paid on the imported goods enables domestic industries to offer the goods at competitive prices on international markets. Countries wishing to encourage trade through free zones/EPZ in their territory may also apply the drawback procedure to goods that are re-exported into these zones. Duty Drawback is also popular as an indirect tax incentive to attract foreign direct investment and an instrument to reduce the anti-export bias of highly protected economies (Ianchovichina, 2013).

Drawback is given to the exporters following two methods:

- **Drawback on the basis of Flat Rate:** Flat rate drawback is given for products having similar characteristics. Flat rates

vary based on HS codes of the items. For example, flat rates of 5%, 5.5% and 6.0% are applied for the same goods having different HS codes. Higher rate/amount of drawback is given for pallet (jute yarn may be in pallet or loose form), tannery items, cable and ceramics are given[2] at flat rates. Flat rates are determined on the basis of input-output coefficient (e.g. how much raw materials are used to produce one unit of jute sacks). A singular coefficient is used for the same/identical item.

- **Drawback on the basis of Actual**: Drawback on the basis of actual is given for items for which raw materials vary for items or items which vary in its capacity or size/characteristics. For example, transformer is exported by different transformer manufacturing firms having different kilowatt/power. Input-output coefficient is needed for each transformer of different power/Kilowatt; If XYZ company produces and exports 3 transformers having capacity of 50,100 and 150 KWs, three different co-efficient will be needed for all the three transformers. On the other hand, if a transformer having 100 KW is exported by XYZ company and another transformer having 100 Kw is exported by ABC company, a single coefficient will suffice for drawback purpose. (as the capacity is the same for the two transformers).

- **How actual rate is calculated**? Actual rate is determined on the basis of input-output coefficient. For actual rate, separate coefficient is necessary for each item having different nature/capacity or features. For example, Palm oil and Soyabean oil both fall under oil. Here, two

[2]Drawback is allowable for import duty, supplementary duty and Regulatory duty paid on inputs used to produce exported goods. There are provisions for giving drawback of RD although DEDO is yet to grant it.

co-efficient will be needed, one for Palm oil and the other for Soyabean oil.

It is to be noted that drawback of import duties is paid from DEDO. Exporters are eligible to get drawback (in the form of decreasing adjustment) of Supplementary duty (SD) paid on inputs used in the manufacture of goods exported through VAT return (Rule 45, VAT & SD Rules 2016).

However, there is no mention of drawback in the VAT & SD Act, 2012 and VAT and SD Rules 2016.

Drawback on the basis of Flat Rate

Under flat rate method, the exporter is given a specific amount of import duty against each unit of produced export item. To get drawback under flat rate method, the applicant is required to obtain "*Input-output coefficient*" by submitting an application in '*form Kha*' with necessary documents. It is not necessary to submit import documents of inputs or documents of local purchase with the application of drawback under Flat rate system.

Rules/Orders Regarding Payment of Drawback Against Export

1. Customs Drawback Rules, 2021 (SRO no 266-Ain/2021/45/Customs dated 04 Aug, 2021) details provisions on application for drawback, examination of the application by customs and payment provisions of drawback.
2. An exporter is required to apply for drawback of import duties in accordance with "ফরম ক" to the Director General, Duty Exemption and Drawback Office (DEDO) within 6 months of the date of export with documents in support of export.

	SRO	Duty/tax that are granted as Drawback
1	SRO no 266-Ain/2021/45/ Customs dated 05 Aug, 2021	a. **Drawback of Customs Duty and RD at Actual rate:** Drawback of customs duty[3] is paid at actual rates[4] (on exports of goods) for import duty and RD paid on import of inputs used (according to coefficient) in producing export items. b. Drawback is being given on export against international/local tender which remain pending under VAT Act 1991 and VAT Rules 1991.
2	Do	**Drawback of Import duty at Flat Rate:** The Duty Exemption and Drawback Office sends proposed flat rates for Jute goods, leather, cable and ceramic items etc. to the NBR.[5] On approval of the proposed rates by the NBR, DEDO grants drawback for these items on the basis of approved rates. Usually the flat rates change every year due to change in price/ import value and duty rate. Exporters need to get Input-Output coefficient from the DEDO. On receipt of application for I-O coefficient from the exporter, DEDO office, fix, by surveying production process and if necessary, by taking support of experts, **I-O Coefficients.**
	SRO no 266-Ain/2021/45/ Customs dated 05 Aug, 2021 [Duty Drawback Rules,2021]	**Drawback by Bonded Warehouse Licensee:** Bonded warehouse licensees, who imported raw materials by paying duty (For raw materials/inputs imported in excess of their entitlements on payment of duties; in this case, the bonder has to obtain permission from the Bond Commissionerate to import in excess of entitlement), are entitled to claim drawback for the amount of duty paid on imports of inputs they used in manufacturing export items. (Rule 7.2, Duty Exemption and Drawback Rules, 2021). Input-output coefficient is needed to get

[3] Drawback of Regulatory Duty will also be granted. As there is no Economic Code yet in the system, RD is yet to be paid but it is admissible as Drawback.

[4] In the case of Actual Rates, Exporters produce Bill of Entry. The concept of Actual rate is to refund the amount the exporter paid as duty on inputs at import stage.

[5] Both VAT & CD are given as Drawback under VAT Act 1991 while only CD is given as Drawback under VAT & SD Act 2012

	SRO	Duty/tax that are granted as Drawback
		drawback. The bonded warehouse owner shall apply to the DG (DEDO) for getting drawback either at flat rate or at actual rate under the Duty Exemption and Drawback Rules,2021.
	General Order No-11/Mushak/2020-11 June 2020	VAT and Supplementary Duty (SD), if any, paid by Embassies, High Commissions, Diplomats, and Other Organisations of diplomatic status on their local purchases of locally produced goods and services are given as 'Refund' subject to the following conditions: • Refund shall be applicable to the persons who enjoy Diplomatic Status • The purchases are made in local currencies only from a VAT Registered Firm/Person. • Claims for refund will be allowed to the extent of the tax paid and which is shown separately in the purchase invoice (VAT Challan in form "Mushak-6.3") issued by any registered person. However, for gasoline, the supporting document for refund will be the *Sale Memo issued by the gasoline sales centre* and the refundable amount will be determined as per the gazette notification issued from time to time by DEDO • Refund claims should be submitted in prescribed form to the Director General, Duty Exemption & Drawback Office (DEDO) within six months from the date of official purchase of locally produced VAT-able goods or services as per VAT & SD Act, 2012.

Refund of VAT to Embassies, High Commissions, UN Organisations and Other Organisations of Diplomatic Status

Since 1st July 2019, Refund of VAT is being given to Embassies, High Commissions, Diplomats, UN system organisations and Other organisations of diplomatic status only as per VAT and SD Act 2012, Value Added Tax and Supplementary Rules 2016 and General Order No-11/Mushak/2020-11 June 2020. According to Rule 55 of the Value Added Tax and

Supplementary Duty Rules 2016, embassies, high commissions, diplomats and UN system organisations are entitled to enjoy the aforesaid drawback facility.

Drawback granted on Re-export of Imported Goods

Customs House, Chattogram granted drawback in few cases in the last few years according to the provisions of the Act following the letter of the NBR [5(12) শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৮৫ তারিখ-১৩/৫/১৫]. These drawbacks on goods exported were granted to the exporter within two years of their imports under section 35 of the Customs Act, 1969. One of such Drawback cases was with regard to the Import of Razor blades by Proctor and Gamble through Chattogram Customs House. In this case, Proctor and Gamble imported Razor blades, Mach3 by paying duties and taxes through two bills of entry in 2013 and 2014. Subsequently, these Razors blade, Mach3 CRT86840 6480 unit were re-packaged and exported by M/S I & M General Business Ltd. through Dhaka Customs House (on 21/0/2015) on permission from the Chief Controller of Imports and Exports (letter no. 26.03.0000.801.10.003.11-1307 dt. 08/01/15). After examination of import export documents and proceeds realization certificate, a Total of Tk. 6,93,382.40 was granted in favour of the exporter as drawback.

Table 2: Breakdown of Duties/Taxes Given as Drawback

1	Import duty (CD)	**Tk.** 253166.06 x 7/8	221520.30
2	RD	Tk. 50707.23x 7/8	44,368.82
3	SD	253286.59x 7/8	2,21,520.30
4	VAT	235277.17x7/8	2,05,867.52
	Total		**6,93, 382.40**

In granting the drawbacks of customs duty and VAT, Chattogram Customs House acted in accordance with article 35 of the Customs Act and Section 68 read with section 20 of the VAT Act 1991. In this case, the exporter was not the importer of goods. He bought the imported goods and then exported.

Drawback under VAT and SD Act, 2012

Under the VAT and SD Act, 2012 there is no explicit provision for giving drawback of VAT paid on inputs used in export. Under this law, VAT paid on inputs used in exports are granted as input tax credit. It is evident from Section ৪৬ (ঠ)that input tax (paid on inputs used in exports) is creditable against output tax. VAT Return also makes it clear. For instance, in Part-4 (Purchase-Input Tax) of the VAT Return (Mushak 9.1), input tax creditable is shown against Zero-Rated Goods/Service (in Note 10 and 11 (i.e. Against local purchase and Import). As input VAT is creditable against output VAT, this change in the new VAT is an intelligent move.

Since the enactment of the New VAT and SD Act 2012, VAT paid on inputs, both imported and local purchase are to be allowed as *input tax credit* and not as Drawback. This is in contrast to the VAT law provision of 1991. Under The VAT Act 1991, there was provision for giving drawback in S. 68 and Rules 28, 29 and 30. Rule 29 of VAT Rules 1991 allowed VAT authority to grant drawback on the basis of VAT return. In this case, the VAT return sent by VAT commissioner to the DEDO for drawback used to be deemed to be an application for drawback. And the DG, DEDO, then on completion of scrutiny of the drawback application, would deposit the drawback amount in the bank account of the exporter through check.

However, under section 62, Supplementary Duty (SD) paid on goods/inputs may be granted as decreasing adjustment if the good conforms to the conditions of drawback stated in Section 35 of the Customs Act. (This seems to be drawback on Re-export of Imported Goods). As SD and VAT are imposed and collected under VAT & SD Act, the issue of SD has been brought under this Act. Although the word “Drawback” is not stated in S. 62, the *decreasing adjustment* mentioned in this section may plausibly be considered as “Drawback”.

On the contrary, Rule 45 of the VAT and SD Rules 2016

specifies that decreasing adjustment of *Supplementary Duty (SD)* paid on inputs used in the manufacture of exported goods may be given as decreasing adjustment. This decreasing adjustment appears to be a drawback for export of goods manufactured in Bangladesh[6]. This is because exporters are given either bonded warehouse facilities or duty drawback (or cash incentives as alternative to the bonded warehouse facilities and duty drawback). As the duty benefit is given in the form of decreasing adjustment, it can be presumed that the exporter is given this decreasing adjustment as a duty drawback for exports. Shikder (2021, p. 329-330) also considers it as a duty drawback.

Conclusion and Policy Implications

As DEDO office is entrusted to deal with duty exemption and drawback matters, it has been a good move by the NBR to give authority to the DEDO office vide Customs Drawback Rules, 2021 to grant drawback of import duties and RD paid on import of inputs used in producing export items. It is also sensible to refund VAT and SD to Embassies, High Commissions, Diplomats, UN system Organisations and other organisations of diplomatic status: on local purchases of locally produced goods and services.

However, there is lack of clarity in S. 62 and Rule 45 of the VAT and SD Act, 2012 and VAT and SD Rules, 2016 respectively. Exporters, importers, and other stakeholders need to know the reason of decreasing adjustment referred to in S. 62 and R. 45. It would be easy for exporters, importers, and other stakeholders to understand if S.62 and R.45 makes it clear that the amount of decreasing adjustment mentioned are on account of duty drawbacks against exports.

Furthermore, there is a lack of understanding in which situations, what will be rate of duty drawback under section 35.

[6]According to the current rules (VAT & SD Rules 2016), VAT and SD has to be taken as drawback through VAT Return (Shikder, 2022 p.329-330).

Drawback under this section is admissible if the goods are identified to the satisfaction of an officer of customs not below the rank of Assistant Commissioner of Customs] at the customs-station, to be the same as had been imported. Furthermore, the goods have to be exported within two years of the date of their importation, or within the extended period subject to a maximum of three years. It seems necessary to have rules in which case an exporter is entitled to a maximum of 7/8th of the duties as drawback and in what cases and on what grounds, exporters will be entitled less than 7/8th or a % of the duties paid at import stage. In this respect, the provision of **Indian Customs** is noteworthy. Indian Customs Manual 2018 (Chapter 22: Notification No. 19-Cus., Dated 6-2-1965) specifies that 98% of Duty Drawback is admissible where the goods are not used. In other cases, drawback is granted on the basis of period of use of goods[7]. Used goods also are not entitled to get Drawback (in India) if exported 18 months after import. The NBR may issue rules on S. 35 to facilitate trade and make the duty drawback system simpler.

Similarly, Section-36 of the Customs Act 1969 clearly provides for rules on repayment of duty as drawback in respect of goods which have been taken into use between their importation and subsequent exportation: "*the repayment of duty as drawback… shall be made in accordance with the provisions of the rules made in that behalf*". But there is no Rules on repayment of duty as drawback in respect of goods which have been taken into use between their importation and subsequent exportation (stated in S.36). Such Rules have been framed (SRO-266/2021) for Drawback (in accordance with the provisions of S. 37) on goods used in the manufacture of goods exported.

[7]Usually goods imported with the objective of re-exporting them, other than those used for processing or manufacture, are not permitted to be used during their stay in the country of import. If such use is allowed, customs regulations usually contain provisions under which the amount of drawback granted is reduced according to the extent of the resulting depreciation (WCO, 2003).

In addition, an explanation with examples of Rule 7(2) of the Duty Exemption and Drawback Rules, 2021 is needed about the bonded firms who pays duties and taxes on imports of raw materials for produce goods for export purpose. Usually bonded licensees do not need to pay duty on imported goods for export.

Finally, pending cases of drawback of VAT paid/deducted on services rendered by construction firms/companies and considered as exports under rule 31(a) of the VAT Rules, 1991 and rule 18(a) of the VAT Rules, 2016 [through local/international tenders in foreign currency] may be expedited if DEDO office is given the authority to dispose of such pending cases of such drawback. This observation is consistent with the current practice where the DEDO office is given authority to refund VAT to the Embassies, High Commissions, Diplomats, UN system organisations and Other organisations of diplomatic status for the amount of VAT they paid on their local purchase of goods and services.

*[**Acknowledgment:** The author expresses his sincere gratitude to **Ms. Zakia Sultana** (Member VAT Policy, NBR), **Mr. Mohammad Belal Hossain Chowdhury** (DG, DEDO), Mr. Mohammad Ariful Islam (JC, Rangpur VAT Commissionerate), Ms. Kaniz Farhana Shimu (DD, DEDO) and Mr. Sharif Al Amin (AD, DEDO) for their valuable observations in developing the paper]*

References

Central Board of Indirect Taxes & Customs India (2018). Customs Manual 2018, Government of India

Corfmat, F. and Goorman, (2003). Customs Duty Relief and Exemptions, Chapter 7 in Changing Customs challenges and Strategies for the Reform of Customs Administration Edited by Michael Keen

Ianchovichina, E. (2013). Duty Drawbacks, Competitiveness, and Growth: Are Duty Drawbacks Worth the Hassle? Accessed via https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813- 9450-3498

Customs Duty Exemption and Drawback Rules, 2021 (SRO no 266-Ain/2021/45/Customs dated 04 Aug, 2021)

Shikder, D. A.M. (2021). VAT AIN O ISSUE (ভ্যাট আইন ও ইস্যু), অন্যপ্রকাশ

US CBP (n.d.). Drawback and Duty Deferral Programs, https://www.cbp.gov/trade/nafta/guide-customs-procedures/effect-nafta/en-drawback-duty accessed on 11 January, 2023

WCO (July, 2003). KYOTO Convention: Guidelines to Specific Annex F, Chapter 3 p.3

The Customs Act, 1969

সাহেবপরীর দীঘি

মাশুক আল হোসাইন

'রাইটার্স বিল্ডিংয়েই তাহলে পাওয়া যেতে পারে।'

যেহেতু ব্যাপারটা ঘটেছিল বৃটিশ রাজত্বের সময়কালে, তাই দাপ্তরিক কাগজপত্র ওখানেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। কে না জানে, দুনিয়ার দাপ্তরিক কাগজপত্র সব ঐ বিল্ডিংটার মধ্যেই স্তূপীকৃত থাকত সে আমলে?

গভীররাতে গবেষণারত ক্লান্ত অনিল সাহা রাইটার্স বিল্ডিংয়েই খোঁজ করবেন বলে মনস্থ করে বাতিটা নিভিয়ে ঘুমাতে গেলেন। তার মন বারবার বলতে লাগলো 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সংক্রান্ত তথ্য রাইটার্স বিল্ডিংয়েই পাওয়া যাবে।'

কে যে তাকে একবার কথাটা বলেছিল মনে নেই। সে কতদিন আগের কথা।

চায়ের দোকানে চা খেতে খেতেই তো বোধহয় মনীশ রায় না কে যেন এক কমিউনিস্ট বন্ধু বলেছিল ঐ পত্রটির কথা। ওটা চিঠি না চিরকুট ছিল সেটা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেনি। ফলে এতবছর আগের একটা কথার ওপর ভর করে আদৌ এগোনো উচিৎ হবে কিনা সেটা বুঝতেই অনিলের অনেক সময় লেগে যায় এবং একসময় সে তা ভুলেও যায়।

কিন্তু পুরোপুরি যে সে তা ভুলে যায়নি বা ভোলা সম্ভবও নয় ওরকম একটা কথা; তা এতদিন পর আরো ভাল করে বুঝতে পারছে অনিল; যখন সে গবেষণার উপান্তে একটা রোমাঞ্চকর পর্বে এসে উপনীত হয়েছে।

যদ্দুর মনে পড়ে অনিলের, তখন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে, সারা ভারত, বাংলা ফুঁসে উঠেছে। রাস্তায় পুলিশের ধড়পাকড় চলছে, পালাচ্ছে ছাত্র-জনতা, মৌলবাদী, কমিউনিস্ট, নিরপরাধ মানুষ - সকলেই। মিছিল মিটিং অবরোধ চলছেই। এরই মধ্যে একদিন চায়ের দোকানে সে শুনেছিল কারো মুখে কথাটা, উত্তপ্ত অস্থির আলোচনায়। তা-ও সেটা ক্ষণিকের সাক্ষাতে ।

মনে পড়ে গেল: সে তখন ছাত্র। কত আর বয়স? ২২ কি ২৩? হঠাৎই মিছিলের একটি দলের ওপর গোরা পুলিশ লাঠিচার্জ করল আর আরশোলার মত ছাত্র-জনতা বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি শুরু করে দিল। অনিল সাহা দৌড়ে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েছিল।

তারপর উত্তেজনা কমে গেলে দেখল ওর বন্ধু মনীশ রায় আরেকজন যুবকের সাথে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় ছটফট করছে। অনিল সাহাকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিল আর বিস্ফারিত চোখে ভারত যে অবিলম্বেই স্বাধীন হবেই তা বলতে লাগছিল।

মনীশ ও অপরিচিত যুবকটি কথা প্রসংগে আরও একটা ঘটনার কথাও বলেছিল যে, কোন্ এক ইংরেজ সৈনিক নাকি এক পত্রে লিখেছে যে, ইংরেজরা ভারতে সঠিক কাজ করছে না এবং বৃটিশদের অবশ্যই ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। ঐ মন্তব্য নিয়ে নাকি ইংরেজদের মধ্যে সাংঘাতিক তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঐ ইংরেজ সৈনিককে চরম দন্ড দেয়ার জন্য নাকি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তবে তাকে ধরতে পারছেনা যেহেতু সে পলাতক।

কিন্তু ব্যাপারটার বিস্তারিত আর জানতে পারেনি অনিল সাহা, কারন তক্ষুণি তার বন্ধুরা পুলিশের আবার ধাওয়া খেয়ে চা'র দোকান থেকে পালিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনিল নিজেও সটকে পড়েছিল, এবং এরপর আর কোলকাতা শহরে কোনদিন ওদের সাথে দেখা হয়নি তার।

বহুবছর পরে খবর পেয়েছিল যে, তার বন্ধুরা সে বছরই পুলিশের গুলিতে মারা যায়। সালটা ছিল ১৯৪৭।

আজ ১৯৭২ সালে এসে অতি পুরনো এক স্মৃতির পিছু ধাওয়া করে কি অর্জন করা যাবে, তা ভেবে তার মাথা ধরে গেল। কেন যে ওই সামান্য স্মৃতিখন্ড তার অবসরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে সে তা অনুধাবন করে উঠতে পারছে না। কিন্তু কী এক অলৌকিক আকষণ যেন তাকে ভূতগ্রস্তের মত ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে

কোনো এক অমোঘ ইংগিতের দিকে।

সাহেবপরীর দীঘি কোন্ অঞ্চলে, মৌজা, দাগ, খতিয়ান কি, কবে এর নামকরণ হয়েছে, কারা দিয়েছে এই নাম, আগে এর নাম কি ছিল ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার কাজটা করছিল সে অনেকদিন ধরে। পুরো পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কতটি দীঘি আছে, সেগুলোর অবস্থান, ইতিবৃত্ত, খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি গবেষণায় গলদঘর্ম হয়ে আছে অনিল সাহা বহুদিন যাবত। বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসবের তথ্য নিতে তাকে কী যে নথিপত্র ঘাঁটাঘাটি আর ব্যাপক ভ্রমণ করতে হচ্ছে তা বলবার নয়। আর এ দীঘিটার আদ্যোপান্ত জানতে গিয়ে সে পড়ে গেছে মহা সমস্যায়।

এসব গবেষণার হ্যাপা অনেক। বহুবিধ যন্ত্রণা! মৌলিক ঝামেলা হচ্ছে এ বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারনা ও মনোভাব যেমন: গ্রামবাংলার দীঘি পুস্করিণী; তার আবার গোনাগুনতি, আগ-পিছ জানার উদ্যোগটাই তো একধরনের হাস্যকর ব্যাপার! লোকজন মনে করে এগুলো তো বাড়ির পাশের আগাছার মতই জন্মে, মরে, মানে শুকিয়ে যায়, এগুলোর এত কি গুরুত্ব? এগুলো নিয়ে ভেবে গম্ভীর হয়ে যাওয়া তো ছাগলামী! অর্থাৎ স্থানীয়দের কাছে এসব নিয়ে কথা বলতে যেতেও হোঁচট খেতে হয়, এই ভেবে, যদি তারা প্রশ্নকারীকে পাগল ভেবে বসে!

আর যন্ত্রণার আরেক কারণ হলো, সঠিক তথ্য বিষয়ক কাগজ পত্রাদি পাওয়া। পুকুর দীঘি তো রাজায় করেছে; অতএব যাও রাজার কাছে; সে ব্যাটা তো মরে ভূত; তথ্য কোথায় পাবে? আবার কেউ কেউ স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে দীঘি কেটেছে, সুতরাং এবার লেগে যাও কে স্বপ্ন দেখেছে আর কি স্বপ্ন সে দেখেছে, আর তা কি সত্যি? বেশী জানতে গেলেই সংগৃহীত তথ্যের সাথে প্যাঁচ লেগে যাবে। এরপর আরো আছে; দীঘির নাম বদল, দীঘির মরে যাওয়া, পুনর্জন্ম, নতুন নামে, পুরনো নামে, হিন্দু নাম মুসলিম নাম ধারণ কিংবা বর্জন ইত্যাদি উটকো চিন্তাভাবনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়া এবং তথ্য বিভ্রাটের ডাকিনী-যোগিনী নাচ জটিলতার একশেষ করে ছাড়ে গবেষককে! অতএব অনিল সাহার ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম কেন হবে?

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এগুলোর ইতিহাস জানার জন্য খুঁটিনাটি বিষয়ে মনকে একটু প্রশ্রয় কিংবা জনগণকে একটু তা বলার ব্যাপারে উসকে দিয়েছ কি; আর যায় কোথায়? আলাউদ্দীন খিলজী, বখতিয়ারের ঘোড়া, দিল্লীর মসনদের ত্যানারা বাংলায় আসুন বা না-ই আসুন, পাল বংশ, সেন বংশ, অত্যাচারী রাজা, ইয়েমেন থেকে আসা ধর্মপুরুষগণের বাংলায় আগমন এবং সবশেষে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকল্পে বাংলায় আগমনকালে দীঘি খনন, দেবদেবীর কৃপায় অকস্মাৎ শুষ্ক মরুময়তায় জলাধারের উদ্ভব, জ্বীন ভূতের কারসাজি ইত্যাদি প্রসংগ

লেজেগোবরে হয়ে কোনো গবেষকের বুকে যে কী হৃৎকম্প তুলে দিতে পারে তার আর তুলনা নেই! অনিল সাহা এসবের বিপাকে পড়ে ঘামে নেয়ে উঠছিল যেন প্রতিদিন!

বৃদ্ধরাই দেখা যায় ইতিহাস বিষয়ে কিছু প্রসংগ টানায় পক্ষপাত করতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তা না পারলে, দীঘির জন্মবৃত্তান্তে নিজেদের পূর্বপুরুষদের সংশ্লিষ্টতা, নিজেদের বালকবেলা এবং শেষে অপ্রাসংগিক কিছু গল্প-ঘটনার অবতারণা করতে দমে যান না! আসলে গবেষক অনিল সাহা নিজেও একটা পর্যায়ে তার গবেষণা বিষয়ের পরিধি বাড়িয়ে ফেলেছেন নিজেরই অজান্তে এবং বলা যায় এসব গালগল্প, পাবলিকের উল্টাপাল্টা মন্তব্য মতামত এবং বিষয়ের প্রতি এলোমেলো অ্যাপ্রোচও তাতে বেশ অবদানও রেখেছে। অনিল সাহা ভাবে চলুক না যেভাবে এ গবেষণা চলছে চলুক, দেখি পরে কী দাঁড়ায় ব্যাপারটা, পরে লাগাম টানা যাবে। এ গবেষণা তো তার মনের টানে করা, কারও আদেশ বা কোনো কর্তৃপক্ষের অধীনে তো করতে হচ্ছেনা। অতএব সে মুক্ত এদিক থেকে।

কাজল-দীঘি বলতে যা বোঝায় তা-ই এ দীঘি! পায়ে হেঁটে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একদম শেষ প্রান্তে গিয়ে এ দীঘির দেখা মেলেছিল যেদিন, মন প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল অনিল সাহার! চারিধারের অসংখ্য তালতমালের প্রহরায় নিজেকে যেন কুমারী সলাজ এক মেয়ের মত জড়িয়ে জড়োসড়ো হয়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। প্রথম দৃষ্টির চাহনিতে তা যেন প্রেম উথলে দিলো অনিল সাহাকে। যেন বলছে, 'এতদিন পরে এলে?'

আশপাশের গাছপালা, জঙ্গল, পোকা, পাখি, সক্কলে তারে ঘিরে এক সরব অন্তর্লীন কোলাহলে তুমুল মাতোয়ারা করে রেখে দিছে তারে। যেন মুরগীমাতা তার তুমুল ছানাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রশান্ত মনে লীন হয়ে আছে!

বারবার অনিল সাহা এক অমোঘ আকর্ষণে ওখানে যেতে থাকেন! হিজলতমালের ছায়ে আশ্রিত ঘরবাড়িগুলোয় যারা থাকে, স্থানীয়রা তাকে আপন করে নিতে থাকে ধীরে ধীরে।

সময়টা তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। ভারতে বৃটিশরাজ তার সৈন্য পাঠিয়েছিল দফায় দফায়। ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ সৈন্যরা এসেছিল এই সুদূর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। কোনো কোনো ফ্রন্টের সৈন্যদের কখনও কখনও এই বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভ্রমণ করতে হচ্ছিল। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সৈন্যরা অস্থির হয়ে পড়ত। শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক জীবনের বাইরে এসে বাংলার এখানে ওখানে বিচরণের উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষা একটা সময় তাদেরও পাগল করে তুলত। এদেরই মধ্যে একজন সুদর্শন সৈনিক এখানে এসে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিছুতেই নিজেকে সে এ বিরূপ

পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারছিলো না। সুদর্শন এ সৈনিকটি তারুণ্যের উচ্ছাসে উন্মাদনায় বৃটিশ সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে এদেশে চলে এলেও কিছুদিন না যেতেই সে বুঝতে পারে কী বিভীষিকাময় এ যুদ্ধকাল।

বাংলায় আগমনের পর ভারত ছাড় আন্দোলনের কারণে উদ্ভুত রাজনৈতিক অস্থিরতা, সারা ভারতে উন্মত্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্যাম্পে ক্যাম্পে পাগলের মত ছোটাছুটি, তাঁকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সে। বয়স তার কতই বা হবে ২২ কি ২৪। ঘৃণা ধরে গেল তাঁর এ জীবনের প্রতি। পালিয়ে যাওয়ার অভিসন্ধি প্রকট হয়ে ওঠে তার ভেতরে। পিতামাতাকে সে পত্র লিখে সে তার অভিপ্রায়ও জানিয়ে দেয়। সে তক্কে তক্কে থাকে একদিন পালিয়ে সে চলে যাবে তার মাতৃভূমি ইংল্যান্ডে!

সুযোগ হয়ে গেল এক বর্ষণমুখর রাতে। এ বাংলায় সেদিন প্রবল বর্ষণের এক রাতে সৈন্যরা অনেক রাতে ক্যাম্পে ফিরছিল। প্রচন্ড ঝড়ে পথ-ঘাট কিচ্ছু আর দেখা যাচ্ছিল না। দমকল হাওয়া আর বাজ পড়ার শব্দে ধরণী বীভৎস রূপ নিচ্ছিল হিংস্র শ্বাপদের দাপটে। সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আহত হলো এখানে-ওখানে। সে পালিয়ে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে সে দৌড়াতে দৌড়াতে এক দূরবর্তী গ্রামের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। ক্লান্ত শরীর তার এলিয়ে পড়ল এক দীঘির পাড়ে। পরদিন সূর্য প্রগাঢ় হলে তার চেতনা ফিরে আসল। সে চোখ খুলতেই দেখতে পেল তার মুখের ওপর একটি অপূর্ব অপ্সরীর মুখ আনত হয়ে কি যেন দেখছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে গ্রাম্য মেয়েটি। কী অপূর্ব রূপবতী সেই মেয়ে! পূর্বরাত্রির বর্ষণ শেষে সতেজ সূর্যালোক সম্বলিত এক তরুণ-ভোরের মত ঐ মুখ যেন আপতিত রশ্মির মত পড়েছে সৈনিকের মুখে! আর মেয়েটি দেখল অপূর্ব সুদর্শন এক দেবদূত যেন নেমে এসেছে ধরায় আকাশের নীল অসীমলোক থেকে!

'ওয়াটার, ওয়াটার' বলে দীঘির জলের দিকে ইশারা করল ইংরেজ সৈনিক, আর বাংলার অপরূপা মেয়েটি কিছুই বুঝলনা। একটু পরেই সে বুঝতে পারল এবং কলসী থেকে জল ঢেলে দিল তাঁর মুখে। 'টুমি নেটিভ আছো?' 'আর ইউ আ ফেইরি?' সৈনিকটি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল।

মেয়েটি কিছুই বুঝতে না পেরে কলসী কাঁখে দ্রুত অন্তর্হিত হলো!

ক্যাম্পে ফিরে গেল সে। কিন্তু মন আর টিকলো না। কেবলই মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ তাকে উন্মাতাল করে তুলল। আবার সে দীঘির পাড়ে লুকিয়ে দেখা করতে আসতে থাকল। এরপর দেখাও পেতে থাকল মেয়েটির। একদিন কাছে পেয়ে

বলল,'ইউ সেইভড্ মাই লাইফ'! এরপর একদিন ওরা একে অপরকে ভালবেসে ফেলল। সৈনিকটি মেয়েটিকে বলল, 'ইউ লুক্ লাইক আ ফেইরি' 'টুমি রিয়েলি পরী আছো'! মেয়েটি তাঁকে জানাল, তার নাম 'পরী'! সৈনিক বলল, 'হামি টোমাকে লন্ডন লইয়া যাইবে'। পরী বলল, 'তুমি লড়াই করতে এসেছো, একদিন চলে যাবে, আমি যাবনা তোমার সংগে, তুমি এখানে রয়ে যাও!' সাহেব হাসে, বলে, সত্যি সে এখানে রয়ে যাবে। লড়াই ভাল নয়, সে তা মোটেই মানতে পারে না। শুনে পরী লতার মত তাকে জড়িয়ে ধরে।

প্রেমের এ পর্যায়ে সৈনিকটি তাঁর বাবা-মাকে পত্র লিখে জানাল যে সে ভালই আছে এবং একদিন লিখল, 'উই মাস্ট কুইট ইন্ডিয়া, উই আর ডুয়িং ইনজাস্টিস্ টু দ্য নেটিভস্'! এই পত্রটিই বৃটিশ গোয়েন্দাদের হাতে পড়ে যায় এবং বিষয়টা আর গোপন থাকে না, অনেকের মধ্যেই জানাজানি হয়ে যায়। গোয়েন্দারা লেগে যায় তার পিছে, তার গতিবিধির ওপর নজরদারী বৃদ্ধি পায় এবং এক পর্যায়ে তার জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সে এসবের পরোয়া করেনা বলে ঘোষনা দেয় এবং মেয়েটির কাছে লুকিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখতে থাকে।

তারপর প্রতিদিন চাঁদ উঠতে থাকল- রাত বাড়তে থাকল! বসন্তে অগোচরে কোত্থেকে যেমন ফুলের ঘ্রাণ ভেসে আসতে থাকে পথচারীর নাকে তেমনি সকলের অজান্তে অগোচরে 'পরী' ভেসে আসতে লাগল সাহেব সৈনিকের জীবনে! আঁচলে খাবার লুকিয়ে নিয়ে এসে অন্ধকারে তুলে দিতে লাগল তার প্রাণনাথকে! ওদের প্রেম চূড়ান্ত প্রগাঢ় হলো!

এরপর একদিন সৈনিকটির লাশ পড়ে থাকে ঐ দীঘির পাড়ে। কেউ বলে ওঁকে বৃটিশ গোয়েন্দারা মেরেছে, কেউ বলে কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদীরা, নয়ত গ্রামবাসীরা। আর তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পরীর লাশ ভেসে উঠতে দেখা যায় ঐ দীঘির জলে! মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল প্রাণসখার বিয়োগ ব্যথায়!

সাহেবপরীর দীঘির এ আখ্যান জেনে মহা চিন্তায় পড়ে যায় অনিল সাহা। আরো লোকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারে যে, মর্মান্তিক এ করুণ কাহিনীর স্মরণেই ইংরেজ সৈনিকের নাম না জানা থাকায় 'সাহেব' এবং পরীর নাম জুড়ে দিয়ে এ দীঘির নাম হয়ে যায় 'সাহেবপরীর দীঘি'। অনিল সাহা ভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য কি করে সংগ্রহ করবেন এর সপক্ষে। সে তো গবেষক, অতএব তথ্য উপাত্ত, দলিল, নাম, পশ্চাৎপট, প্রমাণাদি ইত্যাদি দিয়ে বিষয় প্রতিষ্ঠিত করেই না তবে ক্ষান্ত হওয়া চলে! অথচ সংশ্লিষ্ট কোনো দপ্তরেই তা 'সাহেবপরীর দিঘি' নামে কোনো তথ্য নেই, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠা নেই! চোখে অন্ধকার দেখে সে!

একদিন ধা করেই বুঝি হঠাৎ বহুদিন আগের স্মৃতিখন্ড মাথার মধ্যে এসে আছড়ে

পড়ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, এরকম এক ইংরেজ সৈনিকের কথাই তো বলেছিল কে একজন চায়ের দোকানে বসে ১৯৪৭ এর সেই এক মিছিলমুখর দিনে। মনীশ রায় আর অপরিচিত ঐ যুবকটিই তো বলেছিল, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিভে গেল কার উৎসাহ কারণ কে সেই সৈনিক, কোথায়ই বা ছিল কিছু তো আর বলতে পারেনি। সুতরাং এ খড়কুটোটুকুও হারাল সে অনুসন্ধান নামক মহাসাগরের অতলে, কারণ ওরা তো কেউই বেঁচে নেই!

অনিল সাহা চিন্তা করলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব ইংরেজ সৈনিক এদেশে আসে, নিশ্চয়ই তাদের নাম কোনো না কোনো সময় কোনো দপ্তরে রাখা হয়েছিল। আর এ সূত্র থেকেই ঐ সৈনিকের নাম উদ্ধার করা যাবে।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নামটা তাই তার মনে এসে গেছিল- রাতে ঘুমাতে যাবার আগে।

অতএব সে ওখানে গেল। এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষ, এক কর্মচারীর কাছ থেকে আরেক কর্মচারীর কাছে। নাহ্, কিছুই জানতে পারলনা কেননা কেউ তো আর ওসব তথ্য নিয়ে তার জন্য বসে নেই। যেহেতু সৈনিকটির নামও সে বলতে পারলনা, ফলে কোনো লাভই হলো না। অন্য যে দপ্তরেই যান না কেন; প্রথম দফায়ই তো আলোচনা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল; কারণ অন্তত সৈনিকের নামটা বলতে হবে, যা আলোচনা শুরুর জন্য ন্যূনতম চাহিদা।

এরপর সে বিদেশী সৈনিক যারা এদেশে মৃত্যুবরণ করেছিল সে সময়টায়, তার তালিকা খোঁজে, কবরস্থান ঘোরে, কিন্তু নিস্ফল হয় সে প্রচেষ্টা। আপাতত: ইতি ঘটে যায় এ পর্বের।

এরপর আরো কয়েক বছর কেটে যায় অনিল সাহার ঐ ইংরেজ সৈনিকের নাম খোঁজার প্রচেষ্টায়। এদেশে তথ্য সংরক্ষণের প্রক্রিয়া যে কী দূর্বল, তা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে এবং ভাবলো, 'নাহ্, আর পারব না, যথেষ্ট হয়েছে, এবার উপসংহার টানতে হবে এ গবেষণার !

কিন্তু অনিল সাহা এখন কী করে সাহেবপরীর দিঘির বিষয়ে উপসংহার টানবেন সে চিন্তায় বিপর্যস্ত হতে থাকেন। তিনি ভাবেন, ইতিহাসের পাতায় অনেক কিছু লেখা হয়ে থাকে, কত তথ্য, কত উপাত্তের কথা, যিনি লেখেন বা যাকে দিয়ে লেখানো হয় সেখানেও জ্বলজ্বল করে অক্ষরের সত্য, অর্ধসত্য, কিম্বা পুরো মিথ্যা। আবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ও ইতিহাস জেগে ওঠে। পুরাকাল পুরাকাহিনীকে তুলে ধরে আরেক ধরনে। কত কি গ্রহনযোগ্য হয়, কত কি পড়ে থাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কোনোটি ইতিহাস হয় কোনোটি হয় না, কেন হয় না, কতটুকু হয় ইত্যাদির সূক্ষ্ম চিন্তা তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলল! লিখিত না হয়েও যা মানুষের অন্তরে

ঠাঁই পায়, বেঁচে থাকে, তার চূড়ান্ত যাচাই, নির্ভুল তথ্য থাকা অবশ্য জরুরী কিনা তা ভেবেও সে কিছু নির্ণয় করে উঠতে পারে না।

তাই জটিল এ চিন্তা বাদ রেখে, জনশ্রুতি হতে প্রাপ্ত সাহেবপরীর দিঘি যে মানুষের অন্তরের মধ্যে ইতিহাস রূপে রয়ে গেছে তা সে মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দিতে চায়।

অনিল আরও সাহসী হয়ে ওঠে। যে ভালবাসার বার্তা নিয়ে একদিন এ বাংলায় এক ইংরেজ সৈনিক- দেবদূতের মত রূপবান- যে কিনা বন্ধনের অভিপ্রায়ে ভালবেসে ছিল এক বঙ্গললনাকে, অতঃপর স্বজাতি ইংরেজের দিকেই আঙ্গুল তুলেছিল তাদের অন্যায় সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে, তাঁর নাম জানা থাক বা না থাক, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর অবদানও অপরিমেয় বলে সে এ গবেষণায় লিখতে চায়। অজ্ঞাত অখ্যাত এক ইংরেজ সৈনিকের এ অবদানের সে ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করতে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

সে তার অভিসন্দর্শে বলে ওঠে: 'নাম গোত্রহীন, সূত্রহীন মানুষের উপস্থিতি ইতিহাস ধারণ করতে পারেনা; ইতিহাসের সেই ক্ষমতা নেই! ইতিহাসের ধারণক্ষমতা সীমিত। ইতিহাস বুঝি মানুষের বিস্মরণের পর যেটুকু থাকে তারই অবশিষ্ট সার মাত্র! ইতিহাসে তাই এ ইংরেজ সৈনিকের মতো আরো অনেকেরই নাম লিপিবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই যেন কোনো। মানুষের অন্তরই বুঝি তাই তাদের জন্য ঐতিহাসিক অবস্থান রচনা করে রাখে।

মানুষের অন্তরেই তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী লিপিবদ্ধ থাকে; সাহেবপরীর দিঘিই তো তার সরব প্রমাণ!

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তো আর এসব পাওয়া যেতে পারে না!'

সাহেবপরীর দিঘি তা শুনে মুচকি একটু হাসে।

লেখক: ডেপুটি চীফ অব পার্টি, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ ইউএসএআইডি ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ ট্রেড অ্যাকটিভিটি। ত্রয়োদশ বিসিএস (কাস্টমস ও ভ্যাট) ক্যাডারের সদস্য।

How to develop oneself as a true & functioning Customs official

Mirza Shahiduzzaman

This year WCO (World Customs Organization) is dedicating 2023 A.D. to **"Nurturing the Next generation: Promoting a culture of knowledge sharing and professional pride in Customs."**

To meet the insistence of valuable readers I feel it necessary to explain some key points of the theme as follows, otherwise my write up may lead to misinterpretation.

Next generation: The latest or forthcoming stage in development of a form of technology.

Knowledge sharing: A resource that allows employees to access, share and reuse or apply knowledge stored throughout the organization.

Professional pride: A positive emotion that includes self reflection or evaluation and attitude toward one's own occupational group, e.g. Uniform. Here the word 'pride ' does not stand for it's conventional meaning as 'to be proud of '.

If I correlate the above three interpretations then it is easily perceived that this year's message to the World Customs community is to develop Customs officials with the attributes of knowledge sharing capabilities having a positive emotional outlook to his/her professional group with an intent to upgrade himself/herself with latest or forthcoming phases of development in the field he/she delivers the duties to be accomplished.

But how to meet the needs of the aforementioned parameters is a topic to be discussed in a broader spectrum.

A country like ours is in a developing stage, we have scarcity of resources to meet the interests up to the mark, but still we have the following facilities in abundance to develop ourselves:

01. We are the member of such a flourished department which has maximum support of transportation, equipments and efficient manpower. We contribute to the development of our country by earning the much needed money and it works for the wellbeing of our countrymen. We feel proud of what we contribute to our nation building program.
02. Our entire workforce is very cooperative and connected to each other.
03. We are affiliated to such a community which has global reputation and accessibility.
04. We have the patronage of the government whenever it is needed with urgent priority. and
05. We are living in a world of information hub having the apparatus of Facebook, Google, Twitter, Instagram, Whatsapp, YouTube etc. with inbuilt facilities to contribute to it's users to be developed as an updated individual in terms of latest information. Within few months we are going to avail 5G mobile network which will speed up the velocity of the internet spectrum. We have reached the era of Satellite availability, because Bangabondhu Sattelite-1 is our own and we can use this scope to make sure the

broadcasting of our own Satellite channels, we do not have to pay an extra fee or depend on others. In recent past(even now) there was a common saying that 'Knowledge is power ', but now a days it has gone little bit obsolete, because we're practicing the maxim 'Information is power' in place of the previous one. Every day we have to update ourselves with numerous new information's to meet the demands of our workplaces. Our incumbent government has successfully been able to create a "Digital Bangladesh" with all digital connectivity's. This is because during the deadly Covid pandemic we were able to continue our daily official activities via ZOOM platform, a contribution of digitalized networking system, for which we have been able to stand profound on our own and our economy is on a sustainable foundation. Many developed nations declared recession but we didn't, because we successfully utilized our available technology-based know-hows.

If we accept what we have and remove from our mind what we don't have then it is easily comprehended that we have plenty of resources to develop as an efficient and effective workforce. What we need is to utilize the existing facilities to it's full extent.

We have to have 'Professional pride ' i.e. we should have respect for ourselves ,we have to nourish oneness as a department, we have to be satisfied with what we have, we shouldn't think what other departments have but we don't, because no organization is 100% adequate. We should present ourselves as an accomplished department in front of others so that people think high of us. All we need is to groom ourselves according to the demand of the time to face the challenges coming ahead. If we nurture the attributes stated in the theme of WCO then it will generate a chain effect to build the officials as required for the department of Customs. So, we have to practice it and encourage our coworkers to follow it, it is a matter of necessity, otherwise there's a huge possibility to remain in the 'dark zone ' of the illuminating candle.

There is no alternative to becoming updated to the latest developments of our professional development aptitudes. If we don't do so then it will be about impossible to deliver our services in office with an efficient mode. Customs service is a profession of data/information comprising latest statistics with a varying number of duty/tax rates. The duty structure is liable to change in every working day ,so we have to remain vigilant and updated to pursue our job in each day. We have to be sound enough in using internet facilities so that we can avail any important data using minimum time and less difficulty. Not only it will serve the purpose of our day to day activities but it will benefit to living a self reliant and satisfactory personal life.

I wish a promising International Customs Day-2023 to my countrymen as well as to the World community.

Before I conclude I want to share some Customs related information's, may be a few of us still unaware of these, if not please ignore:

The official language of WCO: English & French. Due to diversity of members and languages Arabic, Portuguese, Russian and Spanish have also been used.

Is the WCO a member of United Nations (U.N.): No, it is an intergovernmental organization like the U.N.

How many countries are the member states of WCO: 184 Countries.

The age limit to join Customs: Maximum age limit is 40 years. The country where a candidate is a citizen, can fix the age limit according to it's requirement.

The writer is currently working in
Customs, Excise & VAT Commissionerate, Dhaka (East), Dhaka as Additional Commissioner

Role of FTAs & Impact of LDC Graduation

Dr. Md. Neyamul Islam

'Trade has been identified as a vehicle of inclusive and sustainable economic growth and poverty reduction mechanism.'
--Addis Ababa Action Agenda & the Agenda 2030 of the United Nations.

Trade progresses across the world after trade organization formed noticeably. World trade volume today is roughly 43 times the level recorded in the early days of the GATT (4300% growth from 1950 to 2021).World trade values today have ballooned by almost 347 times from 1950 levels.Volume and value graphs below show trade picking up steeply since the establishment of the WTO in 1995.As of 2021, world trade volume and value have expanded 4% and 6% respectively on average since 1995. The world's current MFN applied tariffs stand at an average of 9% (Source- WTO).

David Ricardo enlarged the revolutionary views of free trade

activist Adam Smith. Ricardo proclaimed, "Comparative advantage" as the way ahead and an as alternative to "mercantilism" and "absolute advantage." The focus of international trade is on the stipulations of "comparative advantage" (i.e., promoting individual cross-border exchanges, specialization, and global welfare). Comparative advantage and free trade's promotion of society's net welfare the allocation of resources, specialization of production and division of labor coalesce to boost production, efficiency and consumption.

A Free Trade Agreement (FTA) is an agreement between two or more countries where the countries agree on certain obligations that affect trade in goods and services, and protections for investors and intellectual property rights among other topics, GATT Article XXIV:8(a). The FTA may be bilateral or multilateral. KORUS/USMCA. A CU is one step ahead of an FTA in terms of economic integration. In a bilateral or multilateral CU all members agree to delete all trade barriers i.e. EU.

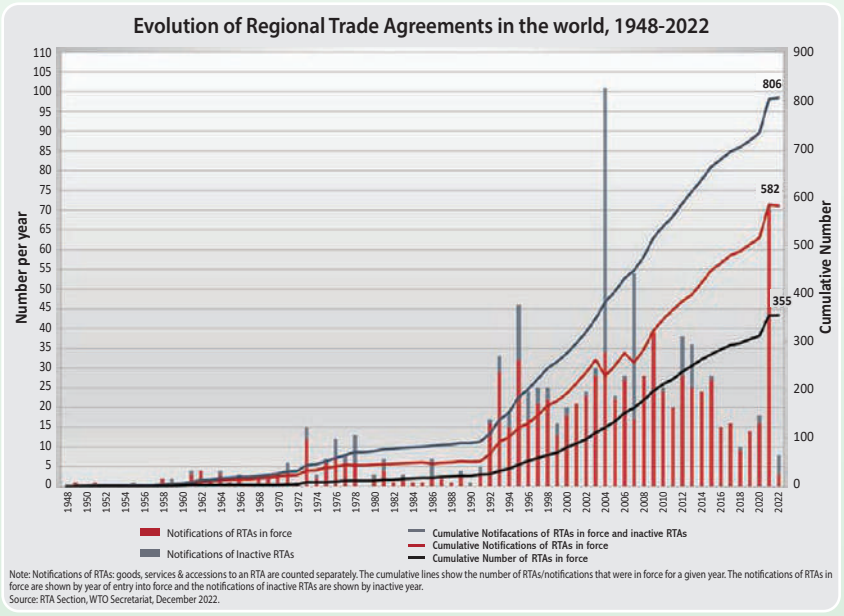

Fig 1.1: Evaluation of RTAs Graph in the World (Source-WTO)

RTAs are a popular method of increasing trade in the present era of trade liberalization. For example, from 1948 – 2022, GATT received around 582 RTA notifications. Since the World Trade Organization (WTO) formed, 355 arrangements initiated covering trade in goods or services. All WTO members have RTAs in force.

Table1.1: Special and Differential Preferences LDCs and Graduated Countries

S&D Type	LDCs	Graduated Countries
Preferential market access in goods	Benefit from DFQF market access of developed and developing members	Benefit from GSP schemes of developed members applicable to developing countries
Preferential treatment in services	LDC Services waiver until 2030	Do not benefit from preferential treatment in services
Pharmaceuticals in the TRIPS Agreement	Exempted from providing patent protection for pharmaceutical products until 1.1.2033	Required to provide patent protection on pharmaceutical products
Flexibility to Subsidies and Countervailing Measures (SCM)	LDCs have the flexibility to use export subsidies	Export subsidies are prohibited except for LDCs and for certain other selected members.

The process of composition bilateral FTAs with some countries was progressing slowly.The aims and objectives of FTAs are to attain zero-tariff facility between two signatories and also reduce trade barriers. Bangladesh is on course to graduate from its least-developed country (LDC) status on November 24, 2026. Many developed countries will not continue duty-free facility in the post-LDC era. Signing FTAs with some countries may not be feasible for Bangladesh as it will cause a heavy

revenue loss to it. Bilateral free-trade or preferential-trade treaty is a matter of negotiations between two countries. No country does come forward to sign a deal if it goes against its interests. Trade agreements play a critical role in development of commerce between nations by facilitating cooperation and providing access to each other's industries. Free flow of goods and services enables countries to specialize in products it can produce efficiently and cheaply as compared to other countries.

About 90% of total export losses on graduation will be borne by Bangladesh. The increase in tariff costs for graduating LDCs due to the loss of preferences, produced by the multiplication of exports with the percentage points increase in tariffs due to the loss of

preferences. Assuming full utilization of preferences, the 12 graduating LDCs are estimated to pay an additional US$3.1 billion of duties due to the loss of preferences. Around three quarters of this cost increase would be shouldered by Bangladesh.

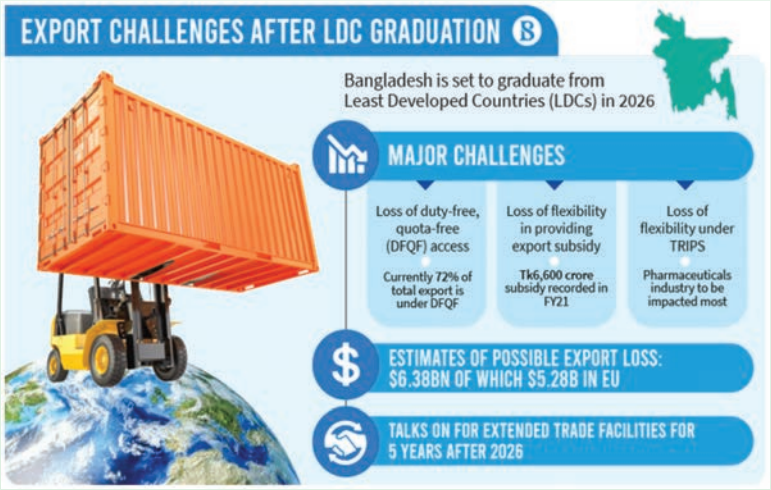

Figure 1.2: Export Challenges after LDC Graduation (Source: CPD)

There are many ways to overcome the future challenges. The key priority will be the domestic homework in areas of reforms, strengthening of institutions, infrastructure and capacity building, technological transformation and skills enhancement and human capacity building to ensure the transition from preference-driven competitiveness to skills and productivity-driven competitiveness. The European Union's EBA initiative has a built-in transition period that provides graduating LDCs with DFQF market access (i.e. continuation of EBA benefits) for a period of three years after the date of graduation.

Most of the graduating LDCs can be expected to qualify for GSP preferences for developing countries. There are several PTA schemes that are not LDC- specific, but which certain graduating LDCs can continue to access. The preferences granted to graduating LDCs under RTAs will continue in most cases, as such preferences were often not extended due to LDC status and were mostly the result of reciprocal negotiations. It will be important to set up mechanisms to build the capacity of firms and trade operators in graduating LDCs so that they can smoothly adjust to new origin criteria; new obligations and formats regarding origin certification.

Hypothetically, a 100% pure free trade FTA would be one without any kind of imposition of duty or tax on the export and import of goods among the relevant parties. However, it is impossible to create a 100% FTA, as various factors influence a country's attitude towards certain goods. As implied, the three variables – breadth, depth, and timing

"Breadth" indicates to the scope of the FTA, or how extensive it is. Does the FTA cover a wide range of sectors, products, economies, and countries? Does it cover all areas and items in the nations' economies? "Depth" refers to the extent of the reduction of tariffs and NTBs.

Does the FTA cut all tariffs to zero, eradicate all quantitative

restrictions, and move aggressively against abuse of SPS and TBT measures? "Timing" concerns the speed with which an FTA liberalizes trade. Does the FTA miss a couple of delicate provisions or items recording for a vast volume or estimation of exchange? The complete scope of all products and services is an extraordinary unhindered commerce probability. In reality, complete coverage is not immediately possible.

The benefits of free trade agreements are greater economic activity and job creation; reduce and eliminate tariffs; elimination behind-the-border barriers; encourage investment; improve the rules affecting such issues as intellectual property; E-commerce and government procurement. FTA is also access to a wider range of competitively priced goods & services; new technologies; innovative practices; Promote regional economic integration and build shared approaches to trade and investment which sparking the economic growth of less-developed economies.

There are also some challenges and opportunities of FTA. Bangladesh has limited export products. (apparel constitutes more than 80%). Around 70 percent of global import is captured by the developed countries. If Bangladesh signs FTAs with the developed countries, the country may experience export benefit in key hold of the markets. It is nearly impossible to foresee any export benefit in signing FTAs with developing countries with this narrow export basket. Impact of FTAs with developing countries will obviously show the minimal export benefit. Diversification of export products is a pre-requisite of engaging FTAs with any countries, especially developing countries. Diversification may require tariff and FDI policy reforms, massive programme for quality human resource development and investment in quality infrastructure. All developed countries except the United States grant DFQF market access in apparel to Bangladesh as an LDC.

Bangladesh is not exposed in these areas in international forums.As regards the issues covered under WTO, i.e., trade in goods and trade in services, all border duties and restrictive restrictions must be eliminated on at least 90 percent of trade in goods with partner countries and service must cover substantially all sectors, if it is established under Article XXIV of GATT 1994 and Article V of GATS as per requirement of those articles. Focus of modern FTAs has shifted dramatically from traditional emphasis on market access to other measures such as services, investment, competition policy, intellectual property rights, government procurement, state trading enterprises, labor, environment etc. Any developing country is ready to go for FTAs with narrow coverage, developed countries demand wider coverage. Coverage of these areas will require undertaking obligations rather than creating new opportunities except in trade in services.

Need for comprehensive assessment of related policies, their compatibility with standards followed in other FTAs and status of liberalisation in these areas before entering into negotiations of FTAs, in order to assess how far Bangladesh may go in these areas.

It is important to decide how the country foresees the extent of trade coverage. There is an option to establish FTA with developing countries under enabling clause with flexible requirement. Bangladesh might not have any other option but to negotiate FTAs with 90

percent trade coverage, which will be challenging if corrective measures are not taken before signing an FTA.

Therefore, if Bangladesh enters into FTAs with existing high tariff regime without reducing it prior to the date of entry into force, costs of FTA will likely be higher than the benefits of FTA. Trade liberalisation over 1990-2005, average customs duty in Bangladesh is among the highest in developing countries. While

average customs duty in Bangladesh is around 15 percent, average border tariff becomes twice if regulatory and supplementary duties are added. FTAs require elimination of all border taxes imposed solely on import. Gradual reduction of border taxes will also put competitive pressure on domestic industries, which are being protected through high tariff for a long time. Elimination of border taxes only for FTA partner countries leads to high trade diversion, which has negative impact on consumer welfare. Bangladesh is going to enter into an era of reciprocal treatment from an era of non-reciprocal treatment.

This obviously puts enormous challenges on the economy. Bangladesh has evidence of meeting challenges successfully. When Bangladesh entered the global apparel market, the government took a historic and bold decision to allow duty-free import of raw materials for export of apparel under bonded warehouse facilities being fully aware of the possibility of leakage in the domestic market. We all expect that the government, policy makers and the private entrepreneurs will certainly come up with initiatives to face the challenges and take appropriate decision to keep the pace of export through international trade cooperation. This policy yielded enormous benefit to the economy of the country by expanding our export, generating employment, especially for the women and most importantly empowering women.

The first category of country specific challenges comprises institutional capacity constraints weak government links to and communication channels with the private sector lack of the legal and economic expertise among government officials and regulators inadequate or non-existent administrative; outdated management and communication mechanisms; insufficient financial and intellectual resources for capacity building measures and the creation of new institutions. Limited access to information and communication technology of Bangladesh sees

formidable challenges in negotiating free-trade agreements with both developing and developed nations that warrant major policy decisions and reforms before the kick-off. Negotiating trade deals with developed countries when it comes to the question of commitment in areas like trade in services, investment, government procurement, and labour rights.

In trade liberalization, there are always winners and losers. Considering the bigger picture, short run procedures are liable to lose and limited procedures that export will gain because of better input. This business environment causes domestic procedures to encourage increased productivity and consumers will be the ultimate gainers.

The writer is currently working in National Board of Revenue (NBR), Dhaka as First Secretary (Customs Exemptions & Project Facilities)

আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন?

আ আ ম আমীমুল ইহসান খান
নাহরিন রহমান স্বর্ণা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে সাথে মাথাপিছু আয় বাড়ার ফলে পণ্যের চাহিদাও আনুপাতিক হারে বাড়ছে। ফলে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল থেকে বৈচিত্র্যময় পণ্যের বাণিজ্যও বাড়ছে। গত কয়েক দশকে শুল্ক-বাধাসমূহ উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেলেও পণ্য খালাস প্রক্রিয়ায় নানা পদ্ধতিগত অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ কাস্টমস এর তথ্য মতে, ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৩,৪৩৩ টি বিল অব এন্ট্রি এবং বিল অব এক্সপোর্ট খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছিল, তা ২০২১-২২ অর্থবছরে এসে ১১,২৯৭ টি বিল অব এন্ট্রি এবং বিল অব এক্সপোর্টে উন্নীত হয়েছে, যা দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান বিকাশকেই প্রকাশ করে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বিগত এক যুগে সংখ্যার দিক থেকে আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালানের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২২৯ শতাংশ।

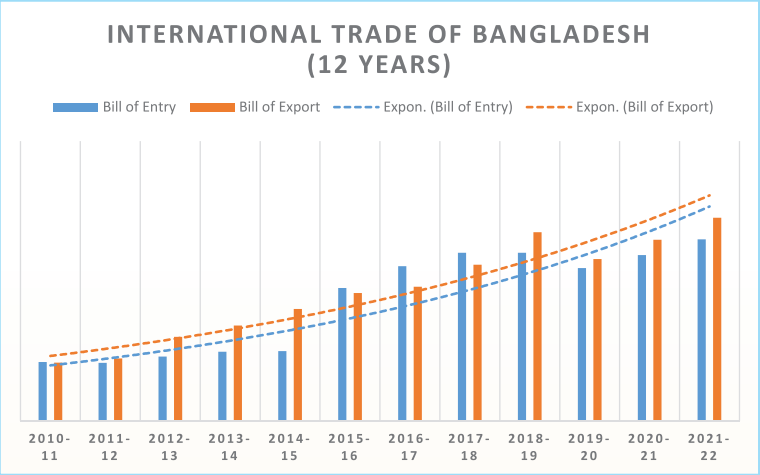

FY	Bill of Entry (per day)	Bill of Export (per day)	Total (Per day)	Growth
2010-11	1724	1709	3433	
2021-22	5329	5968	11297	229%

তবে এই পরিমাণ বাণিজ্য বাড়লেও জনবল ও লজিস্টিক সক্ষমতা সেই অনুপাতে বাড়েনি। ফলে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের এই দ্রুতবৃদ্ধির পাশাপাশি যুক্ত হওয়া নানা পদ্ধতিগত অনুষঙ্গ (procedural issues) পণ্যচালান খালাস কার্যক্রমে প্রভাব ফেলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত প্রশাসনিক, লজিস্টিক, আর্থিক ও মানবসম্পদ সক্ষমতা নিয়ে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য (cross-border trade) পরিচালনা এবং তা সহজীকরণ চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এতে আধুনিক ও পদ্ধতিগত কৌশল প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ এবং বাণিজ্য সহজীকরণের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং বর্ধিত বাণিজ্যকে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থিত করতে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি-ভিত্তিক পণ্যচালান খালাস ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় সব দেশই এখন সফলভাবে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করছে এবং স্বল্প সময়ে পণ্যচালান খালাসপূর্বক বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কী?

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি-নিরূপণ ভিত্তিক পণ্যচালান খালাস ব্যবস্থা যা ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ ও উচ্চ-ঝুঁকি সম্পন্ন পণ্যচালান শনাক্তকরণপূর্বক কায়িক

পরীক্ষণে প্রেরণ এবং স্বল্প-ঝুঁকি সম্পন্ন চালান কায়িক পরীক্ষণ ছাড়াই কিংবা ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রুত খালাস নিশ্চিত করে।

World Customs Organization (WCO) এর মতে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হলো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম। এটি প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতিগত প্রয়োগ যা তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে ঝুঁকিসম্পন্ন চালান চিহ্নিত ও প্রক্রিয়া করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, World Trade Organization (WTO) ঝুঁকিসম্পন্ন চালান নিয়ন্ত্রণে কাস্টমসের পাশাপাশি অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত সংস্থার ভূমিকার উপরও জোর দিয়েছে।

যেহেতু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ব্যবস্থা, তাই এটি সার্বিক আঙ্গিকে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ (control) এবং সহজীকরণের (facilitation) মাঝে সর্বোত্তম সমন্বয় ও ভারসাম্য নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপট প্রতিষ্ঠা (establishing the context), তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ (collection of information and intelligence), ঝুঁকি নিরূপণ (risk assessment) ও ঝুঁকি নিরসন (risk treatment)। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হলো উচ্চ-ঝুঁকির চালানসমূহের উপর শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ এবং স্বল্প-ঝুঁকির চালানসমূহের খালাস সহজতর ও ত্বরান্বিত করা। আর এই ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে ঝুঁকি মানদন্ড (risk criteria), ঝুঁকি সূচক (risk indicators) এবং ঝুঁকি প্রোফাইলিংয়ের (risk profiling) ভিত্তিতে। এই প্রোফাইলিং আবার প্রণয়ন করতে হয় বিভিন্ন ঝুঁকি ক্ষেত্র (risk area) মাথায় রেখে যার মধ্যে রয়েছে রাজস্ব, আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, কমপ্লায়েন্স, চোরাচালান প্রতিরোধ, পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা, জৈব নিরাপত্তা, ভৌত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, প্রভৃতি।

ঝুঁকির মানদন্ডসমূহের মধ্যে রয়েছে পণ্যের প্রকৃতি, বর্ণনা, এইচএস কোড, উৎস দেশ, শিপমেন্ট দেশ, ব্যবসায়ীর কমপ্লায়েন্স রেকর্ড, পরিবহণের ধরন, মৌসুম, চালানের মূল্য, প্রভৃতি। তাই সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যচালান টার্গেট করতে এ সকল মানদন্ড চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করার সক্ষমতা থাকতে হয়। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপসমূহ (interventions) সবুজ, হলুদ, লাল, প্রভৃতি লেন-ভিত্তিক হয় যেখানে কমপ্লায়েন্ট ব্যবসায়ীগণ Authorized Economic Operator (AEO) অথবা Trusted Traders Programme অথবা একই ধরনের কাঠামোর অধীনে দ্রুত পণ্য খালাস সুবিধা ভোগ করে থাকে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও বাধ্যবাধকতা:

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন এবং ফোরামসমূহ আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সহজীকরণে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ম্যান্ডেট ও স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালে World Customs Organization (WCO) এর সদস্যপদ লাভ করে এবং ২০১২ সালে Revised Kyoto Convention (RKC) স্বাক্ষর করে। WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade প্রণয়নের মাধ্যমে সকল কাস্টমস প্রশাসনে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০১০ সালে SAFE Framework বাস্তবায়নে আগ্রহের কথা WCO কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে।

WTO Trade Facilitation Agreement (WTO TFA) অযৌক্তিক বৈষম্য ও ছদ্মাবরণে বিধিনিষেধ এড়াতে এবং স্বল্প-ঝুঁকির পণ্যচালানের দ্রুত খালাস নিশ্চিত করতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে তাগিদ দেয়। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে TFA অনুসমর্থন (ratification) করে।

WTO TFA (Article 7.4: Risk Management) অনুযায়ী:

"7.4.1 প্রতিটি সদস্য কাস্টমস নিয়ন্ত্রণের জন্য, যতদূর সম্ভব, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করবে।

7.4.2 প্রতিটি সদস্য এমনভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ করবে যাতে স্বেচ্ছাচারী বা অযৌক্তিক বৈষম্য, বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ছদ্মাবরণে বিধিনিষেধ এড়ানো যায়।

7.4.3 প্রতিটি সদস্য কাস্টমস নিয়ন্ত্রণে এবং যতদূর সম্ভব অন্যান্য সীমান্ত-সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণে, উচ্চ-ঝুঁকির পণ্য চালানসমূহের ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করবে এবং স্বল্প-ঝুঁকির চালানসমূহের খালাস ত্বরান্বিত করবে। প্রতিটি সদস্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈবচয়ন ভিত্তিতেও পণ্যচালান নির্বাচন করতে পারে।

7.4.4 প্রতিটি সদস্য উপযুক্ত বাছাই মানদন্ডের মাধ্যমে ঝুঁকি মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করবে। বাছাই মানদন্ডসমূহের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি হারমোনাইজড সিস্টেম (এইচএস) কোড, পণ্যের প্রকৃতি ও বর্ণনা, উৎস দেশ, পণ্য জাহাজীকরণের দেশ, পণ্যের মূল্য, ব্যবসায়ীদের কমপ্লায়েন্স রেকর্ড এবং পরিবহণের ধরন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।"

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, WTO TFA কেবল কাস্টমস পদ্ধতি সহজীকরণের কথা বলে না বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্যান্য সীমান্ত সংস্থাসমূহের জোরালো ভূমিকাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement এ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং স্যানিটারি বা ফাইটোস্যানিটারি সুরক্ষার উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণের বিধান করেছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে:

"সদস্যগণ নিশ্চিত করবে যেন তাদের স্যানিটারি বা ফাইটোস্যানিটারি ব্যবস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ঝুঁকি মূল্যায়ন কৌশলসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত হয় (Article 5)।"

WTO Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement এও ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে যাতে বাণিজ্যে অপ্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টি না হয় (Article 2)।

WTO TFA অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণপূর্বক ঝুঁকি-ভিত্তিক কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ TFA'র অন্যান্য সহজীকরণ বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি সংশোধন করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগত ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির পরামর্শ দেয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রেরিত অফিসিয়াল নোটিফিকেশন অনুসারে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বরাবরই বাংলাদেশের Category-C অঙ্গীকারে অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং এ বিষয়ে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করার বিষয়ে সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থাসমূহকে ম্যান্ডেট প্রদান করা হয়েছে।

WTO TFA পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বিদ্যমান। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে TFA বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সংস্থাসমূহকে জবাবদিহি করতে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি অর্থাৎ National Trade Facilitation Committee (NTFC) কাজ করছে। উল্লেখ্য, PQW, BSTI এবং BAEC সহ কতিপয় আন্তঃসীমান্ত সংস্থা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে Category-C এর আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে

আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠিয়েছে যা WTO কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিতও (official notification) করা হয়েছে।

তবে, বাংলাদেশ কাস্টমস দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করছে। বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ কাস্টম হাউসে (চট্টগ্রাম) ১০-১২% পণ্যচালান কায়িক পরীক্ষণ হচ্ছে এবং বাকি ৮৮% থেকে ৯০% চালান কোন প্রকার কায়িক পরীক্ষণ ছাড়াই খালাস হচ্ছে। আবার, Authorized Economic Operator (AEO) গণ সকল চালান বিনা পরীক্ষায় খালাসের সুবিধা ভোগ করছেন। কিন্তু কেবল কাস্টমস কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাসমূহ এখনও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন না করায় এই উদ্যোগ থেকে বিভিন্ন অংশীজন পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না। তবে, বাংলাদেশ কাস্টমস কেন্দ্রীয়ভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট (CRMC) নামে একটি স্বতন্ত্র কমিশনারেটের কার্যক্রম চালু করেছে যা অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক কাজ করতে পারবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কেন প্রয়োজন?

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে ঝুঁকির মানদন্ড নির্ধারণ ও ঝুঁকি নির্দেশক চিহ্নিতকরণ এবং মানদন্ড ও নির্দেশক সমন্বয়ে ঝুঁকির প্রোফাইলিংয়ের ভিত্তিতে পণ্যচালান খালাস হয়ে থাকে। তাই পণ্যচালানসমূহ নির্বিচারে শতভাগ কায়িক পরীক্ষণ ও ল্যাব টেস্ট হয় না। বরং ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক নিম্ন-ঝুঁকির পণ্যের খালাস প্রক্রিয়া সহজ ও ত্বরান্বিত করা এবং মধ্যম-ঝুঁকির পণ্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস যাচাই-বাছাইপূর্বক খালাস প্রদান করা হয়। অপরদিকে, উচ্চ-ঝুঁকির চালানসমূহের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ ও লোকবল নিয়োজিত করে কায়িক পরীক্ষণ, ল্যাব টেস্ট ও অধিকতর যাচাই-বাছাই করে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

যদি অতীত রেকর্ড, তথ্য-উপাত্ত এবং ব্যবসায়িক আচরণ বিশ্লেষণে নন-কমপ্লায়েন্স এর প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে নিম্ন ও মধ্যম-ঝুঁকি বিবেচনায় পণ্যচালান দ্রুত খালাস পায়। ফলে, বন্দর থেকে চালান খালাসে উল্লেখযোগ্যভাবে সময় হ্রাস পায়। এই হ্রাসকৃত সময় পোর্ট চার্জ, ফি এবং পোর্ট ডেমারেজ হ্রাসেও ভূমিকা রাখে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে পণ্যচালান খালাসের খরচ কমে যায়, যার প্রভাবে পণ্যের দামও কমে। আর পণ্যের এই দাম কমার চূড়ান্ত সুবিধা পান সাধারণ ভোক্তাগণ। এছাড়া, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য সুবিধার দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান সীমিত সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার, কমপ্লায়েন্স বৃদ্ধি, ব্যবসায়ী এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের মধ্যে সুষম সমন্বয়, প্রভৃতি। প্রাইভেট সেক্টরের আঙ্গিক থেকে বলা যায়, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈধ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের অধিকতর সুবিধা ভোগ করার

এবং বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। রপ্তানির ক্ষেত্রেও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ বৈধ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের অধিকতর দ্রুতগতিতে রপ্তানি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের সুবিধা দেয়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করতেও অবদান রাখে, কেননা এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যকে দক্ষতার সাথে ব্যবস্থিত করা যায়। Covid-19 মহামারী নির্বিচারে সকল চালান কায়িক পরীক্ষণের বিকল্প হিসাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও আবশ্যিকতার দিকটিই প্রকৃষ্টভাবে সামনে এনেছে। বাণিজ্য সহজীকরণ ও পণ্যচালান দ্রুত খালাসে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন বাণিজ্য, লজিস্টিক এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচক এবং র‍্যাঙ্কিংয়েও বাংলাদেশের উন্নতি ঘটাবে, যা বিশ্বে একটি বিশ্বস্ত এবং দক্ষ বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে দেশের ভাবমূর্তিকে সমুন্নত করবে। এটি পণ্যের গড় খালাস সময়ের (average release time) উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে যা বিনিয়োগকারীদের অনুপ্রাণিত করবে এবং ফলস্বরূপ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) অধিকতর আকৃষ্ট হবে। এর ফলে বাণিজ্যের পরিমাণ ও বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা কেবল এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জসমূহকেই প্রশমিত করতে অবদান রাখবে না, বরং ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার যাত্রাকেও সহজ ও মসৃণ করবে।

কেন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা TFA'র একটি অনন্য (Unique) পদক্ষেপ?

WTO TFA'র মোট ৩৭ টি পদক্ষেপের (measures) মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি অনন্য (unique) পদক্ষেপ। অন্যান্য অধিকাংশ measure যেখানে কমপ্লায়েন্সের কথা বলে, বলে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ কিংবা পদ্ধতি সহজীকরণের কথা সেখানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঝুঁকি নিরূপণ করে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য পরীক্ষণের মাত্রা ও হার হ্রাস করার উপর জোর দেয়। ফলে বিপুল সংখ্যক পণ্যচালান ত্বরিত খালাসের ফলে অর্থ ও সময়ের সরাসরি সাশ্রয় হয় যা TFA'র মূল ধারণা ও উদ্দেশ্য। একইসাথে এটি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে একটি দেশের প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠার উপযুক্ত কৌশলও বটে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কী করা প্রয়োজন?

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সবার প্রথমে প্রয়োজন বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং এর ধারাবাহিকতায় খালাসোত্তর নিরীক্ষার (PCA) বিধান সংযুক্ত করা। বর্তমানে একমাত্র কাস্টমস আইনেই এই বিধান রয়েছে। তবে এভাবে অসংখ্য আইন ও বিধি সংশোধন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং জটিল একটি বিষয়। এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সংশ্লিষ্ট সকল

আইন সংশোধন না করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ বাণিজ্য সহজীকরণের অন্যান্য বিধান অন্তর্ভুক্ত করে Trade Facilitation বিষয়ে একটি বিশেষ আমব্রেলা আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা সেটি ভেবে দেখা যেতে পারে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এ ধরনের আইন রয়েছে বলে জানা যায়। আরো প্রয়োজন সংস্থাসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টিপূর্বক ফাংশনাল কার্যক্রম চালু করা, জনবলের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, অটোমেটেড সিস্টেম বা সফটওয়্যার প্রবর্তন, সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় বেসরকারি অংশীজনের অংশগ্রহণ, প্রভৃতি।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা

বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ TFA'র ক্যাটাগরি-সি এর আওতাভুক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ কাস্টমস এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কৃষি বিভাগ (USDA) কৃষি, মৎস্য, প্রাণী ও খাদ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট ছয়টি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সংস্থাকে বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্পের (BTF) মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এদিকে, ২০২৬ সালের জুন মাসের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ তার অঙ্গীকার WTO কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে। এর অর্থ হলো উক্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা নিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করতে হবে। সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বাকি মাত্র তিন বছরের কিছু বেশি সময়। এই সময় সুচারুরূপে কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন না করতে পারলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর WTO'র বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাবে।

সবশেষে, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপত্তা ও ঝুঁকির সাথে আপস না করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ঝুঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে পণ্যের ত্বরিত খালাস নিশ্চিত করা যেখানে নির্বিচারে শতভাগ পণ্যের ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষণ অথবা ল্যাবে নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজন পড়বে না। তবে, এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সামগ্রিক এবং বহুস্তরবিশিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

লেখক: আ আ ম আমীমুল ইহসান খান, প্রথম সচিব (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (বর্তমানে সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে ইউএসডিএ-বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (বিটিএফ) এ লিয়েনে কর্মরত)। নাহরিন রহমান স্বর্ণা, টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর, বিটিএফ।

How can Bangladesh maximise trade benefits of its geopolitical location?

Mohammad Shahidul Islam

1. Introduction

The best resource for a country is its geopolitical location by which regional and further integration into the global economy can take place. Countries are opening up their borders, establishing newer and newer connectivity routes, signing preferential trade agreements, and making foreign policy decisions based on geopolitical strategies. Bangladesh has a strategic geopolitical location in South Asia by which the country can significantly maximise its trade benefits and, in the process, realise its vision of becoming a developed nation by 2041. The country has no alternative to being connected 'at both the regional and global level'. This article aims at exploring how Bangladesh can maximise trade benefits through its geopolitical location, highlighting Bangladesh's trade potentials and the ways for enhancing its 'geographical dividend'.

2. Geopolitical location of Bangladesh

Geographically, Bangladesh is located at a crossroad between South and Southeast Asia, with the prospect of becoming a

regional centre of investment, trade, commerce and industry. Bangladesh has India on its three sides having porous borders of 4025 kilometres—fifth largest territorial border in the world. The Bay of Bengal lies to its South offering connectivity through its wider open seas and the sea routes to the Indian Ocean. Myanmar is located to the South Eastern part of Bangladesh with 270 kilometres borders. This passage can connect Bangladesh with China, South East Asia and East Asia. Landlocked countries Nepal and Bhutan lies at 22 km and 30 km away and China is located at around 100 km away from North East India.

Obviously, Bangladesh is wedged between rising powers India and China, which led the critics to call the country a 'victim of geography' or 'India-locked' with an ill-fated destiny of 'having little or no foreign policy independence'. However, globalisation and rise of economic geopolitical dynamics have turned Bangladesh's location into a resourceful asset, not a liability. For example: both China and India have now significant geopolitical interest in Bangladesh, originating from their maintaining political supremacy in South Asian political trajectory. Bangladesh has every opportunity to earn trade gains out of this competition.

3. How can geopolitical location work for Bangladesh?

(i) Trade prospects with India through FTA

Bangladesh and India are the closest neighbours in South Asia. A bilateral FTA is supposed to work better in this proximate location of the two countries, especially for Bangladesh, given its massive trade deficit vis-à-vis India. The Bangladesh's export to India was around $1.99 billion in the fiscal 2021-22 while legally recorded import amount was $16.19 billion over this period, causing a trade deficit of $14.20 billion for Bangladesh. A bilateral FTA with India hopefully would expand Bangladesh's trade, minimize ever expanding trade imbalance, improve Bangladesh's competitive position, provide free access to the large Indian market and its advanced technologies. Despite having agreements like SAARC Preferential Trade Agreement (SAPTA) and South Asian Free Trade Area (SAFTA), South Asia

is doing badly in regional trade, as experts say, because of 'protectionist policies, high logistics cost, lack of political will and a broader trust deficit'.

A recent ADB study has found that 'A bilateral Free Trade Agreement would lift Bangladesh's exports to India by 182 percent, and nearly 300 percent if transaction costs were also reduced through improved connectivity'. This FTA will also have impact on curbing illegal trade—caused by proximate location—across the borders. It will also be a gateway for Bangladesh for deeper integration with Nepal and Bhutan.

(ii) Trade prospects with North East Indian states

Bangladesh can have significant trade relations with Indian North Eastern states, which has an area of approximately 2,62,230 square kilometres—almost double the size of Bangladesh—and around 50 million population. These states are connected to the rest of India through the 27-kilometre-wide Siliguri corridor. Bangladesh, being located at the mouth of this corridor, is a gateway for access to this region from India's mainland. It is time and cost-effective to access this hinterland region through Bangladesh: 'To access a port, traders need to travel 1,600 kilometers from Agartala in Tripura to Kolkata in West Bengal, via Siliguri, instead of 200 kilometers to access the nearby port of Chittagong in Bangladesh; this is true for all states in the region' as observed in a research study.

Road transport to Northeastern states requires traversing a long distance, but through Bangladesh it is much easier. For example: a goods-laden truck from Kolkata bound for Agartala in Tripura is required to cover 1600 kilometres, but through Bangladesh it is only 435 kilometres. India has long been seeking land transit from Bangladesh to access its North Eastern region. In accordance with Article VIII of the Trade Agreement between Bangladesh and India (originally signed in 1972, and re-signed in 2015), the two countries signed Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT) in 1972 (re-signed in 2015). Under this Protocol, transit to and from north-eastern India to and from other Indian parts

takes place through several agreed riverine routes of Bangladesh. However, since 2015, some Indian cargo consignments have been transited to the Indian border of Tripura through Ashuganj-Akhaura land route of Bangladesh covering road distance of around 55 Kilometers. Bangladesh and India signed 'Agreement on the use of Chattogram and Mongla Port for Movement of Goods to and from India' in 2018 via designated land routes through Bangladesh territory. Bangladesh is also providing land transit facility to India through this landmark Agreement as transshipped goods are carried forward to Indian border through Bangladesh land territory. India can now transit goods from its mainland to its North-Eastern part with a huge reduction in time and cost. Bangladesh should now strongly press on Indian land transit for its direct trade links with Nepal and Bhutan through Indian territory.

(iii) Trade prospects with Bhutan and Nepal

Nepal and Bhutan are Bangladesh's closest land-locked neighbours, separated by the Siliguri corridor of North East India. Currently, the countries share with Bangladesh around $50 million in trade. Given geographical locations, the countries have significant trade potentials for Bangladesh. There are no direct transport links among these three countries. At present, Nepal and Bhutan have trade relations with Bangladesh through Siliguri corridor via bilateral trade agreements with India. For better trade gains, Bangladesh needs to have direct transport links with Nepal and Bhutan. With transit through Indian corridor territory, Bangladesh will have a shorter route to China. Bangladesh should eye on connecting Nepal, Bhutan, China and North East India through Siliguri corridor.

(iv) Trade prospects with Myanmar

Bangladesh shares a border of 270 kilometres with Myanmar, which has an area of 6,76,575 square kilometres, almost five times larger than Bangladesh. For Bangladesh, Myanmar has significant strategic location as a land gateway to South East and East Asia. Despite such proximate location, Bangladesh does not have healthy trade relations with Myanmar. In 2022,

Bangladesh's export volume to Myanmar was US$40.19 Million against US$69.94 of Myanmar's export to Bangladesh. Certainly, there are scopes of more robust trade relations between these two neighbours. Myanmar is a potential market for Bangladesh with a population of around 60 million. Healthy trade and bilateral relations with Myanmar are also key to Bangladesh's access to South East Asia and East Asian countries and their markets. Most notably, Myanmar will provide Bangladesh with transport access to China. Bangladesh's trade relations with and through Myanmar will deescalate its excessive dependence on India and create new trade avenues for Bangladesh. Bangladesh should prioritize setting up a FTA with Myanmar and that will really boost up Bangladesh's trade interests further.

(v) Trade prospects with China and BRI

China is the largest source of Bangladesh's import. In 2020-21 fiscal year, Bangladesh's import volume from China was around US$20 billon against a paltry US$ 900 million of Bangladesh's export. Bangladesh needs to find avenues to increase its export to China and, also further bolster its trade relations with this fast-rising global economy. Bangladesh's direct transport links with China through Myanmar will enhance trade between the two countries. Bangladesh should eye on this opportunity through China's Belt and Road Initiative (BRI). Out of BRI's six economic corridors, BCIM (Bangladesh, China, India and Myanmar) will connect South Asia with South and East Asia. Once BCIM is implemented, it will connect Bangladesh with North East India, Nepal, Bhutan, Myanmar, China, South East and East Asian Countries. BCIM will be a key driver for Bangladesh's deeper and seamless regional connectivity across the vast region of Asia and Africa. Currently, China is the top Foreign Direct Investment (FDI) source of Bangladesh and China's BRI project will boost up Chinese investment further in Bangladesh.

For China, Bangladesh has geographical importance for asserting its presence in South Asia. China's intention is clear. It wants to ensure its political and economic presence in this region by way of keeping India under pressure. China's goal is to have access to the

Indian ocean through India's neighbouring countries and for this reason China is building deep-sea ports in both Myanmar and Bangladesh. Bangladesh is clearly well- positioned to gain from bargains with these two rising Asian powers.

(vi) Trade prospects through AH, TAR and TIR network connectivity

Bangladesh is geographically set for further trade gains through connecting with Asian Highway (AH), Trans-Asian Railway (TAR) and TIR (International Road Transport) Network. Of 141,000km AH network across 32 countries in Asia and Europe, Bangladesh will share1,741km transport network. AH will connect the country with regional trade hubs in Asia and Europe including Central Asia and the Middle East. Trans-Asian Railway (TAR) is going to be an international railway network involving 1,14,000 rail routes across Asia and Europe. For AH and TAR, Bangladesh's geographical location is almost as a bridge between the East and the West. Bangladesh also should join international TIR (International Road Transport) transport system. Originating from Europe, TIR has already connected 77 countries across Europe, Asia and Africa. Among Bangladesh's neighbours, India is a party to TIR. Myanmar is in process to join TIR. China is a TIR member. India's neighbours Pakistan and Afghanistan are TIR countries. So, Bangladesh has opportunity to connect across Asia and Europe through TIR. If Myanmar signs TIR, Bangladesh will have direct routes to China. Through India, Pakistan and Afghanistan, Bangladesh will have access to Central Asia and the Middle East.

(vii) Multimodal Trade connectivity prospects

Geographically, Bangladesh is blessed with multimodal transport connectivity networks. Bangladesh is already providing India, Nepal and Bhutan multimodal transshipment service under Protocol on Inland Water Trade and Transit (1972) and Coastal Shipping Agreement (2015). For example: goods are now shipped to Chittagong, Mongla Port to be transshipped to Bangladeshi trucks, transported to Akhaura to

be further transported to North East India, Nepal and Bhutan. However, Bangladesh will benefit more from direct connectivity through rail or road to these land-locked regions.

Being located at the mouth of the Bay of Bengal with opening to the Indian Ocean, Bangladesh can provide transshipment services to other countries like that of Singapore or Colombo port. With a deep seaport at Matarbari of Cox's Bazar, that the government is planning, the country will be in a more advantageous position. For example: large vessel cannot directly reach Chittagong port due to low draft level; goods are carried to this port after being transshipped to lighter vessels at Singapore or Colombo port. After this deep seaport is opened, this transshipment will not be required, larger vessel will directly reach Matarbari port, making trade more time and cost-effective. With Padma Bridge soon being completed, Bangladesh has the prospect of becoming a transport hub in this region.

4. Conclusion

Bangladesh's geographical location is immensely capable of spurring its further regional and global economic integration. Through such integration, it will enhance its trade competitiveness and makes its trade more sustainable to grow further. For example: Bangladesh is far behind India and China in terms of its bilateral trade gains, the existing colossal trade deficit will widen further with deeper integration, given Bangladesh fails to come to terms with the high-tech production baselines of these two fast-growing economies. Better connectivity will increase its trade competitiveness based on its comparative advantage of cheap labour, developing skilled human resource, advancing backward linkage industry sector, export diversification and lowering cost of doing business. It will also lure more FDI into Bangladesh, paving the way for Bangladesh's becoming a Global Value Chain (GVC) hub in South Asia.

The writer is currently working in National Board of Revenue, Dhaka as First Secretary (Customs: International Trade and Agreements)

The role of taxation and domestic resource mobilization in attaining SDGs: financing and beyond!

Md. Tariq Hassan

Bangladesh is well accredited in the global arena as one of the forerunners in achieving the Millennium Development Goals (MDGs) and the 7th Five Year Plan (7FYP) and other policy documents of ours also reflect the high level of commitment of the government to meet the Sustainable Development Goals (SDGs). In this mission, The National Board of Revenue (NBR) as the apex revenue authority of the country plays the 'kick starter' role as 'source of funds' in achieving the goals and targets of SDGs by strengthening the domestic resource mobilization and improving the domestic capacity for tax and revenue collection that caters for the funding needs for attaining the SDG goals and targets. However, it is very important to understand how taxation and fiscal policies can play a fundamental role in the achievement of the SDGs, and why the mobilization and effective use of domestic resources are central to the pursuit of sustainable development that goes beyond financing.

In addition to generating funding for investments in the SDGs, efficient taxation and fiscal policies can certainly play a critical role in reducing inequalities and promoting inclusive sustainable development patterns. Bangladesh has been able to substantially reduce poverty in the recent years and on the right track to meeting the relevant SDG goals in this regard. However, a few related issues have clouded this prospect, which demand urgent attention. One of the key issues is growing income disparity, which alienates a large segment of population, including women, minorities, ethnic groups and disadvantaged segments of population from the economic and social benefits the country has to offer. At one level, Bangladesh has made commendable progress in women empowerment, but at another level more work needs to be done to achieve equality in capacity for appropriately utilizing the unfolding economic and social opportunities. In this context, fiscal policies can be used to promote gender equality and may help achieve SDG 5 on gender equality and women empowerment. For instance, the VAT exemption given in this year's budget to the small and medium women entrepreneurs is a classic example of how providing fiscal incentives to economic sectors where women are prominent economic actors can help reducing the inequality and thus promote balanced growth.

A more progressive taxation system also helps to address the income inequality persisting in the society. Fiscal policies can also be targeted to encourage healthy lives and well-being (for instance, by highly taxing harmful products like tobacco and alcohol while exempting healthy foods and basic necessities) and achieve better health related outcomes. Taxation can also be used as a very effective tool to promote social inclusiveness. Businesses employing physically challenged people attracting higher tax rebate is another classic example in this regard. Tax policies may also have an impact on other areas in sustainable development, such as infrastructure investment (domestic tax incentives) and environmental sustainability (environmental

surcharge) and hence it is very important to realize the interrelationships of taxation with the goals outlined in the 2030 SDG Agenda. Simultaneously, it needs to be taken into cognizance that protection of the poorest, including through basic public spending, is an overarching concern and the fairness of a tax system cannot meaningfully be assessed in isolation of the spending it finances. This makes it important not only to examine the distributional impact of tax reforms themselves but also to identify specific spending measures to address any concerns they raise. Better persuading taxpayers of the value of the public spending financed by the taxes they pay, including by improving the management and quality of that spending, can further bolster trust in and compliance with the tax system. Having realized this, the NBR is continuously engaged in building partnerships with all the relevant stakeholders both in the public and private sector.

Several reform activities including tax policy and tax administration reforms are underway aiming at revenue mobilization, building taxpayer's trust and confidence. VAT Online platform has been launched and Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012 has been implemented from 1 July 2019. The legislation for customs operations is also under review of the parliamentary standing committee and several projects like National Single Window and Bond Automation has been taken to modernize the customs wing in order to protect the community and the environment, ensure efficient and effective revenue collection while facilitating legitimate trade and travel in compliance with domestic and international standards. The NBR is dedicatedly working to provide fair, equitable and quality service to clients; encourage voluntary tax compliance; serve as the central repository for the collection and management of trade statistics; use risk based and intelligence-led approach in enforcement activities maintaining high professional standards that reflects quality, transparency and teamwork. All these are very positive signs indicating that

Bangladesh is gradually moving towards the right direction in regards to efficient domestic resource mobilization. However, in the face of continuously changing economic environment and the digitization of the economy, capacity building of the NBR field officers based on an international standard competency framework and providing appropriate logistics and infrastructure support for the field offices remain as the two major challenges as well as success factors for achieving the financing objective and other broader SDG goals. Both funds and technical assistance would be required to address these challenges where different international organizations and donor agencies can play a vital role by showing their commitment to help NBR in this regard. The political will of the government, the institutional mechanism of the organization, the stakeholders, the citizens and the united effort of the broader international community can certainly to lead to more efficient domestic resource mobilization in attaining the SDGs which goes way beyond financing.

The author is working as Joint Commissioner, Custom House, Chattogram and welcomes feedback at tariqcsdu2131@yahoo.com

N.B An edited version of this article was earlier published in the Daily Star newspaper.

Women & Trade
Role In Achieving SDG 5

Kanchan Rani Dutta

When women have their own proceeds, they improve their whole standards of living. It represents their status and increases negotiating power which sometimes is termed as' power of the purse'.

Now it can be concentrated on how trade contributes to achieve the SDG Goal 5- Gender Equality. It focuses on achieving gender equality and empowers all women and girls. It covers a wide range of areas; poverty reduction, end all kinds of discrimination against women and girls, eliminate harmful practices such as early and child marriage, forced marriage, ensures women full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making process, enhance the use of enabling technology, communication technology to promote empowerment, adopt and strengthen sound policies etc.

Trade grants to SDG by creating employment opportunities for women. Trade can play an important role in driving women's economic empowerment and ultimate leads to economic efficiency. It is proven truth that economic emancipation is the base of eradicating other disparity.

Women invest most of their earnings back in their families. Economic power has a snowball effect on society. Women's economic empowerment has positive impact on economic growth and helps to reduce poverty. Globally the elimination of all forms of discrimination against women would raise per capita productivity by 40 percent (World Bank, Doing Business Report-2017)

ROBERTO AZEVEDO (Director-General of The WTO and International Gender Champion) stated "Action is needed to better integrate women into the international trading systems. All the evidence suggests that giving an equal economic chance to women is not only economically important; it results in beneficial outcomes for society as a whole. Investing in women -and empowering women to invest in themselves- is a risk-free venture. What society gives them; they give back ten times over".

In 2017 at the 11th Ministerial Conference WTO members and observers launched "Buenos Aires Declaration on Trade and Women Economic Empowerment ". They endorsed a collective initiative to increase the participation of women in trade. 118-member countries and observers (Bangladesh did not endorse) endorsed the declaration and agreed to support the Declaration on Trade and Women's economic Empowerment, which seeks to remove barriers to, and foster women's economic empowerment.

In Bangladesh women face various hurdles in trade activities. Sometimes complex procurement processes prevent women from entering the work force, setting up a business or owning land and assets. Their business processes are very often

threatened by difficulties in accessing finance. In our country there are few women traders involving in international trading system i.e.; import and export business process. Some are holding ornamental posts offered by father or husband. Those who are engaged actively in international trade they are treated badly by male traders. They are being discouraged to continue their business.

Women play a vital role in the economy but a range of barriers limit their opportunities. According to the ILO Global Wages Report 2018 women are still paid 20 percent less than men for the same works.

UN Sustainable Development Goals Knowledge Platform shows in progress of Goal 5 in 2019 that some indicators of gender equality are progressing but insufficient progress on structural issues at the root of gender inequality, such as legal discrimination, unfair social norms are undermining the ability to achieve the goal. The Global gender Gap report 2018 published by World Economic Forum shows that progress towards gender parity continues to be slow, if we keep pace with current trends, the overall global gender gap can be closed in 108 years.

As per World Bank brief report published on 08 march, 2019 '' we should understand how trade and gender are linked and whether men and women are disproportionately affected- positively or negatively by trade policies and their implementation''. Like SME activities women should legally encourage to engage them in international trading systems. Gender friendly environment and positive attitudes are also necessary to improve the current situations. Tireless support is needed for enhancing women's empowerment and achieving gender equality. In the long run it leads to change in social stereotype behaviors, establish women rights as well as fulfills SDG.

The writer is currently working in Customs, Excise and VAT Commissionerate, Dhaka (South), Dhaka as Deputy Commissioner.

Data driven administration equipped with modern technologies: Dream or reality for Bangladesh Customs?

Nipun Chakma[1]

Introduction

In recent years, worldwide Customs administrations have invested a lot for modernizing their administrations and adopted digital technologies for the core business processes of Customs that have been instrumental for trade facilitation as well as revenue collection and security. In the era of modern trade, Customs is facing the continued rise of e-commerce, increasingly complex global supply chain systems, challenges in combatting cross-border illicit trade, proliferation of data from National Single Windows (NSWs), rising concern on environmental protection, and most importantly a pressing need for increasing collection of government revenues. Alternately, there are many new digital

[1]Deputy Project Director, Bond Management Automation Project and Second Secretary (WCO Affairs), National Board of Revenue

technologies, i.e. data mining, big data analytics, artificial intelligence, X-ray image analytics, robotic process automation, are surfacing in the fabric of technology which need to be adopted by Customs administrations to address the upcoming challenges ahead for enhancing their regular operation and facilitating secure trade. Excitingly, all of these technologies are handy tools for data driven decision making. Hence, many advanced Customs administrations have already implemented most of these new digital technologies and are producing insights from the huge amount of data using data analytics. Therefore, it is high time for Bangladesh Customs' administration to take necessary steps to adopt the latest technology tools in order to transform Bangladesh Customs into a data-driven administration equipped with modern technologies for addressing the future challenges.

Where does Bangladesh Customs stand?

The Bangladesh Customs administration has taken many digitization initiatives with its "catching-up with technology" policy but yet to harvest the expected result. Currently, several automation and digitization projects, National Single Window project and Bond Management Automation Project, are in progress with the current ICT plan. Additionally, to establish an e-Customs environment aiming at strengthening the e-governance initiative of GoB, a number of activities/actions are mentioned in the Customs Modernization Strategic Action Plan, 2019-2022. Bangladesh Customs has particularly focused on the automation of the clearance process, particularly on e-LC, e-EXP, e-Payment and e-Auction which are already implemented. However, there are few initiatives to increase the knowledge and skills on data analytics of Customs officials to harness valuable insights from the tons of data that are stored in the database from AW system.

Existing Software and Automation Systems

i. ASYCUDA World

Bangladesh Customs is the pioneer for initiating the digitalization process in the government organizations by

deploying the ASYCUDA V2 system in the 90's. Later on, this ASYCUDA V2 system was gradually upgraded to ASYCUDA++ and ASYCUDA World. Though a number of modules of AW have been implemented, still the current AW system is not fully automated. Rapid measures need to be taken to implement rest of the modules for full automation in the clearance process. However, this AW system is playing a significant role in the facilitation of international trade and legitimate revenue collection. Currently, around 15,000 to 20,000 B/Es (Bills of Entry or Bills of Export) are submitted in the AW system in each day and the central server collects around 4 GB structured data from those declarations.

ii. Bangladesh Customs Office Management Software (BCOMS)

Benapole Custom House Authority independently developed an office management software aiming at complete solution for office management. This software was inaugurated in Benapole in 2020 and it is now being successfully used for vehicle tracking. NBR appreciated this innovative project and issued order for using this software for office management to other field offices – Customs, Excise and VAT Commissioenrates and Custom Houses. However, only few modules, particularly Vehicle Tracking Module, HRM Module and PCA Management Module, are being used in several Customs stations and VAT Commissionerates out of 15 modules.

iii. Detention Management Software

Dhaka Custom House authority independently developed detention management software and started using it from 2020. However, it is rarely used at present due to disinclination and reluctance of the officials.

Taken Initiatives

i. Implementation of National Single Window (NSW)

Currently, the implementation of National Single Window (NSW) is in progress. The NSW will provide a single point platform for the 39 government agencies (GAs) and other

government agencies (OGAs) related to export-import clearance process. The successful implementation of NSW is supposed to reduce the release time in many folds and significantly facilitate the secure trade.

ii. Purchasing of Automated Risk Management System (ARMS)

Successful deployment and operation of Automated Risk Management System (ARMS) will open a new window for Bangladesh Customs. Bangladesh Customs will join in the league of automated risk management processed countries. ARMS is supposed to be used for targeting the illegitimate consignments utilising the existing database that will ultimately reduce the number of physical intervention and facilitate secure trade.

iii. Implementation of Customs Bond Automation System (CBMS)

The successful implementation and operation of Customs Bond Management System (CBMS) is supposed to ease the current complex, time-consuming, manual bond management system.

iv. Development of Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS)

National Board of Revenue have recently taken an initiative to develop an Electronic Fiscal Device Management System to monitor and manage the VAT collection from retailers. Once the system will be in operation, enormous amount of transaction data will be stored in the server that will be needed careful analysis to identify the non-compliant, tax evading business entities.

Things to Focus On

In order to meet the future technological demand and transform Bangladesh Customs into a data driven administration equipped with modern technologies in accordance with the Customs Modernization Strategic Action Plan, 2019-2022 and Chapter 7 (Application of Information Technology) of the Revised Kyoto Convention, the administration must focus on the following things:

i. **Reshaping the organizational culture and/or mindset**

The existing organizational culture and/or mindset is not conducive to digital reforms. Changing or reshaping a culture is not an easy task. This is a large-scale undertaking and all the organizational tools, i.e. leadership tools, management tools, power tools, for changing minds need to be put in play.

ii. **Assessing the current IT infrastructure and formulating a strategic action plan for Information and Communication Technology (ICT)**

A need assessment survey is required in order to assess the current ICT infrastructure. The survey needs to be conducted objectively which will be the baseline for formulating ICT Strategic Action Plan.

iii. **Introduction of Revenue Forecasting Model and Revenue Management Software**

Proper Revenue forecasting is vital for the successful budgeting in public sector. Appropriate tax analysis leads to a reliable revenue forecasting and sustainable revenue policies. Besides, an automated revenue management system is the demand of the time which is also a handy tool for effective and efficient revenue management.

iv. **Introducing Passenger Control Measures (i.e. GTAS) at the international airports**

Automated passenger control system is a must for facilitating passengers as well as targeting the risky travellers and combatting the illicit drug/gold trade through international ports.

v. **Establishing e-filing in all Custom Houses (CHs) and Land Customs (LC) stations**

To establish e-Customs environment, e-filing in all CHs and LC stations is required. Practice of e-filing in all of the stations will have a positive impact on the reshaping of organizational culture.

vi. Emphasizing on data analytics, data mining and predictive analytics

Emphasis must be given on data analytics, data mining and predictive analytics for a future modern Customs administration. Customs administrations usually deal with tons of data in every day. For instance, Korea Customs Services (KCS) collects 45 GB of structured data and 30 GB of unstructured data every day according to an article published in 2018. These ample amounts of data can provide vital insights if customs can harness them through data mining and advanced data analytics. In this context, it's crucial for the revenue administrations to develop knowledge and skills on data analysis techniques and become more data driven.

vii. Develop analytical capability and IT skills of officials

A proper capacity building programme is must in order to harvest most of the utility of the modern digital technologies. The officials are the heart of the whole system who will run the administration. Hence, enabling the officials in many soft skills will improve the efficiency and help the administration achieve the expected outcome. For instance, Japan Customs used to send its officials to universities for data science master's program.

viii. Creating a pool of officials excelled at ICT

A pool of enhanced and enabled officials is required to run the systems seamlessly. Therefore, the administration must take proper administrative steps to train a bunch of potential officials.

ix. ix.Establishing Customs to Customs (C2C) cooperation

Exchange of information between and among Customs administrations is a much-needed necessity for ensuring secure trade as well as combatting illicit cross border trade, commodity smuggling, drug trafficking, IPR hazardous waste and CITES enforcement. Bangladesh Customs must establish C2C cooperation utilizing the

article 12 of the WTO TFA and WCO instruments and tools including the Revised Kyoto Convention (RKC), the SAFE Framework of Standards, the Nairobi Convention, the Model Bilateral Agreement, the Johannesburg Convention (not yet entered into force), the Guide to the Exchange of Customs Valuation Information and the Globally Networked Customs (GNC) Feasibility Study, together with various WCO Recommendations on mutual cooperation and administrative assistance.

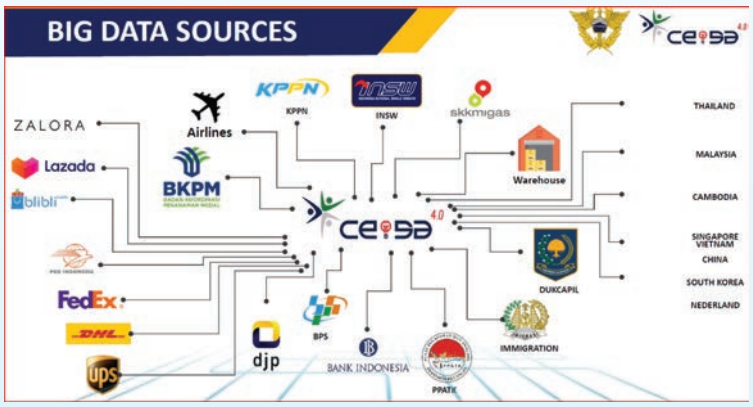

Figure 1: Sample diagram of Big Data sources (Indonesia Customs)

x. Keeping eyes on New Digital Technologies

Artificial Intelligence

Because of the accessibility of cloud computing and the large-scale availability of processing power, combined with the exponential in-crease in data, in recent years, the advanced customs administrations are focusing into AI. AI would be the most efficient tool for Customs dealing with the huge volumes of data collected by customs and border agencies generated by goods, people, and vehicles moving across the borders for trade facilitation and enforcement measures.

X-Ray Image Analytics

There is increasing demand for automated image identification to ease the burden on human image analysts, because of the ever-growing volumes of trade.

With advanced image compression technology and much cheaper storage, customs can now collect, store, and archive X-ray scans more economically, and to build up a sufficiently large image library as a learning reference data-base for training purposes, as well as for developing Automated Threat Detection (ATD) algorithms.

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) is a machine or software to perform high-volume, repeatable tasks with much greater efficiency than humans. RPA has the potential for greater use in customs operations, such as data verification of many manifests and declaration submissions. It can be programmed to check, for example, if the value of the goods in the declaration doesn't match the invoice, the declaration has a missing certificate, or there are erroneous data inputs.

Blockchain

Blockchain technology, that has been termed as the transformational technology for many fields, has many attractive propositions in the field of Customs. Features of blockchain technology, such as Distributed Ledger Technologies (DLT) and smart contracts, have enormous potential to improve the efficiency and speed of cross-border supply chains by simplifying processes and reducing the need for human intervention in several transactions. The advanced Customs administrations, i.e. CBP, KCS, have been piloting the use of blockchain solutions in selected customs operations, such as the import/export clearance process, e-commerce imports, and cross-border information exchange.

The Future of Customs: Coordinated approach

Future Customs administrations are going to be more data centric than ever. Hence, it is a must to adopt the latest digital technologies and enhance the capacity on data analytics for drawing insights from the massive data that Customs will be receiving each day. However, it is to be understood that digital

transformation cannot be realized unless the whole organization is synchronized with the digitalization concept. By involving only the ICT people or taking some isolated automation projects, the piece-meal solutions would not provide the expected outcome from ICT modernization activities. The business and ICT workforce should be principally involved in adopting the emerging technologies. More importantly, there should be a wholistic ICT plan and a standard implementation framework to establish an e-Customs environment and adopt the latest technological tools to turn the administration into data driven equipped with latest technologies. Only the coordinated approach toward the implementation of ICT plan and adoption of these promising technologies will provide the expected outcome in the near future.

Annexure: "COBIT" Framework for IT Governance and Control provided in WCO Guidelines on Application of Information and communication Technology

WCO has a guideline on Application of Information and communication Technology that provides the required information of how Customs administrations can use these technologies to enhance their program delivery and plan improvements in their services to clients and trading partners. Although worldwide customs administrations invested heavily in ICT, many developing administrations did not achieve the expected outcome from the ICT. This is because those countries did not follow a standard framework. Therefore, a standard framework is required to assist the executive management for proper implementation of ICT project and help the management track the real value that investments into ICT bring and assure the goals of the organization are aligned with the goals of ICT projects and services.

The WCO guideline provides a framework named "COBIT" Framework for IT Governance and Control. The controlled objectives of the framework is given below:

Plan and Organize

PO1: Define a strategic IT plan.
PO2: Define the information architecture.

PO3: Determine technological direction.
PO4: Define the IT processes, organization, and relationships.
PO5: Manage the IT investment.
PO6: Communicate management aims and direction.
PO7: Manage IT human resources.
PO8: Manage quality.
PO9: Assess and manage IT risks.
PO10: Manage projects.

Acquire and Implement

AI1: Identify automated solutions.
AI2: Acquire and maintain application software.
AI3: Acquire and maintain technology infrastructure.
AI4: Enable operation and use.
AI5: Procure IT resources.
AI6: Manage changes.
AI7: Install and accredit solutions and changes.

Deliver and Support

DS1: Define and manage service levels.
DS2: Manage third-party services.
DS3: Manage performance and capacity.
DS4: Ensure continuous service.
DS5: Ensure systems security.
DS6: Identify and allocate costs.
DS7: Educate and train users.
DS8: Manage the service desk and incidents.
DS9: Manage the configuration.
DS10: Manage problems.
DS11: Manage data.
DS12: Manage the physical environment.
DS13: Manage operations

Monitor and Evaluate

ME1: Monitor and evaluate IT performance.
ME2: Monitor and evaluate internal control.
ME3: Ensure compliance with external requirements.
ME4: Provide IT governance.

References:

Bangladesh Customs, 2019, *Bangladesh Customs Modernization Strategic Plan 2019-2022*, viewed on 8 January, 2023, available at <https://nbr.gov.bd/uploads/publications/SAP-IFC-NBR_full_book_11Sep_19_compressed_compressed.pdf>

Denning, Steve, 2011, *How Do You Change An Organizational Culture?*, viewed on 9 January 2023, available at https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/07/23/how-do-you-change-an-organizational-culture/?sh=1595e3639dc5

Glenday, G. (2013), *Revenue Forecasting*, The International Handbook of Public Financial Management. Palgrave Macmillan, London, viewed on 9 January, 2023, available at <https://doi.org/10.1057/9781137315304_21>

Koh, Jonathan, 2021, *Digital Technologies Are Changing Customs*, viewed on 8 January, 2023, available at < https://e.huawei.com/gr/publications/global/ict_insights/ict31-digital-government/features/digital-technologies-are-changing-the-way-customs-works>

World Customs Organization, 1999, *International Convention On The Simplification And Harmonization Of Customs Procedures (as amended)*, viewed on 7 January, 2023, available at <https://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/ Instrument%20and%20Tools/Conventions/Pf_revised_kyoto_conv/Kyoto_New>

World Customs Organization, 2014, *Guidelines on Application of Information and Communication Technology*, viewed on 8 January, 2023, available at < https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/in,struments-and-tools/tools/ict-guidelines/ict-guidelines.pdf?db=web>

World Trade Organization, 2013, *Trade Facilitation Agreement*, viewed on 9 January, 2023, available at < https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tfa-nov14_e.htm>

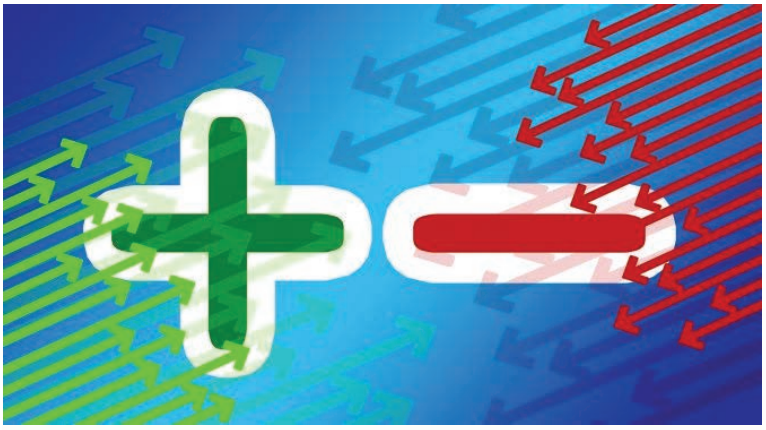

World Trade Organization-Trade Facilitation Agreement Implementation: Glass Half Full or Half Empty in Bangladesh?

Md. Tarek Mahmud[1]

Abstract

Trade facilitation means simplifying harmonizing and automating the process of trade across the borders. To facilitate trade, Trade Facilitation Agreement (TFA) was agreed in 2013 under the umbrella of the World Trade Organization (WTO). TFA was come into force in 2017. In 2015, a baseline study on TFA alignment of Bangladesh was conducted by the World Bank Group (WBG). As a member of the WTO, Bangladesh started implementing TFA from 2017. Several initiatives including Customs modernization, process simplification, automation, etc.

[1]Deputy Director, Central Intelligence Cell (CIC), National Board of Revenue, Bangladesh. tarek@nbr.gov.bd or tarek.customs@gmail.com

have been taken by different border agencies to implement TFA in Bangladesh. Despite those initiatives, many studies found that the border clearance time is still lengthy, and processes are cumbersome. Therefore, it requires an extensive study to identify the exact situation of TFA implementation. To quantify the implementation progress of TFA, the World Customs Organization (WCO) developed TFA Maturity Model (MM) based on a set questionnaire. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) also conducted studies on trade facilitation by using Trade Facilitation Indicators (TFI) Simulator. This study quantified the TFA implementation from the baseline study of 2015 by using TFA MM and validated the result with the findings of OECD TFI Simulator. The study found that the TFA implementation progress is around 65% which is well ahead of implementation commitment of Bangladesh (44.50%) to the WTO, but lower than the world average commitment (74%). The status of Bangladesh is 'emergent'. This study identified lack of process simplification, border agency cooperation, Customs cooperation, automation, culture, availability of resources, publication and availability of information are the major challenges to implement TFA. This study suggested that by establishing Single Window, automated risk management system, Customs Cooperation Agreements and trade agreements, border agency cooperation, etc. can be effective to implement TFA in Bangladesh. The overall study findings depicted that the glass of TFA is 65% full of water and rest is filled by air. Sustainability is a critical issue for TFA implementation and failing to achieve sustainability can evaporate the water portion of the glass into the air! To gain trade competitiveness, especially for export, Bangladesh should focus on the sustainable implementation of WTO-TFA.

Key Words: Trade Facilitation Agreement, WTO, Bangladesh, TFA Maturity Model, OECD TFI Indicators, border agency cooperation, Customs cooperation, automation, risk management, Single Window, Customs Modernization.

1. Introduction

Trade Facilitation refers to improving the process of cross-border movement of goods to reduce costs without compromising border security (Grainger 2011). For facilitating trade, World Trade Organization (WTO) initiated Trade Facilitation Agreement (TFA). It contains provisions for expediting the movement, release, and clearance of goods, including goods in transit. It also sets out measures for effective cooperation between customs and other appropriate authorities. The TFA strives to improve transparency, secure global value chains, and reduce the scope for corruption (WTO 2020). It was signed in 2013 at the WTO Bali Ministerial Conference. TFA has 3 (three) sections and 24 (twenty-four) articles comprising several sub-articles and those articles are further categorized in A, B, & C (WTO 2013). It has indicative and definitive dates for implementing B and C category commitments[2].

WTO-TFA entered enforcing on 22 February 2017 (WTO 2020). Besides fostering the movement, delivery, and clearance of goods, it comprises provisions for technical assistance and capacity-building initiatives.

International trade often faces two major types of challenges—firstly, challenges arise from imposing a tariff, and secondly, non-tariff issues arise from other than tariff issues such as clearance time delays, clearance cost increases, bureaucratic procedures, supply chain instability, etc. The tariff-related challenges have been liberalized by the General Agreement on Trade and Tariff (GATT). But non-tariff related issues were often less focused and discussed before 2000. These issues drew more attention as the competitive trade environment evolved. The lead time became very important and increasing

[2]Details of the Indicative and definitive dates for implementation are available: https://tfadatabase.org/en/members/bangladesh/breakdown-by-measure#collapse4

the lead time, increases the cost of trade and declines the business competitiveness. It is described that a one-day delay in international trade means a one percent loss of trade between countries (Popa, et al. 2015).

The significance of trade facilitation for a highly international trade-dependent country like Bangladesh is enormous. The border clearance time, a significant parameter to assess trade facilitation is higher (216 hours for import) in Bangladesh compared to neighboring countries like India (65 hours) and Pakistan (120 hours) (WB 2020). In a Time Release Study, it was found that the Customs clearance time is 11 days for sea, 10 days for land, and 8 days for air cargoes (NBR, 2022).

Several border agencies are involved in TFA implementation in Bangladesh including the National Board of Revenue (NBR), plant quarantine office, port authorities, livestock office, clearing and forwarding agents, etc. Despite several initiatives for TFA implementation, it does not reflect in outcomes in border clearance time. To study this phenomenon in Bangladesh, it is possible to find out the article-wise status of the TFA implementation, its challenges, and the way forward.

The current rate of TFA implementation commitment of Bangladesh to WTO is 44.50% whereas the rate of implementation commitment of the world is 74% (WTO 2022). This study tried to quantify the implementation progress of the TFA in Bangladesh by using two different models– TFA Maturity Model developed by World Customs Organization (WCO), and Trade Facilitation Indicators (TFI) Simulator developed by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). This study found that the TFA implementation progress is around 65% in Bangladesh which is higher than the commitment given to the WTO (44.50%), but it is still below the world average commitments of implementation (74%). It is also found that there are some areas where progress is not optimum. The reasons include lack of procedural

simplification, border agency cooperation, Custom cooperation, transit facilitation, automation, culture, availability of resources, etc. However, strategic action plans, Single Window (SW), internal and external border agency cooperation, Risk management, Authorized operators, and automation can be effective to mitigate these challenges.

2. Literature Review

Before the 1990s, the buzzword of trade facilitation was barely familiar in the international arena. With the evolved of the WTO, the term 'trade facilitation' accelerated and Uruguay round set the cornerstone of trade facilitation (World Trade Organization n.d.). Since then, various international organizations conducted studies to assess the impacts and challenges of trade facilitation. Moïsé and Sorescu (2013) found that trade facilitation initiatives opt for almost a 14.5% reduction of total trade costs for low-income countries, 15.5% for lower-middle-income countries, and 13.2% for upper-middle-income countries. The implementation of trade facilitation can increase the world's export by $1043 billion, create new jobs for 20.6 million people and increase the Gross Domestic Production (GDP) by $960 billion (Hufbauer and Schott 2013). Go (2018) focused on streamlining and harmonizing the activities, practices, and formalities required for international trade, and associated payments and border logistics as the core areas of trade facilitation. Seetanah, Sannassee, and Fauzel (2016) found that trade facilitation enhanced the trade of 20 African countries significantly. Trade Facilitation is a tool of development that can contribute to growth and poverty reduction (Anderson and Van Wincoop 2004; Arvis et al. 2016; Hummels 2007).

Time elapsed in international trade is often interpreted as the transaction cost (WTO, 2015; Uzzaman and Yusuf, 2011). Pascal Lamy (2013), the former WTO Director General, referred to trade facilitation as the means of increasing the

productivity of Customs, enhancing tax revenue at entry points, and assisting to invite more Foreign Direct Investment (FDI).

World Bank Group Conducted a baseline Study on Bangladesh's Alignment with the WTO-TFA in 2015 (WBG 2015). OECD (n.d) conducts studies every two years since 2013 by using OECD Trade Facilitation Indicators (TFI) Simulator covering global aspects including Bangladesh. The last two studies were conducted in 2017 and 2019 that show the improvement of Bangladesh in terms of trade facilitation.

Banik (2016) found that by implementing TFA, Bangladesh can increase trade volume and reduce costs by streamlining the procedures. Banik (2016) also identified a lack of transportation infrastructure, inadequate resources investment, and insufficient rules and regulations and harmonization among and between TFA implementing agencies are the main challenges. WTO (2015) identified political will, cooperation, and coordination among border agencies, engagement of stakeholders, and availability of adequate resources are the key factors affecting trade facilitation.

The study by Banik (2016) was conducted in 2016 that did not cover the implementation progress and challenges after rolling out TFA. To fill those gaps, this study will focus on TFA implementation progress and the challenges of Bangladesh from the ground level.

3. Methodology

Petchko (2018) described that the research questions will guide researchers to pick the best suitable methodology. The methodology of this study requires both qualitative and quantitative approaches. Qualitative studies encompass the systematic collection, organization, description, and interpretation of textual, verbal, or visual data (Hammarberg, Kirkman, and Lacey 2016). In this study, the data type is mostly textual and statistics based on different government reports, circulars, and gazettes. Hammarberg, Kirkman, and Lacey

(2016) also described that qualitative research is very much effective in analyzing texts and documents, such as government reports, media articles, websites, or diaries, to learn about distributed or private knowledge. Besides, quantitative methods have been used by putting the trade facilitation data into two different models– i) Trade Facilitation Agreement Maturity Model (TFA-MM) and ii) OECD Trade Facilitation Indicators (TFI) simulator.

3.1 TFA Maturity Model[3]

TFA MM has been developed by the World Customs Organization to estimate TFA implementation progress based on a set questionnaire (38 Questions) (World Customs Organisation, n.d). It assists a country to ascertain the implementation level of the TFA by reviewing and analyzing each article, finding out implementation gaps, and focusing on the actions required for full implementation. The scoring ranges from 0-3; lowest 0 and highest 3 which represents–

- 0 represents the Commencement stage
- 1 represents the Augmented stage
- 2 represents the Emergent stage
- 3 represents the Sustained stage

The overall scores are interpreted in the following ways–

- If the Score is 91 – 114 or 81%-100% then it is interpreted as level 4 which means it is in the 'Sustained' stage.
- If the Score is 66 – 90 or 58%-80% then it is interpreted as Level 3 which means it is in the 'Emergent' stage.
- If the Score is Score: 41-65 or 36%-57% then it is interpreted as Level 2 which means it is in the 'Augmented' stage.
- If the Score is Score: 0-40 or 0% -35% then it is interpreted as Level 1 which means it is in the 'Commencement' stage.

[3]https://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/tailor-made-track.aspx

3.2 OECD Trade Facilitation Indicator Simulator[4]

OECD Trade Facilitation Indicator (TFI) Simulator has been developed by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development 2013). OECD has been publishing reports using this Trade Facilitation Indicator Simulator every two years since 2013. The last report was published in 2019. OECD TFI Simulator also allows the simulation of policy reforms by modifying the data in specific indicators (The Organisation for Economic Co-operation and Development 2013). In this study, the base data has been taken from their published report of 2019 and modified with the updates initiated for trade facilitation. The evidence for those modifications or updates has been represented in this paper. The TFI simulators questionnaire (133 Questions) takes values from 0 to 2 where 0 means the lowest and 2 means the highest performance in the trade facilitation area. There is also the best practice or best possible score (18.226 in total) with which one can compare the status of a country.

After inserting the data into these models, the results have been compared and validated by each other and represented in charts, tables, graphs, etc.

3.3. Data

To conduct a study data are vital because data allow the reader to judge the trustworthiness of the study's results and the author's claims in a paper and policy-related documents can be data if they are analyzed to support an argument (Petchko 2018). In this paper trade facilitation, data are collected from several secondary sources, mainly from different policy documents and the research papers of the Government of Bangladesh, World Bank, WTO, World Customs Organization, OECD, UN-ESCAP, ADB, research papers, websites, etc. For quantitative analysis, the base data has been collected from

[4]https://sim.oecd.org/Simulator.ashx?lang=En&ds=TFI&d1c=asiap&d2c=bgd

OECD (OECD, 2019). The researcher's involvement in the working procedures of NBR has also been reflected in this paper with proper evidence. However, most of the data are collected from reports, official orders, and gazettes of different government agencies which are in the native language— Bangla. Therefore, it requires interpretation which may cause inadvertent deviation.

4. Analysis and Synthesis

The baseline study of the World Bank Group (WBG 2015) included the key issues and TFA alignment of Bangladesh as of 2015. TFA MM and OECD TFI Simulator are used for quantitative analysis. The TFA implementation progress under TFA MM and OECD TFI Simulator are discussed as follows[5]:

TFA MM Findings

After compiling all the scores under TFA MM, the overall scores for 13 articles are shown in the following graph:

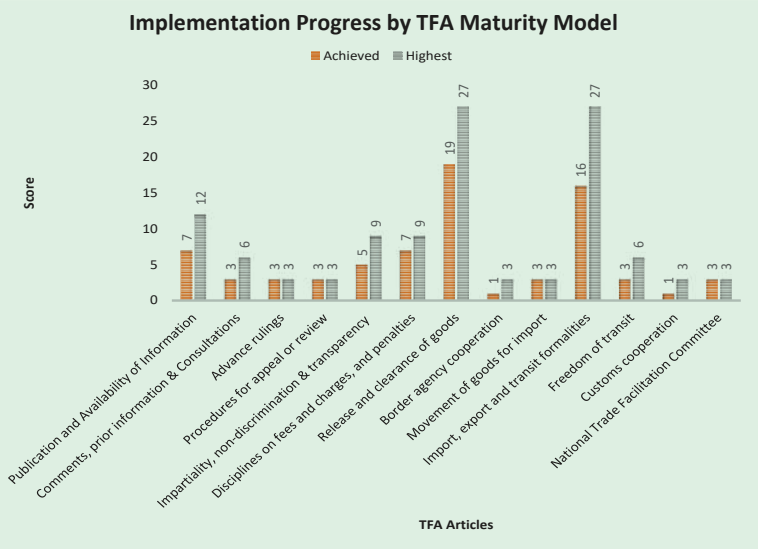

[5]WTO- TFA article-wise implementation progress are available as annexure of this study from (https://drive.google.com/file/d/16r98YiFucRTXSYD09SqXdu9drT8FBk2_/view?usp=share_link).

The graph indicates that advance rulings, procedures for appeal or review, movement of goods for import, and the National Trade Facilitation Committee (NTFC) have the highest scores which are equal to the best scores. Publication and availability of information, comments, prior information & consultation, impartiality, non-discrimination & transparency, release and clearance of goods, border agency cooperation, import, export, and transit formalities, freedom of transit, and Customs cooperation have relatively low scores compared to best score which depicts that government should emphasis in these areas.

OECD TFI Simulator findings

Under OECD TFI Simulator, the scores in 2022 and best practice scores are shown in the following graph:

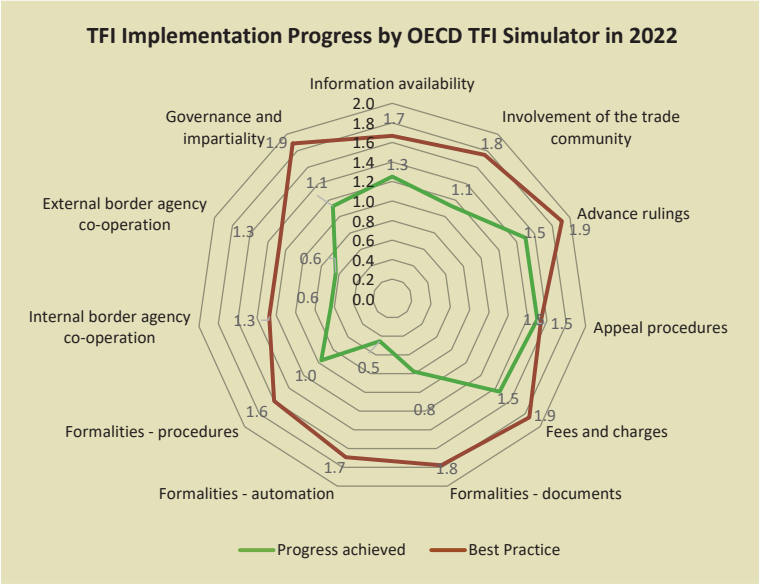

The graph shows that three categories– advance rulings, appeal procedures, and fees and charges have comparatively better scores which are close to best practice scores. On the other hand, formalities-documents, automation, procedures, and internal and external border agency cooperation have fewer scores compared to best practices. If we compare the scores of the OECD TFI simulator of 2022 with the previous OECD studies conducted in 2019 and 2017 and the best practice scores under the OECD TFI simulator, the comparison is as follows:

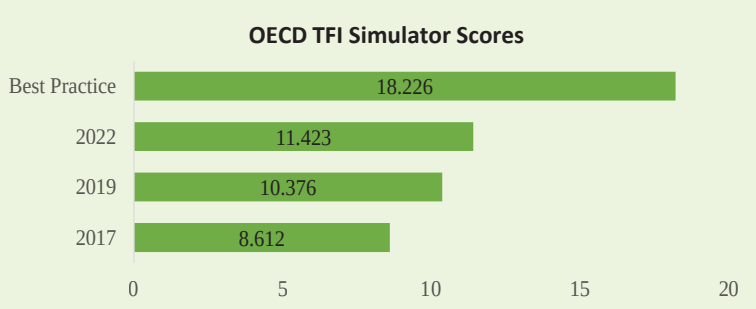

The graph indicates that there is a continuous improvement in the implementation progress from 2017 to 2022. In 2017, it was 8.612 and in 2019 it was 10.376 which depicts around 20% growth in 2 years. The score became 11.423 in 2022 and the growth in these 3 years is only 10%. It indicates that as the implementation progress is getting higher, it is becoming difficult to achieve higher growth because achieving higher compliance is difficult compared to achieving up to a certain level.

Comparison with other countries

After comparing the scores of Bangladesh with a developed country (Japan), neighboring country (India), Asia-pacific region, the comparison graph is as follows:

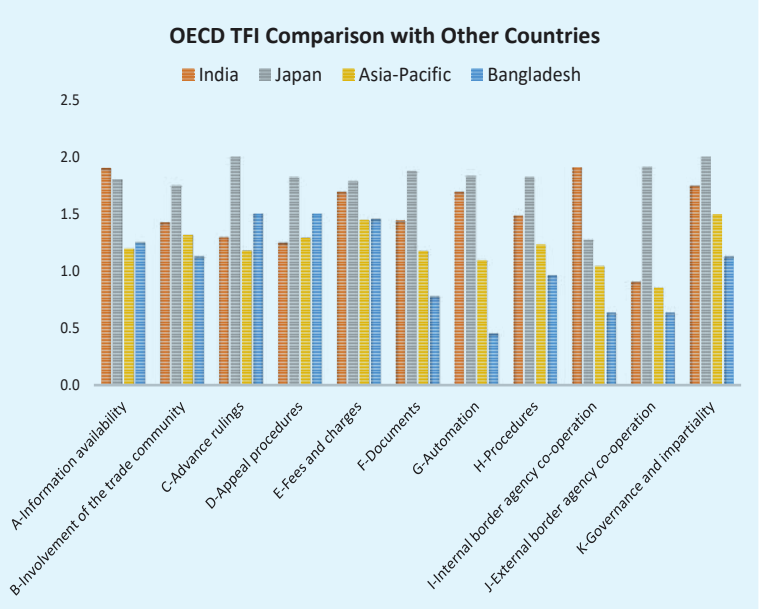

The graph shows that in the areas of information availability, advance rulings, appeal procedures, and fees and charges have higher scores than the Asia-pacific regional scores. Although the scores are lower compared to a developed country like Japan and at least in two areas advance ruling, and appeal procedures, Bangladesh has a higher score than India. In documents, automation, procedures, and internal and external border agency cooperation, the scores of Bangladesh are relatively low compared to India and the regional average of the Asia-pacific.

Validation of TFA MM findings by OECD TFI simulator:

Under the TFA MM and OECD TFI simulator, the overall trade facilitation scenario is as follows:

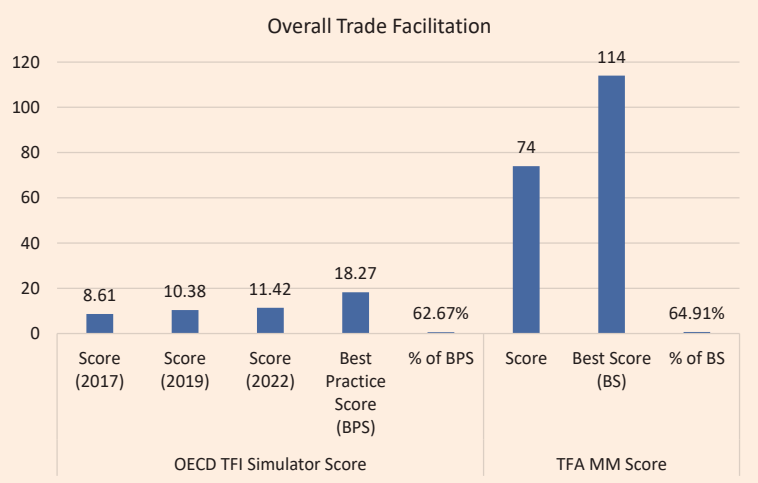

The graph shows that the score under TFA MM is 64.91% whereas, under the OECD TFI simulator, it is 62.67%. The scores are similar which validates the authenticity of each other.

Comparison with Bangladesh's Commitment to WTO regarding TFA implementation:

The TFA implementation commitment of Bangladesh to the WTO as of 17 December 2022 is as follows (WTO, 2022):

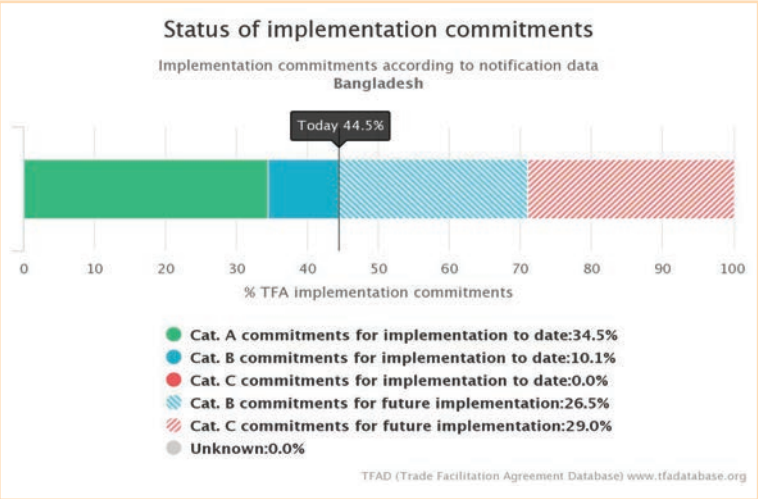

The graph indicates that Bangladesh is committed to implementing 44.5% of its TFA commitment by 17 December 2022 of which 34.5% are from category A, and 10.1% from category B.

The TFA implementation timeline of Bangladesh as of 17 December 2022 is as follows (WTO, 2022):

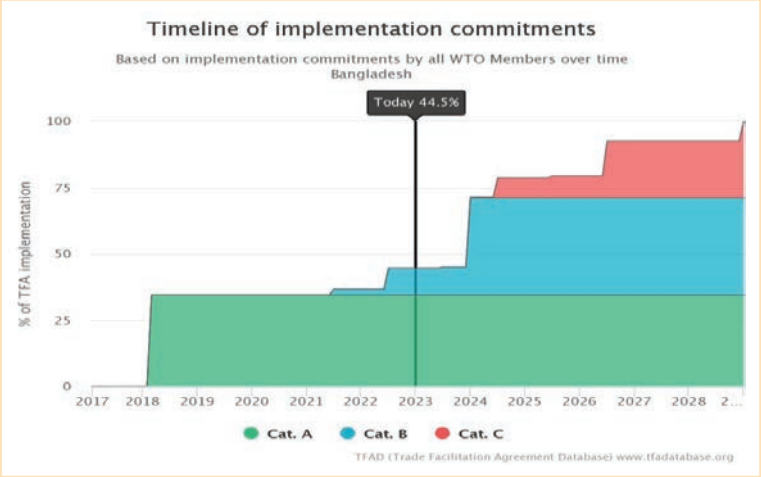

The graph shows that Bangladesh is committed to implementing category B commitment by July 2021 to 31 December 2023 and category C by 2024 to 2030. As a result of several TFA implementation initiatives, Bangladesh has already achieved substantial progress in many areas compared to the commitments which can be shown as follows:

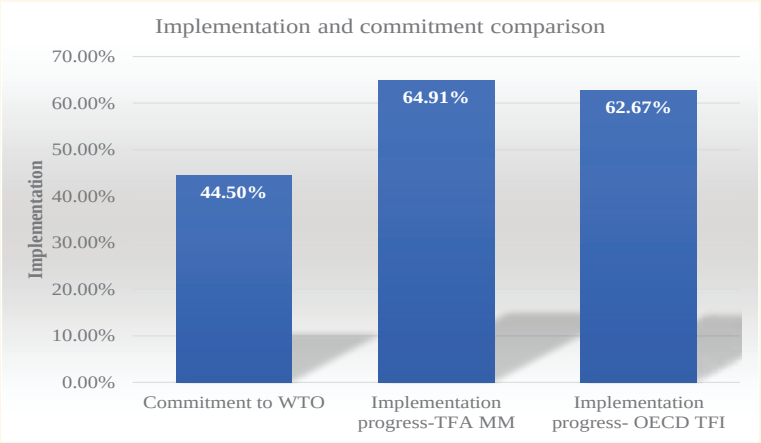

The graph shows that the TFA progress is 64.91% and 62.67% respectively under TFA MM and OECD TFI simulators. This indicates that Bangladesh is well ahead in TFA implementation compared to the commitments of implementation (44.50%).

5. Challenges

The analysis of this study indicates several challenges to TFA implementation in Bangladesh. These includes:

Lack of Simplified Procedure

Procedural simplification is one of the biggest challenges for TFA implementation in Bangladesh. The score in the release of goods process (article 7) under TFA MM is 19 out of 27. It covers many crucial procedural areas including pre-arrival processing, risk management, post-clearance audit, authorized operator, and expedited shipment. The score indicates that there is potential scope for improvement in these areas. The score of Import, export, and transit formalities is 17 out of 27. This article (article 10) includes single windows, formalities and document requirements, use of international standards, etc. These are also very important elements to facilitate trade. The scores achieved in this article also depict potential improvement scopes. Procedural simplification is often linked with automation and business process simplification. The mindset of staff, the scope of corruption, lack of available resources especially for implementing C category commitments, lack of policy-level strong commitment, and lack of awareness of staff and stakeholders are the main underline hindrance to the procedural simplification.

Lack of Customs Cooperation

In today's global world Customs Cooperation with other countries is very important to deal with a high volume of trade. Bangladesh is lagging in this area. The score in this article (article 12) is 1 out of 3. Bangladesh has Customs Cooperation Agreement with only two countries– Turkey and Saudi Arabia. It

does not have a Customs cooperation agreement with its major trade partners e.g., China, India, Singapore, UAE, Malaysia, and export e.g., USA, EU, Canada, Japan, and Australia. Bangladesh did not sign any bilateral Free Trade Agreement (FTA) with any other countries. It has only one bilateral Preferential Trade Agreement (PTA) with Bhutan. Bangladesh is a party to only a few regional trade agreements e.g., the South Asian Free Trade Agreement (SAFTA), the Asia Pacific Trade Agreement (APTA), the Developing-8 Preferential Trade Agreement, Trade preferential Scheme- Organization of Islamic Cooperation (TPS-OIC). FTAs, PTAs, and Economic Partnership Agreements (EPAs) usually cover the clauses of trade facilitation. Bangladesh enjoys a Generalized System of Preference (GSP) and Duty-Free Quota Free (DFQF) unilaterally to the developed countries as an LDC which didn't feel urges of signing bilateral FTA/EPA. This is one of the major underlying causes of the lack of cooperation in the international area. After LDC graduation in 2024, Bangladesh will face a more severe challenge in this area.

Lack of Border Agency Cooperation

Border agencies' cooperation is another very significant issue where Bangladesh is struggling. The TFA MM score is 1 out of 3 in border agency cooperation (article 8). No formal setup exists for either internal agencies of the country or with the neighboring countries. The time-release study conducted by the NBR also identified a lack of border agency cooperation as one of the major causes of lengthy border clearance time (National Board of Revenue, 2022).

Lack of Impartiality, non-discrimination & transparency

Impartiality, non-discrimination, and transparency are also very vital. The score in this article (article 5) is 5 out of 9 under TFA MM. Border agencies do not have formal procedures to inform the importer about the detention of goods for further inspection.

Although Customs allows a second test and considers the report, there is no formal legislation regarding this opportunity. These often create a lack of transparency and exercise the discretionary power of officials.

Opportunity to comment, information before entry into force, and consultations

The stakeholder's participation in policy formulation and decision-making process is not optimum and the TFA MM score is 3 out of 6 in this article (article 2) which indicates the requirements for improvement. In most cases, the consultation is on an Ad-hoc basis, and there is no permanent setup for this consultation. Hence, the stakeholders lack ownership of the policies, processes, and legislation. Sometimes, they are not well aware of the policies and changes. As a result, trade predictability may be hampered. Although NBR arranges a series of meetings with stakeholders before major policy reforms time during budget preparation session as most of the policy changes comes up with the budget proposal, there are no formal guidelines for these meetings and stakeholders often criticizes that their opinions are hardly reflected in the policy (WBG, 2015). Information well before enforcement is hardly published which affects predictability. In many cases, the legislative changes do not open for comments from the public.

Challenges to Freedom of Transit

Transit is a key feature in trade facilitation. The score (article 11) is 3 out of 6 here. The legislation (Transit and Transshipment Rule, 2021) requires framing office orders for administering transit under each transit agreement which is yet to finalize. Without issuing general office orders based on each transit agreement, regular transit operation is difficult. The lack of policy decisions and delay in affixing operational modalities are two vital underlying causes to facilitate transit.

Challenges for Publication and Availability of Information

Publication and availability of information are very much helpful for stakeholders to get access to the information. In this article, the score is 7 out of 12. Although Bangladesh Customs has developed an interactive website as a single source of information availability, in many cases it is not updated frequently and many a time changes in legislation and new policies are not published on that website. There are 3 separate websites for Customs– nbr.gov.bd, customs.gov.bd, and bangladeshcustoms.gov.bd. The last one is the dedicated website prepared under TFA guidelines. But in many cases, information is published in nbr.gov.bd without publishing it in bangladeshcustoms.gov.bd. This creates a hindrance to getting available information from a single point.

Challenges for Disciplines on fees and charges, and penalties

Although fees charges and penalties discipline are in improved shape, there is still some room for further improvement. The score in this article (article 6) is 7 out of 9. The review of fees and charges is not regular, and several border agencies are collecting several types of fees and charges. There is a conflict of interest for Customs officials in terms of getting rewards based on collecting duties, taxes, and penalties. The reasons for imposing fees are not well explained. Therefore, there is a lack of rationality in imposing fees and charges.

Unavailability of Resources/Development partners

As an LDC, Bangladesh can avail support from development partners for implementing TFA, especially category C commitments as per Section II of the TFA. Bangladesh has sought assistance from different development partners. But assistance is not available in some cases e.g., for improving test procedures (article 5.3)[6].

[6] https://tfadatabase.org/en/members/bangladesh/technical-assistance projects?view=donor_not_yet_identified

Bureaucratic Culture

The culture of a country has an impact on TFA implementation because it requires procedural changes and simplification which are involved, humans. Without changing the culture of corruption, the bureaucratic process, and the mindset of staff, it is very difficult to make a sustainable change.

6. Recommendations

Quick Implementation of Single Window (SW)

SW is related to many of the TFA articles including enhancing impartiality, non-discrimination & transparency (article 5), release and clearance of goods (article 7) border agency cooperation (article 8), other formalities related to import, export, and transit (article 10), freedom of transit (article 11), and Customs cooperation (article 12). It can remove many bottlenecks of trade facilitation. The NBR initiated a project to implement BSW in 2017 which is going to be an integrated local platform for providing one-stop services. This project should be implemented as soon as possible. After local integration, it should try for cross-border SW with major trading countries.

Customs Cooperation Agreements and FTAs or EPAs

Customs cooperation agreements can assist in data exchange and managing risky consignments to facilitate faster clearance of less risky goods. Coordinated border management with neighboring countries by sharing the same resources, on-stop border points, joint control, etc. can reduce the costs and time for trade. Many FTAs and EPAs cover trade facilitation. Bangladesh can consider signing FTAs/EPAs with other countries.

A formal platform for border agency cooperation

The absence of a formal platform for border agency cooperation is creating a hindrance to trade. So, a border agency cooperation committee should be established at all the border entry points. This will also ensure concerted efforts to facilitate trade.

Awareness Campaign

Many stakeholders lack awareness regarding the simplified procedures and updated initiatives of different border agencies. For example, pre-arrival processing was introduced to submit a declaration to Customs before the physical arrival of the goods. It can reduce the clearance time drastically which is not utilized by the stakeholders due to the lack of awareness. So, a series of awareness campaigns are necessary for ensuring faster clearance.

Policy Priority of the Government

Government policy priority is a crucial factor in the implementation of TFA. Government should continue a guideline for the implementation of TFA. NBR has prepared a Customs Modernization Strategic Action Plan 2019-2022 for implementing TFA. The duration of that plan is almost over. NBR should make a new well designed and time-bound action plan to implement TFA. Other agencies should have a similar plan of action.

Modernization and Automation

Human intervention and discretion increase the chances of corruption and bureaucratic procedures that hinder trade facilitation. Automated Risk Management intervention and risk-based automated Post Clearance Audit can be strengthened as soon as possible. Single Window, use of non-intrusive inspection devices (e.g., scanners, handheld devices, dog squad), etc. should make available to reduce human intervention.

Authorized Economic Operators

An authorized Economic Operator is a longer trusted importer, exporter, agent, or operator who can be facilitated with minimum intervention. The number of authorized economic operators in Bangladesh is only 3. This opportunity should be extended to other trusted importers, exporters, agents, and operators.

Development partners liaison

TFA implementation requires extensive support from development partners, especially for implementing Category C commitments. To get assistance in this area liaison with development partners is required.

Training and capacity building

Some TFA measures like risk management, post-clearance audit, authorized operator, and single window require extensive training and capacity building of the officials of the border agencies. Moreover, to make a change in the culture, training should be provided for addressing bureaucratic process simplification and reducing corruption.

7. Conclusion

Implementation of TFA is a massive task. Bangladesh took several initiatives to implement TFA of which many produced effective improvements, but some of them have still not yielded enough outcomes. With those effects, the glass of TFA implementation is around 65% full of water; and the rest is full of air. Sustainability is a critical issue for TFA implementation and failing to achieve sustainability can evaporate the water portion of the glass into the air! To gain trade competitiveness, especially for export, Bangladesh should focus on the sustainable implementation of WTO-TFA. In order to meet the challenges of implementing WTO-TFA, concerted efforts are needed from all border agencies providing policy priority to the government. However, this study does not cover stakeholders' opinions regarding WTO-TFA implementation benefits and challenges in Bangladesh. This can open a new scope for further study in this area.

References

Anderson, James E., and Eric Van Wincoop. 2004. "Trade Costs." *Journal of Economic Literature* 42 (3): 691–751

Arvis, Jean-François, Yann Duval, Ben Shepherd, Chorthip Utoktham, and Anasuya Raj. 2016. "Trade Costs in the Developing World: 1996 –2010." *World Trade Review* 15 (3): 451–74. https://doi.org/10.1017/S147474561500052X.

Banik, Tapas Chandra. 2016. "Trade Facilitation and WTO Trade Facilitation (TF) Agreement: Significance, Ongoing activities and Implementation Challenges for Bangladesh." Proceedings of the 1st AISD International Multidisciplinary Conference. Dhaka: Australian Institute for Sustainable Development.183-205.

Go, Eugenia. 2018. Contribution and Effectiveness of Trade Facilitation Measures: A Structured Literature Review. Independent Evaluation, World Bank Group.

Grainger, Andrew. 2011. "Developing the Case for Trade Facil itation in Practice." *World Customs Journal* 5 (2): 65–76

Hammarberg, K., M. Kirkman, and S. de Lacey. 2016. "Qualitative research methods: when to use them and how to judge them." Human Reproduction. 498-501.

Hufbauer, Gary, and Jeffrey Schott. 2013. Payoff from the World Trade Agenda 2013. Report to the ICC Research Foundation, Washington DC: Peterson Institute for International Economics.

Hummels, David. 2007. "Transportation Costs and International Trade in the Second Era of Globalization." *The Journal of Economic Perspectives* 21 (3): 131–154.

Lamy, Pascal. 2013. "WTO (2013a). , February 2013." Speech by Pascal Lamy to Chittagong Chamber of Commerce in Bangladesh. Chittagong: World Trade Organization, February.

Moïsé, Evdokia, and Silvia Sorescu. 2013. "OECD Library." OECD Library. 03 04. Accessed September 27, 2021.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k4bw6kg6ws2-en.pdf?expires=1632737388&id=id&accname=guest&checksum=9C826FBFB9BB3EFA7F39C948F45909D3.

National Board of Revenue. 2022. Comprehensive Time Release Study-2022. Publication, Dhaka: National Board of Revenue.

National Board of Revenue, Bangladesh. 2019. "National Board of Revenue, Bangladesh." National Board of Revenue, Bangladesh. September 11. https://nbr.gov.bd/uploads/publications/SAP-IFC-NBR_full_book_11Sep_19_compressed_compressed.pdf.

OECD. 2019. Trade Facilitation Indicator Simulator. Accessed December 17, 2022. https://sim.oecd.org/Simulator.ashx?lang=En&ds=TFI&d1c=asiap&d2c=bgd. 19

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2015. "OECD." OECD. May 26. Accessed September 27, 2021. https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC/WP(2014)25/FINAL&docLanguage=En.

Petchko, Katerina. 2018. How to Write About Economics and Public Policy. Academic Press.241-270. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813010-0.00015-6

Popa, I., M.G. Belu, D.M. Paraschiv, and A.M Marinoiu. 2015. "Best Practices in Customs Procedures." Amfiteatru Economic 17(40), 1095-1107.

Seetanah, B., R. Sannassee, and S. Fauzel. 2016. "Trade facilitation and trade flows: Evidence from Africa", in Teh, R., et al. (eds.), Trade Costs and Inclusive Growth: Case Studies Presented by WTO Chair-Holders. Case Studies, Geneva: WTO. https://doi.org/10.30875/49648549-en.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2013. Trade Facilitation Indicator Simulator. Accessed December 17, 2022. https://sim.oecd.org/Simulator.ashx?lang=En&ds=TFI&d1c=asiap&d2c=bgd.

Uzzaman, M. A., & Yusuf, M. A. (2011). The role of customs and other agencies in trade facilitation in Bangladesh: Hindrances and ways forward. *World Customs Journal*, 5(1), 29-42.

WB. 2020. "Doing Business." doingbusiness.org. 09 12. https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/b/bangladesh/BGD.pdf.

World Bank Group. 2015. "National Board of Revenue, Bangladesh." National Board of Revenue, Bangladesh. August 13. https://nbr.gov.bd/uploads/publications/(Draft)%20Bangladesh%E2%80%99s%20Alignment%20to%20the%20WTO%20Trade%20Facilitation%20Agreement.pdf.

World Customs Organisation. n.d. World Customs Organisation. Accessed on December 17, 2022. https://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/mercator-programme/tailor-made-track.aspx.

World Customs Organization. 1999. "World Customs Organization." World Customs Organization. Accessed September 27, 2021. http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx.

World Trade Organization. 2015. World Trade Report. Accessed in 21 December 2022. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf

WTO. 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e. September 07. https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm.

WTO. 2022. World Trade Organization. Accessed on 17 December

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩

Nurturing the Next Generation: Promoting a Culture of Knowledge-sharing and Professional Pride in Customs

বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়